একনজরে সাদিকা

একান্ত ব্যক্তিগত

নাম	:	ইসরাত জাহান সাদিকা
পিতা	:	মো. আব্দুল কাদের রনি
মাতা	:	মোছা. সাবিনা ইয়াসমিন
জন্ম তারিখ	:	২২ মার্চ ২০০৪
জন্মস্থান	:	বৃন্দাবন, উত্তরপাড়া
জেলা	:	বগুড়া
উচ্চতা	:	৫ ফুট ৪ ইঞ্চি
ওজন	:	৫৯ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এইচএসসি (গাবতলী সরকারি কলেজ)
ভাই/বোন	:	এক ভাই দুই বোনের মধ্যে বড়
পরিচিতি	:	কাবাডি খেলোয়াড়
মাঠে পজিশন	:	রেইডার
জার্সি নম্বর	:	৭
কাবাডিতে শুরু	:	২০২০ সাল
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ পুলিশ
জাতীয় প্রতিযোগিতা	:	নারী কাবাডি কর্পোরেট লিগ ২০২২ নরসিংদী লিজেন্ডের হয়ে একটি ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়। সিটি গ্রুপ নারী কাবাডি লিগ ২০২৩ এ অংশ নিয়ে সেরা রেইডারের পুরস্কার অর্জন। বিজয় দিবস ২০২৪ কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশ দলের হয়ে অংশগ্রহণ এবং পুলিশ দল চ্যাম্পিয়ন হয়, আমি রেইডার হিসেবে খেললেও প্রশিক্ষক আবদুল জলিল স্যারের নির্দেশে রাইট কভার পজিশনে খেলি এবং সফল হই।
স্মরণীয় খেলা	:	বিজয় দিবস নারী কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রিয় খাবার	:	নুডুলস ও বিরিয়ানি
প্রিয় রং	:	কালো
অবসর কাটে	:	আঁকাআঁকি
পছন্দ	:	গান গাওয়া
অপছন্দ	:	মারামারি
অন্য প্রিয় খেলা	:	ক্রিকেট
প্রিয় ক্রিকেটার	:	তাসকিন আহমেদ
প্রিয় ফুটবলার	:	লিওনেল মেসি
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	আব্দুল জলিল, কাবাডি প্রশিক্ষক (জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
আদর্শ	:	দাদা-দাদী
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	সরকারি চাকরি
স্বাক্ষর	:	সাদিকা

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

বাছাইপর্ব উতরাতে পারবে টাইগ্রেসরা?

মো. মাহবুবুর রশিদ

বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কাটতে সক্ষম হবে তো বাংলাদেশের মেয়েরা?

গত জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অল্পের জন্য বিশ্বকাপের টিকিট কাটতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ক্যারিবীয় মেয়েদের বিপক্ষে ২-১ এ ওয়ানডে সিরিজ হেরে যায় টাইগ্রেসরা। যদি একই ব্যবধানে জিততে পারতো, তবে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারতো নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। ১০ দলের আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ পর্যন্ত ২১ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম হওয়ার কারণে কপাল পুড়েছে বাংলাদেশের মেয়েদের। সমানসংখ্যক পয়েন্ট পেলেও নেট রান রেটে এগিয়ে থাকার কারণে ষষ্ঠ হয়ে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়ে যায় নিউজিল্যান্ড নারী ক্রিকেট দল।

চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ত্রয়োদশ আসর। আট দলের ওই টুর্নামেন্টে স্বাগতিক ভারতসহ ২০২২-এর জুন থেকে ২০২৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠে গড়ানো আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষস্থানীয় ছয়টি দল অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড ইতোমধ্যে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাকি ২টি দল যোগ হবে বাছাইপর্বের পরীক্ষার মাধ্যমে।

সম্প্রতি 'হাইব্রিড' পদ্ধতিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন করেছে পাকিস্তান, যেখানে ভারতের আপত্তির কারণে কিছু ম্যাচ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে। মাস খানেকের ব্যবধানে এবার আরেকটি আসরের স্বাগতিক হয়েছে পাকিস্তান। এককভাবে দেশটির মাটিতে ৯-১৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। ৬ দলের ওই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ নারী দলও। উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের সপ্তম, অস্টম, নবম ও দশম স্থান পাওয়া বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি নারী ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ড; এই ছয়টি দল লড়াই করবে বিশ্বকাপের শেষ দুটি জায়গা নিশ্চিত করার জন্য। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে প্রত্যেক দল একবার করে একে অন্যের মোকাবিলা করবে। পাঁচটি করে ম্যাচ খেলা শেষে পয়েন্ট তালিকার ওপরের সারির দুটি দল পাবে বিশ্বকাপের ছাড়পত্র।

৬ দল ও ১৫ ম্যাচের নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব হবে পাকিস্তানের লাহোরের ২ ভেন্যুতে। সম্প্রতি এই টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। আসরের পর্দা ওঠার দিনে ৯ এপ্রিল উদ্বোধনী ম্যাচে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের মেয়েরা মুখোমুখি হবে আয়ারল্যান্ডের। একই দিনে লাহোর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লড়বে স্কটল্যান্ড। ১০ এপ্রিল নিজেদের প্রথম ম্যাচে থাইল্যান্ডের মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ নারী দল। এরপর ১৩ এপ্রিল আয়ার্ল্যান্ড, ১৫ এপ্রিল স্কটল্যান্ড, ১৭ এপ্রিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ১৯ এপ্রিল স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। দিনের ম্যাচগুলো সকাল ১০টায় ও দিবারাত্রির ম্যাচগুলো শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা আড়াইটায়। মূল লড়াইয়ের আগে ৫ ও ৭ এপ্রিল দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা।

উল্লেখ্য, টাইগ্রেসরা ইতিপূর্বে ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছে একবারই, নিউজিল্যান্ডে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গত আসরে। সেবার বাছাইপর্বের বৈতরণী পেরিয়েই বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের ছাড়পত্র পেয়েছিল টাইগ্রেসরা। অবশ্য ২০২১ সালের নভেম্বরে জিম্বাবুয়েতে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্ব পুরোপুরি শেষ হতে পারেনি। মূলত করোনা ভাইরাসের নতুন ধরণ ওমিক্রনের কারণে কোয়ালিফিকেশন পর্ব মাঝপথে পণ্ড হয়ে গেলে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানকে সুযোগ দেওয়া হয় নারী বিশ্বকাপের মূল আসরে খেলার। নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। একমাত্র পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯ রানের নাটকীয় জয় বাদ দিলে বাকি ৬ ম্যাচেই কপালে জুটেছে পরাজয়। ২ পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে নেট রান রেটে এগিয়ে থেকে ৮ দলের মধ্যে সপ্তম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতি বাহিনী।

নজর দেওয়া যাক বাছাইপর্বে বাংলাদেশের মেয়েদের ৫

টাইগ্রেসদের যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতি

বাংলাদেশ নারী দলের বোলিংয়ের 'প্রধান অস্ত্র' বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার

গত ওয়ানডে নারী বিশ্বকাপেও (২০২২) বাছাইপর্ব পেরিয়ে প্রথমবার খেলেছিল টাইগ্রেসরা

প্রতিপক্ষের বিপক্ষে পরিসংখ্যানে। পাকিস্তান নারী দলের সঙ্গে ১৫ ওয়ানডের ৭টিতেই জিতেছে বাংলাদেশ, হেরেছে ৭টিতে এবং পরিত্যক্ত হয়েছে ১টি ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪ সাক্ষাতে ৩ পরাজয়ের বিপরীতে ১টি ম্যাচে জয় পেয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ৯ ম্যাচে ৬ জয়, ১ হার ও ফলহীন ২- আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সাফল্যের পাল্লা বেশ ভারী টাইগ্রেসদের। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ড নারী দলের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো ওয়ানডে ম্যাচ খেলেনি বাংলাদেশের মেয়েরা। তবে দল দুটি নিগার সুলতানাদের সামনে পাত্তা পাওয়ার কথা নয়। এক্ষেত্রে টি-টোয়েন্টি রেকর্ড স্মরণ করা যেতে পারে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে থাইল্যান্ডকে ৭ বার এবং স্কটল্যান্ডকে ৫ বার সামনে পেয়ে প্রতিটি ম্যাচ অনায়াসে জিতে শতভাগ সাফল্য পেয়েছে টাইগ্রেসরা। সার্বিক বিবেচনায় এবারের বাছাইপর্বে কেবলমাত্র ক্যারিবীয় নারীদের বিপক্ষে ম্যাচটি নিয়েই টেনশন করা লাগতে পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেয়েদের হারাতে পারলে তো ভালোই, এমনকি হারলেও বিশ্বকাপের টিকিট হাতে পেতে পারে বাংলাদেশের মেয়েরা। সে ক্ষেত্রে শর্ত হলো অন্য চারটি ম্যাচ কিন্তু জিততেই হবে। যদি ক্যারিবীয়দের পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গেও হেরে বসে জ্যোতির দল; তাহলে থাকছে বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা! জানিয়ে রাখা দরকার, বাছাই উতরে পাকিস্তান নারী দল যদি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তাহলে তাদের ম্যাচগুলো ভারতের পরিবর্তে অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় কোনো দেশে। কারণ, 'হাইব্রিড মডেলে' সদ্য সমাপ্ত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের সমাধান সূত্র বের করতে গিয়ে দল দুটির সঙ্গে আইসিসির এমনই বোঝাপড়া হয়েছে।

টাইগ্রেসদের ম্যাচের সূচি...

১০ এপ্রিল : বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড (ডে ম্যাচ)
১৩ এপ্রিল : বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড (ডে-নাইট)
১৫ এপ্রিল : বাংলাদেশ-স্কটল্যান্ড (ডে-নাইট)
১৭ এপ্রিল : বাংলাদেশ-উইন্ডিজ (ডে ম্যাচ)
১৯ এপ্রিল : বাংলাদেশ-পাকিস্তান (ডে ম্যাচ)

* আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ডে-নাইট ম্যাচ দুটি হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে এবং বাংলাদেশের অন্য তিন ম্যাচ লাহোর সিটি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে

ফিরেছেন রিতু ও সুমনা, ইশমা প্রথমবার

নারী বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব সামনে অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে আগে চূড়ান্ত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। ১৫ রেখে ৬ সবার স্কোয়াড

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাট হাতে বেশ ছন্দে আছেন সোবহানা মোস্তারি

সদস্যের টাইগ্রেস দলকে যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতি। বড় কোনো চমক ছাড়া দল সাজানোর ক্ষেত্রে সদ্য সমাপ্ত ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন নারী ক্রিকেট লিগের পারফরম্যান্স গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন নির্বাচকরা।

গত জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সবশেষ ওয়ানডে দলে পরিবর্তন আছে অন্তত চারটি। জায়গা হারিয়েছেন মুর্শিদা খাতুন, সুলতানা খাতুন ও তাজ নেহার। এ ছাড়া পায়ের চোটের কারণে বাদ পড়েছেন লতা মন্ডল। ফেরানো হয়েছে রিতু মনিকে। অভিজ্ঞ এই পেস অলরাউন্ডার এবারের উইমেন্স ডিপিএলে গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের হয়ে ৮ ইনিংসে ১০.৩৯ গড়ে ১৮ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৭ ইনিংসে ৫৩.৬৭ গড়ে করেছেন ১৬১ রান। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়ে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পাওয়ার দিনই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুখবর পান রিতু মনি। অন্যদিকে এবারের নারী লিগে অফ স্পিনের ভেল্কি দেখিয়ে ৮ ইনিংসে ১৪.৩৩ গড়ে সর্বোচ্চ ২১ উইকেট দখল করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা। নবাগত শেলটেক ক্রিকেট একাডেমিকে অপরাজিতভাবে শিরোপা জেতানোর পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পুরস্কার হিসেবে দীর্ঘ বিরতির পর ওয়ানডে দলে জায়গা পেয়েছেন তিনি। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে প্রায় ছয় বছর পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন সুমনা এবং ৩ ম্যাচে নিয়েছিলেন ৩ উইকেট। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অভিষেক সিরিজের পর আর ওয়ানডে খেলা হয়নি তাঁর।

রিতু-সুমনার মতো ঢাকা লিগে টপ-অর্ডারে সামর্থ্যের ঝলক দেখিয়ে এবার ওয়ানডেতেও ডাক পেলেন ২৮ বছর বয়সী ডানহাতি ব্যাটার ইশমা তানজিম, যেখানে বড় ভূমিকা রেখেছে শেলটেকের হয়ে ৭ ইনিংসে দুটি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৪৮.০০ গড়ে ৩৩৬ রান। গত বছরের জুলাইয়ে এশিয়া কাপে টি-টোয়েন্টি দলে ডাক ইশমা ওই সংস্করণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ সাকুল্যে করেন ২৪ লিগে সাত ম্যাচের অন্তত ২৫ স্পর্শ করে ওয়ানডে অভিষেকের উপরোক্ত তিনজন ছাড়া নিয়মিত দলের অন্য ১২ সদস্য যথ ারীতি আছেন দলে।

প্রথমবার পাওয়া টুর্নামেন্টে হন, ৪ ম্যাচে রান। এবার প্রতিটিতে এখন রয়েছেন অপেক্ষায়।

• **বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল :** নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), নাহিদা আক্তার (সহ-অধিনায়ক), ইশমা তানজিম, দিলারা আক্তার, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সোবহানা মোস্তারি, স্বর্ণা আক্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা, রাবেয়া আক্তার, ফাহিমা খাতুন, ফারিহা আক্তার তৃষ্ণা, ফারজানা হক পিঙ্কি, সানজিদা আক্তার মেঘলা, মারুফা আক্তার ও রিতু মনি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহ অধ্যায়ের অবসান

মো. মাহবুবুর রশিদ

বাংলাদেশের জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে...

অন্য রকম 'চক্র পূরণ' করা হলো না মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের! টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির মতো মাঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে পারলেন না ওয়ানডে থেকে। আসলে বলা উচিত সুযোগটা নেওয়ারই দরকার মনে করলেন না তিনি। 'যথেষ্ট হয়েছে' ভেবে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় 'ইতি' টেনে দিয়েছেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারের। এর ফলে বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহ অধ্যায়ের পুরোপুরি অবসান ঘটল। 'সাইলেন্ট কিলার'খ্যাত ৩৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ উইলোবাজকে আর কখনোই লাল-সবুজ জার্সি গায়ে ২২ গজে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে না। তিন সংস্করণ থেকে অবসর নিয়ে ইতোমধ্যে 'সাবেক' হয়ে গেছেন তিনি, পেছনে পড়ে রইল অনেক চড়াই-উতরাই পেরুনো ৪৩০ ম্যাচের পথ-পরিক্রমায় প্রায় দেড় যুগ লম্বা আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। সামনে আরও কিছুদিন হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে দেখা যাবে মাহমুদউল্লাহকে।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে বাংলাদেশের চরম ভরাডুবির পর পারফর্ম করতে ব্যর্থ হওয়া দলের দুই সিনিয়র সদস্য মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। দল দেশে ফেরার কয়েক দিন পর ওয়ানডে থেকে মুশফিকের প্রস্থানের রেশ কাটতে না কাটতেই চলে আসে আরেকটি বিদায়-পর্ব। তাঁর 'ভায়রাভাই' মাহমুদউল্লাহ গত ১২ মার্চ রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডি থেকে ইংরেজিতে দেওয়া এক পোস্টে নিজের সিদ্ধান্তের কথা লিখেন এভাবে, 'সকল প্রশংসা কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমার সব সতীর্থ ও কোচকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি, বিশেষ ধন্যবাদ ভক্তদের, যাঁরা সব সময় আমার পাশে ছিলেন...।'

বাংলাদেশ দলের সঙ্গে দুবাইয়ে গিয়ে অনুশীলনে চোটে পড়ায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারেননি মাহমুদউল্লাহ। এরপর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে বাজে শট খেলে মাত্র ৪ রান করে আউট হয়ে যান। পাকিস্তান-বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি তো ভাসিয়ে নিয়ে যায় বৃষ্টি। স্রেফ এক ম্যাচের ব্যর্থতায় নিশ্চয় তাঁকে ছুঁড়ে ফেলত না বিসিবি। শ্রীলঙ্কা কিংবা পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অন্তত একটা বিদায়ী ম্যাচ খেলার মাধ্যমে 'ফেয়ারওয়েল' পেতেই পারতেন। সে রকম কথাবার্তাও নাকি চলছিল বলে সংবাদমাধ্যমে খবরও বেরিয়েছে। কিন্তু বিসিবির ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া মাহমুদউল্লাহ আর দেরি করতে চাননি। চারিদিক থেকে আসা সমালোচনার তোপে পড়ে হোক কিংবা আত্মোপলব্ধি থেকে, ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে নিজেই 'ফুলস্টপ' টেনে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের।

শেষটা সাদামাটা হলেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে কিন্তু দুর্দান্ত ফর্মেই ছিলেন মাহমুদউল্লাহ। আফগানিস্তান (৯৮) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে (৫০*, ৬২ ও ৮৪*) টানা চার ওয়ানডেতে করেছিলেন হাফ সেঞ্চুরি। যদিও বাংলাদেশ ওই চার ম্যাচেই হেরেছিল বলে তাঁর ইনিংসগুলো পরাজয়ের ব্যবধান কমানো বাদে একদমই কাজে লাগেনি। আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আড়াই বছর পর ২০২৭ সালে। ততদিনে তাঁর বয়স হবে ৪২-এর কাছাকাছি। বাস্তবিক কারণেই ওই বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় থাকার সুযোগ ছিল না মাহমুদউল্লাহর। অবশ্য একটা সময় গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলাও তো বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ওই আসরে স্রেফ অভিজ্ঞতার কারণে দলে জায়গা পেয়ে ৭ ইনিংসে ১টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৫৪.৬৬ গড়ে করেছিলেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩২৮ রান। তারপর গত বছর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হোম সিরিজে ৩৭, ০ ও ১ রান করার পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে শারজায় প্রথম দুই ম্যাচে ২ ও ৩ রান করে আউট হলে ওয়ানডে সংশয়ের মুখে পড়ে মাহমুদউল্লাহর ওয়ানডে ক্যারিয়ার। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরপর চার ম্যাচে ফিফটি করে যে আশার প্রদীপ

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ছেড়েছিলেন আগেই, মাহমুদউল্লাহ এবার ওয়ানডেকেও 'বিদায়' বলে দিয়েছেন

কোন পরিচয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মাহমুদউল্লাহ, সাইলেন্ট কিলার নাকি ফিনিশার?

জ্বালিয়েছিলেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এক ম্যাচের ব্যর্থতা ওলটপালট করে দিল সব। যে কারণে এভাবে অপ্রাপ্তি নিয়ে নীরবে সরে যাওয়া। বিদায়টা যে মনের মতো হয়নি, মাহমুদউল্লাহ বিদায়ী বার্তার শেষদিকে তা লিখেছেনও. 'সবকিছুর সমাপ্তি সবসময় নিখুঁত হয় না। তারপরও হ্যাঁ বলতে হয় এবং সামনে এগিয়ে যেতে হয়। শান্তি... আলহামদুলিল্লাহ।'

এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন গত বছরের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ শেষে। ভারত সফরে যাওয়ার আগে থেকেই বাতাসে ভেসে বেড়ানো গুঞ্জন সত্যি করে দ্বিতীয় ম্যাচের আগের দিন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ সিরিজ শেষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে বিদায়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১ রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে করেছিলেন ৪১ রান এবং তৃতীয় তথা বিদায়ী ম্যাচে কেবল ৮ রান করতে পেরেছিলেন এই ফরম্যাটে দেশের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক।

টেস্ট ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহর শুরুটা যেমন হয়েছিল রাজসিক, তেমনি বিদায়টাও হয়েছে রঙিন। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটাউনে অভিষেক টেস্ট স্মরণীয় করে রেখেছিলেন বল হাতে, ব্যাটিংয়ে সুবিধা করতে না পারলেও অফ স্পিনের ক্যারিশমা দেখিয়ে দুই ইনিংস মিলিয়ে শিকার করেছিলেন ৮ উইকেট (৩/৫৯ ও ৫/৫১)। ইনিংসসেরা ও ম্যাচসেরা বোলিং ফিগারের যে কীর্তি পরে আর পুনরাবৃত্তি করতে পারেননি। সাদা পোশাকের ক্রিকেট থেকে তাঁর অবসরও ছিল তুমুল আলোচিত ও নাটকীয়তায় পূর্ণ। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে দল থেকে বাদ পড়ার পর ২০২১ সালের জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ে সফরের দলে একেবারে শেষ মুহূর্তে জায়গা পেয়ে হারারেতে সিরিজের একমাত্র টেস্টের মাঝপথে ড্রেসিংরুমে আচমকা জানিয়েছিলেন বিদায়ের কথা। পরদিন সতীর্থরা মাঠে গার্ড অব অনার দেয় মাহমুদউল্লাহকে এবং জিম্বাবুয়ের বোলারদের পিটিয়ে প্রথম ইনিংসে ২৭৮ বলে ক্যারিয়ারসেরা অপরাজিত ১৫০ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতে ৯৫ রানে এবং প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে এক বুক অভিমান নিয়েই মাহমুদউল্লাহ খুলে রাখেন বাংলাদেশের সাদা পোশাক।

সব শেষে ছেড়েছেন যে সংস্করণ, সেই ওয়ানডে দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহ নাম লিখিয়েছিলেন সবার আগে। ২০০৭ বিশ্বকাপের পর শ্রীলঙ্কা সফরে কলম্বো মাঠে অভিষেক হয় তাঁর। বাংলাদেশের পঞ্চাশ ওভারের দলে নিয়মিত হয়ে ওঠেন ২০০৮ সালে। এই ফরম্যাটে পঞ্চম ইনিংসেই পেয়েছিলেন হাফ সেঞ্চুরির দেখা (১১ এপ্রিল ২০০৮, ফায়সালাবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে ছয়ে নেমে ৭৪ বলে অপরাজিত ৫৮)। শুরুর দিকে বেশির ভাগ সময় ব্যাট করতেন ৬-৭-৮ নম্বরে। যে কারণে বড় ইনিংস খেলার তেমন সুযোগ পেতেন না। যদিও দলের জন্য অবদান রাখতেন নিয়মিত। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি কার্যকর অফ স্পিন মিলিয়ে দলের ভারসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

মাহমুদউল্লাহ ওয়ানডেতে প্রথমবার ওপরের দিকে ব্যাট করার সুযোগ পান ২০১১ সালে। উপমহাদেশে আয়োজিত বিশ্বকাপের পরপর মিরপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে ৪ নম্বরে নেমে ৬১ বলে অপরাজিত ৬৮ রানের ইনিংস খেলে নিজের সামর্থ্য নতুন করে জানান দেন। যদিও পরে আবার তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয় নিচের দিকে। একটা সময় 'ফিনিশারের' ভূমিকায় দলের ভরসা হয়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য ২০১৫ বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে আবার তাঁকে চারে তুলে আনা হয়। সেই সিরিজে ভালো করার পর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও তাঁকে রাখা হয় চারেই। মাহমুদউল্লাহর ক্যারিয়ার স্মরণীয়তম সময়টিও আসে তখনই। অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৩ এবং হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অপরাজিত ১২৮ রান, পরপর দুই ম্যাচেই করেন সেঞ্চুরি, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ানের নাম মাহমুদউল্লাহ। পরবর্তী সময়ে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কার্ডিফে অপরাজিত ১০২ এবং গত বিশ্বকাপে (২০২৩) মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ১১১; ওয়ানডেতে তাঁর চারটি শতকই আইসিসি টুর্নামেন্টের মতো বড় মঞ্চে। অন্য চার 'পাণ্ডবের' তুলনায় বেশিরভাগ সময় পাদপ্রদীপের বাইরে থাকা মাহমুদউল্লাহর ব্যাট থেকে দলের বিপর্যয়ের সময় এসেছে অনেক দুর্দান্ত ইনিংস, ছিলেন বেশ কিছু স্মরণীয় জয়ের নায়ক। তাঁর নীরব বিদায়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি যুগের অবসান ঘটল।

মাহমুদউল্লাহর শুরু এবং শেষ...

- **ওয়ানডে অভিষেক:** শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোয়, ২৫ জুলাই ২০০৭ (৫-০-২৮-২ এবং সাতে নেমে ৫৪ বলে ৩৬ রান)
- **শেষ ওয়ানডে:** বিপক্ষ পাকিস্তান, রাওয়ালপিন্ডি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (৬ নম্বরে নেমে ১৪ বলে ৪ রান, বোলিং করেননি)
- **টি-টোয়েন্টি অভিষেক:** কেনিয়ার বিপক্ষে নাইরোবিতে, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ (বোলিং করেননি, ছয় নম্বরে নেমে ৮ বলে ২ রান)
- **শেষ টি-টোয়েন্টি:** বিপক্ষ ভারত, হায়দরাবাদ, ১২ অক্টোবর ২০২৪ (২-০-২৬-১ এবং ছয়ে নেমে ৯ বলে ৮ রান)
- **টেস্ট অভিষেক:** ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটাউনে, ৯-১৩ জুলাই ২০০৯ (প্রথম ইনিংসে আটে নেমে ২৮ বলে ৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ইনিংসে ২৯ বলে ৮ রান এবং বোলিংয়ে ১৯.৪-২-৫৯-৩ ও ১৫-৪-৫১-৫)
- **শেষ টেস্ট:** বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে, হারারে, ৭-১১ জুলাই ২০২১ (প্রথম ইনিংসে আটে নেমে ২৭৮ বলে অপরাজিত ১৫০ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করেননি এবং বোলিংয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪-০-৯-০)
- **অধিনায়কত্ব পরিসংখ্যান:** ৬ টেস্টে ১ জয়, ৪ পরাজয়, ড্র ১। ৪৩ টি-টোয়েন্টিতে ১৬ জয়, ২৬ পরাজয়, ফলহীন ১। (ওয়ানডেতে কখনো নেতৃত্ব দেননি)

টেস্ট ক্রিকেটে মাহমুদউল্লাহ ক্যারিয়ারসেরা অপরাজিত দেড় শ ইনিংসটি খেলেছিলেন বিদায়ী ম্যাচে

মাহমুদউল্লাহর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার...

সংস্করণ	ম্যাচ	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	স্ট্রা. রেট	১০০/৫০	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ক্যাচ
টেস্ট	৫০	৯৪	২৯১৪	৩৩.৪৯	১৫০*	৫৩.৪০	৫/১৬	৬৬	৪৩	৪৫.৫৩	৮/১১০	৩৮
ওডিআই	২৩৯	২০৯	৫৬৮৯	৩৬.৪৬	১২৮*	৭৭.৬৪	৪/৩২	১৫৩	৮২	৪৬.৪৫	৩/৪	৮২
টি-টোয়েন্টি	১৪১	১২০	২৪৪৪	২৩.৫০	৬৪*	১১৭.৩৮	০/৮	৮০	৪১	২৭.৬৮	৩/১০	৫১

ওসমানী বিমানবন্দরে হামজাকে স্বাগত জানায় বাফুফের প্রতিনিধি দল।

নিজ ভূমে হামজার অন্য রকম ফেরা

রফিকুল ইসলাম কামাল

হামজা দেওয়ান চৌধুরীর জন্ম, বেড়ে ওঠা ব্রিটেনে। মায়ের জন্মস্থান বাংলাদেশে; সেই সুবাদে শৈশব থেকেই এ দেশে আসা-যাওয়া তাঁর। সর্বশেষ যেবার এসেছিলেন, সাধারণের ভিড়েই একজন ছিলেন। কিন্তু অতীত আর বর্তমানে কত ফারাক! এবার যখন ফিরলেন, তখন তিনি অসাধারণ একজন, যাঁর পায়ের জাদুতে মোহিত হতে চায় গোটা দেশ, যাঁকে বরণে বিমানবন্দরে ঢল নামে ক্রীড়াপ্রেমী জনতার। অবাক মুগ্ধতার এই অন্য রকম ফেরায় হামজা স্নাত হলেন কেবলই ভালোবাসার ঢালিতে।

অভিজাত ইংলিশ লিগে খেলা প্রথম ফুটবলার হামজা চৌধুরী যিনি বাংলাদেশের জার্সি গায়ে তুললেন। দেশের ফুটবলে কত শত তারকা এসেছেন, কিন্তু তাঁর মতো ছিলেন না একজনও। গ্লোবার স্টারের মর্যাদার হামজার কারণে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দামি দল তো বটেই, এশিয়ার মধ্যেও বেশ এগিয়ে গেছে।

হামজা চৌধুরীর স্থায়ী বাস যুক্তরাজ্যে। ১৯৯৭ সালের ১ অক্টোবর লেস্টারশায়ারে জন্ম তাঁর। তা মায়ের পৈতৃক বাড়ি সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট গ্রামে। লেস্টার সিটি একাডেমিতে শৈশব থেকেই ফুটবলে হাতেখড়ি হামজার। প্রতিভা দিয়ে শুরুতে জায়গা করে নেন লেস্টারের বয়সভিত্তিক দলে। ২০১৫ সালে তাঁর জায়গা হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সাবেক চ্যাম্পিয়ন লেস্টারের মূল দলে। লেস্টারই তাঁর মূল দল। সেখান থেকে ২০২২-২৩ মৌসুমে ধারে খেলেন ওয়াটফোর্ডে। এ মৌসুমে ধারে খেলছেন ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপের দল শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে। গেল ১৬ মার্চ শেফিল্ডের হয়ে ডার্বি ম্যাচ খেলে, জয়ের সুবাস নিয়ে বাংলাদেশের বিমান ধরেন হামজা চৌধুরী।

শুধু লেস্টারই নয়, হামজা চৌধুরী ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দলেও একাধিক ম্যাচ খেলেছেন। ধারাবাহিকতায় ইংল্যান্ড জাতীয় দলে জায়গা পেতেন কিনা, সেটি এখন অমীমাংসিত প্রশ্নই রয়ে গেল।

হামজার আগমন: সিলেট পর্ব

হামজার আগমন ঘিরে কয়েকদিন ধরেই সিলেট ও হবিগঞ্জে সাজ সাজ রব চলছিল। ঢাকায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের মধ্যেও ছিল তোড়জোড়। ১৬ মার্চ বাফুফের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল যায় সিলেটে। সেখানে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। হবিগঞ্জে গিয়ে সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলেন প্রতিনিধিদল। ১৭ মার্চ সকালে বাফুফের আরও তিন সদস্য পৌঁছান সিলেটে। সেদিন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে

গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জের স্নানঘাটে হামজাকে সংবর্ধনা।

বিমানন্দরের ভিআইপি গেইটে ভক্ত-সমর্থকে ঘেরা হামজা চৌধুরী।

অবতরণ করে হামজাকে বহনকারী বোয়িং। হামজা একা ছিলেন না, সঙ্গে তাঁর মা, স্ত্রী ও সন্তানেরাও ছিলেন। ভিআইপি মর্যাদায় দ্রুতই ইমিগ্রেশন শেষ হয় হামজা ও তাঁর পরিবারের। বিমানবন্দরে তাঁদেরকে স্বাগত জানান বাফুফের নির্বাহী সদস্য শাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহীন, কামরুল ইসলাম হিল্টন, গোলাম গাউস, ইকবাল হোসেন, সত্যজিৎ দাশ রুপু, ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ ও মঞ্জুরুল করিম। বিমানবন্দরে হামজার বাবা মোরশেদ দেওয়ান চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

হামজাকে বরণ করে নিতে ওই দিন সকাল থেকেই ওসমানী বিমানবন্দরে ভিড় জমান সিলেটের ক্রীড়াপ্রেমী জনতা। ব্যানার, ফেস্টুন, হ্যান্ড মাইক, বাদ্যযন্ত্র সহকারে জড়ো হন তারা। চলে মুহুর্মুহু স্লোগান– 'ওয়েলকাম টু মাদারল্যান্ড, হামজা!' 'হামজা–দ্য কিং!' প্রভৃতি। হামজাকে স্বাগত জানিয়ে বিমানবন্দরের সড়কে বাফুফের পক্ষ থেকে টানানো হয় বিলবোর্ড। বিমানবন্দর এলাকায় নেওয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অগুনতি ক্রীড়াপ্রেমী, বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যমকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সবমিলিয়ে তীব্র কোলাহল বিমানবন্দরে। দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত হামজা এই কোলাহল মেনে নেন হাসি মুখেই। বাফুফে কর্মকর্তারা যখন কনকোর্স হল থেকে হামজাকে ভিআইপি গেইটের সামনে বের করে আনেন, তখন সেখানে তীব্র 'জনযট'! এর মধ্যেই সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্ন; কিন্তু কিছু বোঝা গেলে তো! হট্টগোলের মধ্যেই হামজা চৌধুরী ইংরেজিতে বলেন, 'দেশে ফিরে ভালো লাগছে। আমি খুবই রোমাঞ্চিত। আমার হৃদয় পরিপূর্ণ।'

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ২৫ মার্চের ম্যাচের জন্যই হামজার এই দেশে ফেরা। সেদিন এই ম্যাচ ঘিরে হামজাকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। কিন্তু কোলাহলের কারণে বুঝতে না পেরে হামজা সিলেটি ভাষায় বলেন, 'আমি বুঝছি না, বুঝছি না।' একাধিকবার বলার পর বুঝতে পেরে হামজা বলেন, 'ইনশা আল্লাহ, আমরা উইন খরমু (করব)। আমার বড় স্বপ্ন আছে। কোচ হাভিয়েরের সঙ্গে কাজ করবো। ইনশা আল্লাহ, আমরা উইন খরিয়া (করে) প্রোগ্রেস করতে পারমু।' হামজা মনখুলে আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তবে পরিস্থিতির কারণেই তাকে ভেতরে নিয়ে যান বাফুফে কর্মকর্তারা।

হামজার আগমন : হবিগঞ্জ পর্ব

ওসমানী বিমানবন্দর থেকে ছাদখোলা গাড়িতে করে হামজা চৌধুরীকে নিয়ে বাইরে বের হন বাফুফে কর্মকর্তারা। সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক নজর। ভক্তদের ভিড় ঠেলে, হ্যান্ডশেক করে বিমানবন্দর থেকে বের হয় হামজার গাড়িবহর–গন্তব্য হবিগঞ্জের বাহুবলের স্লানঘাট গ্রাম।

হামজার আগমন ঘিরে স্লানঘাট গ্রামে দেওয়ান বাড়িতে সকাল থেকেই ছিল আত্মীয়স্বজন, ক্রীড়াপ্রেমী, গ্রামবাসী, উৎসুক জনতার ভিড়। সেখানেও ছিল স্থানীয় প্রশাসনের নিরাপত্তাব্যবস্থা। হামজাকে স্বাগত জানিয়ে গ্রামে একাধিক গেইট বসানো হয়, টানানো হয় ব্যানার। তার আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতে সেখানে আয়োজন করা হয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। বাড়ির পাশেই সেই অনুষ্ঠানে হামজা যখন যোগ দেন, তখন সেখানে তুমুল উচ্ছ্বাসের বাতাবরণ, তুমুল করতালি। সংবর্ধনার মঞ্চে ওঠে আপ্লুত হামজা বলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে, আফনারা সব আইছইন (আসছেন) আমারে দেখবার লাগি।' এরপর অনেকটা স্লোগানের মতো করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ...বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলেন হামজা। তাঁর সঙ্গে হাজারো জনতাও এই স্লোগানে সুর মেলান।

পবিত্র রমজান মাস। অনেকেই ইফতারের জন্য চলে যান বাড়িতে। কিন্তু তখনও অনেকেই রয়ে গেছেন হামজাদের বাড়ি। সেখানে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয় তাঁদের। সেদিনই সন্ধ্যায় আরেক দফায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন হামজা চৌধুরী। তাঁকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া তারকা হিসেবে অভিহিত করছেন অনেকেই। এমনকি ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের সমতুল্য বা তাঁর চেয়েও বড় তারকা হিসেবেও হামজাকে বিবেচনা করার লোকের কমতি নেই। এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে বিনয়ের সঙ্গেই হামজা বলেন, 'আমার মনে হয় না, আমি সাকিবের পর্যায়ে আছি। তিনি একজন মেগাস্টার। বিশ্ব পর্যায়ে অনেক বছর ধরে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আমার মনে হয় না...(আমি সেই পর্যায়ে গেছি)'। বাংলাদেশের হয়ে ৮ নম্বর জার্সি পরে খেলার কথাও সেদিন জানিয়ে দেন তিনি।

গ্রামের বাড়িতে প্রবেশের পথে ফুলেল ভালোবাসায় সিক্ত হন হামজা।

শ্রাবণীর রাজসিক প্রত্যাবর্তন

তোফায়েল আহমেদ

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ফিরেছিলেন জাতীয় কাবাডি দলে। ফিরেই এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে জিতলেন ব্রোঞ্জপদক। সেটাও আবার অধিনায়ক হিসেবে। এত রাজসিক প্রত্যাবর্তন শ্রাবণী মল্লিকের!

ইরানের তেহরানে গত ৪-৯ মার্চ অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ। এই দলের নেতৃত্বেই ছিলেন শ্রাবণী। দীর্ঘ সময় পর জাতীয় দলে ফেরা, ফিরেই অধিনায়কত্ব এবং আন্তর্জাতিক পদক জয়। এতটা কি ভেবেছিলেন শ্রাবণী? নাহ, এতটা ভাবেননি তিনি। একান্ত আলাপচারিতায় এই রেইডার বলেন, 'এত লম্বা সময় পর ফিরে এসে এ রকম সম্মান পাব, অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পাব, সত্যিই এটা কখনো ভাবিনি'। শুধু অধিনায়কত্ব পাওয়াতেই তো আর থেমে থাকেননি শ্রাবণী। প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই জিতেছেন আন্তর্জাতিক পদক। শ্রাবণী তাই এই মুহূর্তে অনেক সুখী একজন মানুষ। তাই তো কণ্ঠে উচ্ছ্বাস নিয়ে বলেন, 'এই সাফল্যের অনুভূতি আমি বলে প্রকাশ করতে পারব না। পাঁচ বছর পর আমার জাতীয় কাবাডি দলে ফেরা। এত লম্বা সময় পর ফিরে এসে অধিনায়কত্ব পেয়েছি। সেটাও প্রথমবার। এটা ছিল আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দলীয় সাফল্য। আমরা দেশে যতটুকু প্র্যাকটিস করেছি, ফেডারেশন যেভাবে সাপোর্ট করেছে, আমাদের কোচ যেভাবে অনুশীলন করিয়েছে, তাতে আমরা ব্রোঞ্জ জয়ের বিষয়ে আশাবাদী ছিলাম। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা ইরানে যাই। সেই লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় খুবই খুশি আমরা। দেশের জন্য কিছু একটা নিয়ে আসতে পেরেছি, এটা অনেক বড় পাওয়া'।

এবারের এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয় ৭টি দেশ। 'এ' গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে বড় হার দিয়ে আসর শুরু করে। ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ৬৪-২৩ পয়েন্টে হেরে যান শ্রাবণীরা। তবে একই দিন মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দাপুটে জয়ে ঘুরে দাঁড়ান তারা। লাল-সবুজ জার্সিধারীরা ম্যাচটি নিজেদের করে ৫২-১২ পয়েন্টে। একই সঙ্গে জিইয়ে রাখে সেমিফাইনালের স্বপ্ন। ৭ মার্চ গ্রুপ পর্বে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে থাইল্যান্ডকে ৪২-২৭ পয়েন্টে হারিয়ে জায়গা করে নেয় শেষ চারে। সুবাদে অন্তত ব্রোঞ্জপদক নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের। ফাইনালে উঠার লড়াইয়ে স্বাগতিক ইরানের কাছে ৪১-১৮ পয়েন্টে হেরে যান শ্রাবণীরা। এতে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া হয়নি ঠিক, তবে যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ দল ইরান গিয়েছিল; সেটা অন্তত পূরণ হয়। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে তাই উচ্ছ্বাসের কমতি নেই। কিন্তু আরও কি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না? রুপা কিংবা স্বর্ণ জয়ের সামর্থ্য থেকে বাংলাদেশ কতটা দূরে? জানতে চাইলে শ্রাবণী বলেন, 'এবার তো আমরা লম্বা সময় অনুশীলন করার সুযোগ পাইনি। যে কয় দিন অনুশীলন করেছি, তাতেই আমরা থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে অনেক সুন্দর ফাইট দিয়েছি। এরপর যখন লম্বা সময় আমাদের অনুশীলন হবে, তখন নিশ্চয়ই আমরা স্বর্ণপদকের জন্য ফাইট দিতে পারব'। যোগ করে আরও বলেন, 'এবার ক্যাম্পে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। এ রকমভাবে যদি ক্যাম্প চলে, তাহলে অবশ্যই সামনে আরও ভালো রেজাল্ট হবে'।

এবারের আসরের ফাইনালে ইরানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। দেশটি এ নিয়ে ছয় আসরের মধ্যে পঞ্চমবার চ্যাম্পিয়নের মুকুট জিতল। ভারত বা ইরানের মতো দলের সঙ্গে কোথায় পার্থক্য বাংলাদেশের? শ্রাবণী বলেন, 'সব থেকে বড় কথা ফিটনেসের দিক থেকে আমাদের একটু কমতি আছে। তবে আমাদের যদি দীর্ঘ মেয়াদে ক্যাম্প করানো হয়, তাহলে এর থেকে আরও ভালো রেজাল্ট করতে পারব। বড় দলগুলোর সঙ্গে ব্যবধানও কমে আসবে'। বড় দলগুলোর সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে বাংলাদেশ অধিনায়ক আরও বলেন, 'বড় দলগুলোর সঙ্গে অনেক ভালো ভালো স্পন্সর থাকে। বিভিন্ন জায়গায় তাদের টুর্নামেন্ট খেলানো হয়। আমাদের যদি এ রকম করা হয়, তাহলে আমাদের দলটাও আরও অনেক ভালো হবে'।

ফেরা যাক শ্রাবণীর নিজের গল্পে? কাবাডিতে তার যে লম্বা সময়ের বিরতি, এই বিরতির কারণ কি ছিল? শ্রাবণী জানান, মূলত অসুস্থতার জন্য তাঁকে কাবাডি ছাড়তে হয়েছিল। তা কি হয়েছিল তার? শ্রাবণীর কথায়, 'ছোটখাটো একটা প্যানিক অ্যাটাক হয়েছিল'। তখন শরীর ওপর তার ধকল গেছে অনেক। বলেন, 'এতটাই অসুস্থ ছিলাম, সেই সময় শরীরে অনেক মেডিসিন চলেছে। এ কারণে আমার ওজন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কাবাডিতে তো ওজনের সীমারেখা আছে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে অনেক দিন কাবাডিতে আসতে পারিনি। সুস্থ হওয়ার পর ওজন নিয়ন্ত্রণে আনি। এরপর ফিরে আসা...'।

টেনিস কন্যা সুমাইয়ার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন

মোরসালিন আহমেদ

তখন বিশ্বজুড়ে 'বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস' চলছিল। সে সময় বাইরে বেরোনোর কোনো উপায় ছিল না। সর্বত্র চলছিল লকডাউন আর কঠোর বিধিনিষেধ। তাই বাসার পাশে টুকটাক ব্যাডমিন্টন খেলে তাঁকে সময় কাটাতে হতো। তখনো টেনিস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না। অথচ পাঁচ বছর পর আজ সেই মেয়েই ঘরোয়া টেনিসের নতুন রানী। ভাবা যায়! ২০০০ সালের ৪ জানুয়ারি যার টেনিসে হাতেখড়ি, ২০২২ সাল থেকে যিনি জাতীয় পর্যায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, ২০২৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় খেলছেন। ব্যাপারটা এ রকম–এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে যাকে নিয়ে কথা বলছিলাম তিনি হলেন ঝালকাঠির মেয়ে টেনিস কন্যা সুমাইয়া আক্তার।

টেনিসে আসার পেছনের গল্প প্রসঙ্গে সুমাইয়া বলেন, বাবুল স্যারের (জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল) বাসার সামনে একদিন ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। দূর থেকে উনি লক্ষ করছিলেন। খেলার সময় কাক তাড়াতে বাম হাত দিয়ে একটি ঢিল ছুড়েছিলাম। সেটা গিয়ে পড়েছিল ঠিক কাকের গায়ে। সেই ঢিলে কাকের প্রাণ যায়যায় অবস্থা। এটা দেখে এগিয়ে এসে বললেন, বাহ্ তোমার নিশানা তো দারুণ। হাতেও দেখছি বেশ শক্তি! টেনিস শিখবে? মনের অজান্তে সায় দিলাম, হ্যাঁ খেলব। আমার আগ্রহ দেখে বললেন, ঠিক আছে তোমার আম্মুকে নিয়ে বিকেল চারটায় মাঠে এসো; আমি থাকব। সেদিন নির্দিষ্ট সময়েই সেখানে পৌঁছলাম। তখন আম্মু খেলার সম্মতি দেওয়ায় সেই থেকে টেনিসে আমার পথ চলা শুরু।

তবে সুমাইয়ার প্রতিভা দেখে যদি জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল পাশে এসে না দাঁড়াতেন তাহলে মেয়েটি হয়তো ঝরে পড়তেন। কেননা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সুমাইয়ার পক্ষে এমন ব্যয়বহুল খেলায় এ পর্যায় পৌঁছানো ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু দেশে কিছু কিছু অন্তপ্রাণ সংগঠক আছেন বলেই টেনিসের র‍্যাকেট, বল, জার্সি, কেডস আর আনুষঙ্গিক বিষয়াদির জন্য ভাবতে হয় না সুমাইয়াদের। এক প্রশ্নে সুমাইয়া বলেন, বাবুল স্যারের কল্যাণে আমি আজ জাতীয় পর্যায় উঠে এসেছি। আন্তর্জাতিক আঙিনায় খেলে বেড়াচ্ছি। তাঁর কাছেই টেনিস শিখছি। তিনি আমাকে পরম মমতায় সন্তানের মতো স্নেহ করেন।

সুমাইয়া বলেন, টেনিসে প্রতিষ্ঠা পেতে কঠোর অনুশীলন করে চলেছি। আমার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য প্রথমে এশিয়ার শীর্ষ র‍্যাঙ্কিংধারী প্লেয়ার হওয়া। তারপর ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছা। টেনিসে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখি। আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। আশা করি, আমার স্বপ্নপূরণে সবাইকে পাশে পাব। এদিকে টেনিসের অভিজ্ঞমহল মনে করছেন একসময় বৈশাখী, দিশা, রিনা, সাথী, ঈশিতা, শান্তা, উর্মিরা যেভাবে মাতিয়েছেন ঠিক তেমননি সুমাইয়াও তাঁর উত্তরসূরিদের দেখানো পথে ঝড় তুলবেন।

একনজরে...

নাম	: সুমাইয়া আক্তার
ডাক নাম	: সুমাইয়া
পিতা	: মো. মনির গাজী
মাতা	: লাইজু বেগম
জন্ম তারিখ	: ০৮.০১.২০১০
জন্মস্থান	: মধ্যম চাঁদ কাটি
জেলা	: ঝালকাঠি
ভাই-বোন	: ১ ভাই ও আমি
নিজ অবস্থান	: সবার বড়
উচ্চতা	: ৫ ফুট ১ ইঞ্চি
ওজন	: ৪৮ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: ঝালকাঠি পৌর আদর্শ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: লং টেনিস খেলোয়াড়
টেনিসে না এলে	: সরকারি চাকরি করতাম
প্রিয় শট	: ফোর হ্যান্ড
খেলা শুরু	: ২০২০
জাতীয় পর্যায়	: ২০২২
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৩
হাতেখড়ি	: জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল
বর্তমান ক্লাব	: ঝালকাঠি টেনিস ক্লাব
প্রিয় কোচ (দেশ)	: জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল
প্রিয় কোচ (বিদেশ)	: জোনাথন স্টাপস
প্রিয় খেলোয়াড় (বিদেশ)	: সেরেনা উইলিয়ামস
খেলায় অনুসরণ করেন	: সেরেনা উইলিয়ামস
অন্য প্রিয় খেলা	: ক্রিকেট
প্রিয় খাবার	: ইলিশ মাছ
প্রিয় রং	: কালো, সাদা, নীল
প্রিয় শখ	: দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো
পছন্দ	: টেনিস খেলা
অপছন্দ	: ঝগড়া করা
অবসরে	: আব্বু-আম্মুর সঙ্গে লুডু খেলা
আদর্শ	: ভালো মনের মানুষ হওয়া
বিদেশ ভ্রমণ	: শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া

জাতীয় পর্যায় সাফল্য : ২০২৫ সালে জাতীয় নারী একক চ্যাম্পিয়ন, দ্বৈত রানার্সআপ, অনূর্ধ্ব-১৪ চ্যাম্পিয়ন

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য: ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কায় অনূর্ধ্ব-১৪ আইটিএফ ওয়ার্ল্ড টেনিস টিম কম্পিটিশনে ৮ দেশের মধ্যে ষষ্ঠ, ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ায় এশিয়া-ওশেনিয়া প্রি কোয়ালিফাইয়িং ফর বিলি জিন কিং কাপে ১৪ দেশের মধ্যে দশম।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : এশিয়ায় নম্বর ওয়ান প্লেয়ার হতে চাই।

হারানো মুকুট ফিরে পেতে প্রত্যয়ী সুমাইয়া

তোফায়েল আহমেদ

‘কোন মানুষের যদি কিছু হারিয়ে যায়, তাহলে তাঁর মন খারাপ তো হবেই’। স্প্রিন্টার সুমাইয়া দেওয়ান যখন কথাটা বললেন, তাঁর কণ্ঠের দীর্ঘশ্বাসটা আঁচ করা যায়। কেন এমন বললেন সুমাইয়া? কিই-বা হারিয়েছেন তিনি?

সুমাইয়া হারিয়েছেন অনেক বড় এক খেতাব বা স্বীকৃতি। বছর তিনেক আগে দেশের দ্রুততম মানবীর খেতাব জিতেছিলেন তিনি। সেটাও আবার প্রথমবার জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েই। কিন্তু সেই খেতাবটা আর ধরে রাখা হয়নি তাঁর। যে শিরিন আক্তারকে হারিয়ে মুকুটটা জিতেছিলেন, সেই শিরিনই আবার সেটা ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং এখনো নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। তবে শিরিনকে চ্যালেঞ্জটা প্রতিবারই জানিয়ে যাচ্ছেন সুমাইয়া। বলতে গেলে ট্র্যাকে এখন শিরিনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম সুমাইয়াই। যে সুমাইয়া নিজের হারানো মুকুটটা ফিরে পেতে মরিয়া।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে ৪৫তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণ জয় করে সবাইকে চমকে দেন সুমাইয়া। প্রথমবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েই দ্রুততম মানবী, সঙ্গে ২০০ মিটার স্প্রিন্টেও সেরা। স্বপ্নের মতো শুরু ছিল মানিকগঞ্জের তরুণীর। তখনই বলেছিলেন, একবার নয়। দ্রুততম মানবী হতে চান তিনি আরও অনেকবার। কিন্তু সে বছরই সামার অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানবীর মুকুটটা হারিয়ে ফেলেন তিনি। আবার তা নিজের করে নেন শিরিন। এরপর আরও তিনটি জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ গেল। সুমাইয়া পারেননি শিরিনকে রুখতে। গত ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ৪৮তম জাতীয় অ্যাথলেটিকসে ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্টে রৌপ্য জয় করেন সুমাইয়া। দুই ইভেন্টেই তিনি হেরেছেন শিরিনের কাছে। ১০০ মিটারে ১২.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ১৬তম বার দ্রুততম মানবী হয়েছেন শিরিন। সুমাইয়া দ্বিতীয় হয়েছেন ১২.১৫ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে। ২০০ মিটারে সুমাইয়ার টাইমিং ২৪.৮৪, শিরিনের ২৪.৭৪। এর বাইরে ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেতে শিরিন, সোনিয়া ও কবিতাকে সঙ্গী করে স্বর্ণ জয় করেছেন সুমাইয়া।

একান্ত আলাপে নিজের এই পারফরম্যান্স সম্পর্কে জানতে চাইলে সুমাইয়া যা বললেন, তাতে তাঁর মিশ্র অনুভূতিটা স্পষ্ট হয়। সুমাইয়ার উত্তরটা এ রকম, ‘আমার পারফরম্যান্স নিয়ে আমি আলহামদুলিল্লাহ খুশি। কিন্তু দেখুন, কে না প্রথম হতে চায়, ভালো করতে চায়। প্রথম হতে পারলে আরও ভালো লাগত’। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সেরা হতে না পারার কষ্টটাই যেন স্পষ্ট হয় সুমাইয়ার কথায়।

হওয়ারই কথা! ২০২২ সালে প্রথমবার দ্রুততম মানবী হওয়ার পর থেকেই তাঁর দিকে আলাদা দৃষ্টি থাকে সবার। কারণ, তিনি যে একবারের দ্রুততম মানবী। এছাড়া দ্রুততম মানবী হওয়ার কৃতিত্বটা তিনি দেখিয়েছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। অর্থাৎ সম্ভাবনার অবারিত দুয়ার তাঁর সামনে। কিন্তু এই যে স্বীকৃতিটা আর ফিরে পাচ্ছেন না, এ নিয়ে সুমাইয়ার ভেতরের কষ্টটাই প্রকাশ পায় তাঁর বলা ওই কথায়, ‘কোন মানুষের যদি কিছু হারিয়ে যায়, তাহলে তাঁর মন খারাপ তো হবেই’। এতটুকুতেই থামেননি সুমাইয়া। বলেন, ‘আসলে আমার পারফরম্যান্সটা ধরে রাখার চেষ্টা করি। সব সময়ই চেষ্টা করি। গতবার (৪৭তম অ্যাথলেটিকস) ইনজুরিতে ছিলাম। সেভাবে টাইম টু টাইম প্র্যাকটিস পাইনি। এবার ভালো পারফরম্যান্স ছিল, ভালো টাইমিং ছিল। আশা করেছিলাম যে প্রথম হবো। বাট আল্লাহ চেয়েছে তাই দ্বিতীয় হয়েছি। আশা করি, সামনে প্রথম হতে পারব ইনশাআল্লাহ’।

অর্থাৎ সুমাইয়ার মধ্যে হারানো খেতাব ফিরে পাওয়ার বিশ্বাসটা আছে। শুধু আছে বললে ভুল হবে। প্রবলভাবেই আছে। না হলে তিনি কেন বলবেন, ‘শুধু একবারের দ্রুততম মানবী হয়ে থাকতে চাই না। খেতাবটা আবারও ফিরে পেতে চাই এবং দীর্ঘদিন ধরে রাখতে চাই’।

দ্রুততম মানবীর খেতাব হাতছাড়া হলেও স্প্রিন্টার সুমাইয়াকে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ বলার উপায় নেই। এই যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দুই ইভেন্টে নিজের দ্বিতীয় স্থানটা অন্তত ধরে রাখছেন, জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিবারই একাধিক পদক জিতে চলেছেন, ২০ বছর বয়সী সুমাইয়া তো সফলই। পদক জেতাটা সুমাইয়া নিজে খুব উপভোগ করেন, ‘পদক জিততে আমার অনেক ভালো লাগা কাজ করে। আসলে আমি যতটা খুশি হই, আমার কোচ, পরিবারের মানুষ আরও খুশি হয়। তাদের ভালোলাগাটাই আমাকে বেশি তৃপ্তি দেয়’।

নৌবাহিনীর অ্যাথলেট সুমাইয়া বিকেএসপি থেকে এসএসসি ও এইচএসসি শেষ করে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন (প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ)। খেলাধুলার পাশাপাশি ভালোভাবে পড়াশোনাটা শেষ করতে চান। স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটা ক্যারিয়ার গড়ার। সেই ক্যারিয়ারটা কেমন হবে, তা হয়তো সময়ই বলবে। তবে অ্যাথলেট হিসেবে সুমাইয়ার স্বপ্নটা বিশাল। তাঁর কথায়, ‘আপাতত চাই নিজের যে হারানো মুকুটটা হারিয়েছি, সেটা ফিরে পেতে। এর সঙ্গে চাই এসএ গেমসে বাংলাদেশকে ভালো কিছু দিতে, খেলতে চাই অলিম্পিকে’।

মুস্তাকিম ৪০৪!

মো. মাহবুবুর রশিদ

জাতীয় স্কুল ক্রিকেটে অপরাজিত ৪০৪ রানের ইনিংস খেলে ইতিহাস গড়েছেন ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মুস্তাকিম হাওলাদার

১০০, ২০০ কিংবা ৩০০ নয়, ব্যক্তিগত ৪০০ রান! তাও আবার ৫০ ওভারের ম্যাচে! বাংলাদেশের জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অবিশ্বাস্য ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মুস্তাকিম হাওলাদার। ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের এই শিক্ষার্থী ওয়ানডে ম্যাচে খেলেছেন অপরাজিত ৪০৪ রানের এক অতিমানবীয় ইনিংস। দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন কীর্তি নজীর বিহীন, বিশ্ব ক্রিকেটেও এমন ঘটনা কয়টা আছে তা গুনে দেখতে হবে। এ ছাড়া মুস্তাকিমের ব্যাটে ভর করে তাঁর দল ক্যামব্রিয়ান যে ৭৭০ রানের দলীয় স্কোর গড়েছে, সেটিও চোখ কপালে তোলার মতোই ঘটনা।

প্রাইম ব্যাংক জাতীয় স্কুল ক্রিকেটের এবারের আসরে (২০২৪-২৫ মৌসুম) অমন চমকপ্রদ ইতিহাস সৃষ্টি করা ঘটনা ঘটেছে গত ১৮ মার্চ। টুর্নামেন্টের বিভাগীয় পর্যায়ের খেলায় এদিন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের মোকাবেলা করতে নেমেছিল সেন্ট গ্রেগরি স্কুল। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামা ক্যামব্রিয়ান ৫ ওভারেই স্কোরবোর্ডে জমা করে ফেলে ৭১ রান। শুরুর ঝড় সামলে পঞ্চম ওভারে চার বলের মধ্যে স্যামসন রায় ২ উইকেট তুলে নেওয়ার পর মনে হচ্ছিল রানের জোয়ারে হয়তো বাধ দিতে পারবে সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ। কিন্তু বাস্তবে হলো ঠিক উল্টো। এরপর জুটি বেঁধে সেন্ট গ্রেগরির বোলারদের নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা শুরু করে বানের জলের মতো রান বাড়াতে থাকেন মুস্তাকিম হাওলাদার ও সাদ পারভেজ। শেষ পর্যন্ত খেলে দলকে ৭৭০ রানে নিয়ে যান এই দুই ব্যাটসম্যান। অবিচ্ছিন্ন তৃতীয় উইকেট জুটিতে আসে ৬৯৯ রান! এর মধ্যে ৪০৪ রানে অপরাজিত থাকেন মুস্তাকিম। ১৭০ বলের মোকাবেলায় ২৩৭.৬৪ স্ট্রাইকরেটে খেলা তাঁর দর্শনীয় ইনিংসে ৫০টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছিল ২২টি ছয়ের মার। অর্থাৎ চার-ছক্কা থেকেই মুস্তাকিম সংগ্রহ করেন ৩৩২ রান, বাকি ৭২ রান নেন দৌড়ে। স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তো বটেই, এমনকি বাংলাদেশের স্বীকৃত ক্রিকেটে এটাই সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। ম্যারাথন জুটিতে মুস্তাকিমের সঙ্গী চারে নামা পারভেজের ব্যাট থেকে আসে ১২৪ বলে ৩২ চার ও ১৩ ছক্কায় সাজানো ২৫৬ রানের হার না মানা ইনিংস। সব মিলিয়ে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার শেষে ক্যামব্রিয়ানের দলীয় স্কোর দাঁড়ায় ২ উইকেটে ৭৭০ রান। বাংলাদেশের স্বীকৃত পর্যায়ের কোনো ধরনের ক্রিকেটে এমন কিছুর নজির আর নেই। সেন্ট গ্রেগরির বোলারদের জন্য দিনটা আসলে ভুলে যাওয়ার মতোই ছিল। উল্টাপাল্টা বল করে তাঁরা ৮১ রান অতিরিক্ত দিয়েছে, যার মধ্যে ৬৫ রানই ওয়াইড।

পাহাড়সম ৭৭১ রানের অসম্ভব লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ক্যামব্রিয়ানের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে শুরু থেকেই একের পর এক উইকেট পতনের মিছিলে ১১.৪ ওভারে মাত্র ৩২ রানে গুটিয়ে যায় সেন্ট গ্রেগরির ইনিংস। পুরান ঢাকার স্কুলটির একাদশ ব্যাটসম্যান অপূর্ব বাড়ুই (১০) ছাড়া কেউই দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে ৭৩৮ রানের বিশাল ব্যবধানে রেকর্ডগড়া জয় পায় ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ। বল হাতে তোপ দাগান ক্যামব্রিয়ানের হাসান হৃদয়, মাত্র ১১ রান খরচে শিকার করেন ৬ উইকেট। তাঁর সতীর্থ সোয়াদ আড়াইশ' রানের ইনিংস খেলার পর বোলিংয়েও চমক দেখিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। অবশ্য ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন মুস্তাকিম হাওলাদার।

ম্যাচ শেষে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আসেন কোয়াড্রুপাল সেঞ্চুরি করা মুস্তাকিম ও ডাবল সেঞ্চুরিয়ান পারভেজ। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে চারশ' রানের নান্দনিক ইনিংস খেলার পথে সমর্থন পাওয়ায় মুস্তাকিম কৃতজ্ঞতা জানান সঙ্গীর প্রতি, 'দুজনেরই আজকে ভালো ব্যাটে লাগছিল বল। তাই দুজন মিলেই ইনিংস শেষ করার পরিকল্পনা ছিল। পঞ্চাশ রানে (আসলে ৭১) ২ উইকেট পড়ার পর একটু ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলাম। তখন এক দিকে আমি মেরে খেলছিলাম। আর ওকে বলেছিলাম ধরে খেলতে। ও (সাদ পারভেজ) আর আমি অনেক ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলছি। ও আমাকে অনেক সহায়তা করেছে। শেষ দিকে তো ওভার কম ছিল। ও আমাকে স্ট্রাইক দিয়ে দিয়ে রানটা বেশি করাতে সাহায্য করেছিল। তাই ওকে ধন্যবাদ।'

এরই মধ্যে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগীয় পর্যায়ে খেলেছেন মুস্তাকিম। চলতি ঢাকা তৃতীয় বিভাগ বাছাই ক্রিকেট লিগে তেজকুনিপাড়া ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলছেন তিনি। এবার স্কুল ক্রিকেটে হৈ চৈ ফেলে দেওয়া ৪০৪ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলার পর মুস্তাকিম বলেন বড় কিছু করার বিশ্বাসের কথা, 'আল্লাহ লিখে রাখছে। নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস ছিল আজকে কিছু একটা করার। ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক সংযোগ করার চেষ্টা করছিলাম। পরে দেখলাম যে ভালো লাগছে, তখন মনে হচ্ছিল পারব। আগে অনেক জায়গায়, অনেক টুর্নামেন্টে এমন বড় বড় ইনিংস খেলেছি। তাই বিশ্বাস ছিল যে পারব'। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের রহস্য সম্পর্কে মুস্তাকিম বলছিলেন, 'অনুশীলনে সবসময় আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই করা হয়। আমার কোচ বলেন, যা-ই মারবে জোর দিয়ে মারবে। মন্থর ক্রিকেট খেলা যাবে না। ক্রিকেট তো এখন আধুনিক হয়ে গেছে। ওভাবেই তাল মিলিয়ে চেষ্টা করছি'। ক্রিকেটে মুস্তাকিমের আদর্শ সাকিব আল হাসান হলেও পাওয়ার হিটিংয়ের জন্য অনুসরণ করেন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে। তাঁর দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে জেগেছে নতুন স্বপ্ন, মনে করিয়ে দিয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে ক্যারিবীয় যুবরাজ ব্রায়ান লারার সেই ৪০০ রানের বিশ্ব রেকর্ডের কথা। মুস্তাকিমকে ঠিকঠাক মতো লালন করে গড়ে উঠার সুযোগ করে দিতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্রিকেটে নতুন তারকা জন্ম দিতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশ্লেষকরা।

মুস্তাকিমের সঙ্গে ৬৯৯ রানের জুটিতে ২৫৬ রান করেন সাদ পারভেজ

তারকা ক্রীড়াবিদদের ঈদ ভাবনা

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার শেষ প্রান্তে এখন পবিত্র ঈদুল ফিতর দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আর দশজনের মতো ঈদের ছুটিটা নিজেদের মতো করে কাটানোর জন্য ক্রীড়া তারকারাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। কেউ বিদেশে, আবার কেউ পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে নাড়ির টানে দেশের বাড়ি ছুটছেন। কেউবা আবার ঢাকায় থেকে যাচ্ছেন। একঝাঁক দেশসেরা উদীয়মান তারকাদের নিয়ে সাজানো হয়েছে 'তারকা ক্রীড়াবিদদের ঈদ ভাবনা।' ছোটবেলার ঈদের স্মৃতিগুলো মেলে ধরেছেন সাফজয়ী ফুটবলার মুনকি আক্তার, সুইমার সামিউল ইসলাম রাফি, হকির সোহানুর রহমান সবুজ, শুটার আনজিলা আমজাদ, অ্যাথলেটিকসের রিতু আক্তার, কনিষ্ঠতম আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়, কাবাডির মিজানুর রহমান ও স্কোয়াশের মারজান আক্তার মনিকা। লিখেছেন

মোরসালিন আহমেদ

সাজুগুজু করে আব্বুর সঙ্গে ঈদগাহ যেতাম :

মুনকি আক্তার (ফুটবলার)

সাফজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অন্যতম গর্বিত সদস্য ও দক্ষিণ এশীয় ফুটবলের সারাজাগানিয়া মিডফিল্ডার মুনকি আক্তার ষোল ছুঁইছুঁইতে দলগতভাবে একুশে পদক লাভ করে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছেন, যা ভবিষ্যতে তাঁকে আরও বড় ফুটবলার হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের মেয়ে মুনকি বলেন, ফুটবল ক্যাম্প ছুটি দেওয়ায় দেশের বাড়ি চলে এসেছে। এখানেই পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব। ছোটবেলার ঈদগুলো খুব মনে পড়ে। ঈদের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সাজুগুজু করে আব্বুর হাত ধরে ঈদগাহ যেতাম। সেখানে অনেক আনন্দ করতাম, খুব মজা হতো। এখন আর আব্বুর সঙ্গে ঈদগাহ মাঠে যাওয়া হয় না, কিন্তু ছোটবেলার স্মৃতিগুলো এখনো চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

মুনকি অপর প্রশ্নে বলেন, ঈদে গোলাপি কালারের যেকোনো পোশাকই আমার পছন্দ। ঈদের বিশেষ দিনটি আমি ফ্যামিলির সঙ্গে কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। বিকেলে বন্ধু-বান্ধবী মিলে গ্রামের আশপাশে ঘুরতে বের হই। সে সময় অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, সাক্ষাৎ হয়, কথা হয়—এসব আমার খুব ভালো লাগে। ঈদে নবাবি সেমাইটাই আমার কাছে বিশেষ প্রিয়। বড়দের থেকে নানা রকম গিফট পাই। ছোটদের আমি সালামির বদলে চকলেট বক্স গিফট করি। বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যও আমার বিশেষ ট্রিট থাকে। ২০১৮ সাল থেকে জাতীয় নারী দলের হয়ে খেলা মুনকি আরও বলেন, 'বর্তমানে আমি দশম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলে প্রচুর সময় দিতে হয়। যে কারণে গ্রামে খুব বেশি আসা হয় না। ঈদ বা যেকোনো উৎসব থাকলে আসা হয়।'

শাকসবজি খেয়ে কাটে ঈদের দিন

সামিউল ইসলাম রাফি (সাঁতারু)

দেশসেরা তারকা সাঁতারু সামিউল ইসলাম রাফির ঈদে বিশেষ পায়েস মিস করবেন। তাঁর জীবনে এমনটা ঘটে আসছে দুই বছর ধরে। শুধু তা-ই নয়, সেমাই, পোলাও, কোর্মা, গরুর মাংসও চোখে দেখেন না ঈদে। এদিন তাঁকে শাকসবজি, মাছ-ভাত, ডাল খেয়ে থাকতে হয়। রাজবাড়ির ছেলে রাফি বলেন, ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের ফুকেটে সাঁতারের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। প্রতিদিনের মতো ঈদের দিনেও অনুশীলন করতে হয়। ফলে আমার জীবন থেকে ঈদ হারিয়ে যাচ্ছে। ঈদের কেনাকাটা ভুলে যাচ্ছি। এখানে ঈদে বিশেষ কোনো ছুটির ব্যবস্থা নেই। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে এসে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদ করার সুযোগ নেই।

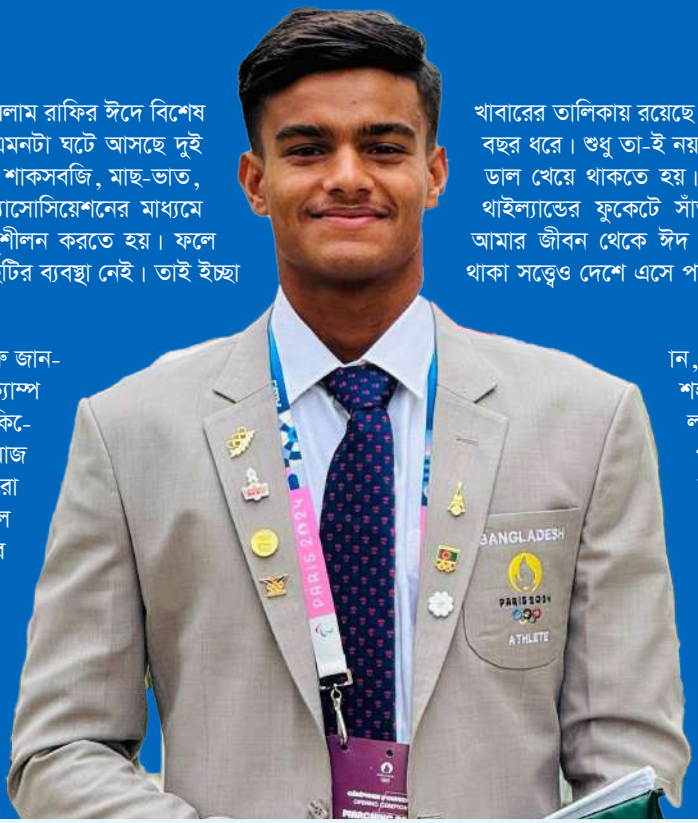

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ কৃতী সাঁতারু জানান, আমরা যেখানে থাকি সেখানে কোনো মসজিদ নেই। আমাদের ট্রেনিং ক্যাম্প শহর থেকে অনেক দূর হওয়ায় যোগাযোগব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। ফলে ৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে স্থানীয় দারুণ আমান মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়তে হয়। গত বছর সেখানে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছি। এবারো নিয়ত করে রেখেছি যাব। ২১ বছর বয়সী উদীয়মান তারকা রাফি ২০২১ সাল থেকে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। এক প্রশ্নে বলেন, ঈদের দিন সাদা রঙের যেকোনো পোশাকই আমার প্রিয়। অপর প্রশ্নে বলেন, বড়দের থেকে ঈদ সালামি নেওয়া আবার ছোটদের ঈদ সালামি দেওয়া খুব মিস করছি।

দেশের বাড়ি ঈদ করব

মিজানুর রহমান (কাবাডি খেলোয়াড়)

ধীরে ধীরে ঘরোয়া কাবাডির বড় বিজ্ঞাপন হয়ে উঠছেন মিজানুর রহমান। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিদেশের মাটিতেও আলো ছড়াতে শুরু করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় কাবাডি দলের এ নতুন অধিনায়ক। ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে গত মার্চ মাসে বাংলাদেশ-নেপাল কাবাডি টেস্ট ম্যাচে সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সিরিজ জিতেছেন। এর আগে জানুয়ারি মাসে নেপাল কাবাডি লিগে কাঠমান্ডু মেভারিকসের হয়ে সারাজাগানিয়া পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এমনকি গত বছর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্টে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন। তারও আগে ভারতের প্রো-কাবাডি লিগে দাবাং দিল্লি কেসির হয়ে নিজেকে মেলে ধরেছেন।

দুর্দান্ত ফর্মে থাকা মিজান এক প্রশ্নে বলেন, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদ কাটাতে দিনাজপুর গ্রামের বাড়ি এসেছি। ঈদ সামনে রেখে সবার জন্য কেনাকাটা প্রায় শেষ। এখন কেবল নিজের জন্য পাঞ্জাবি কিনব। কিন্তু যে ডিজাইনের চাচ্ছি, সে রকম খুঁজে পাচ্ছি না। সাদা রং আমার ভীষণ পছন্দ। ঈদের দিন সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা আমার প্রিয় পোশাকের একটি। গ্রামের ঈদগাহে নামাজ পড়ে আমার দিন শুরু হবে। দুপুর পর্যন্ত বাসায় থাকব। বিকেলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাব। ছুটি শেষে আবার ঢাকায় ফিরব। বাংলাদেশ পুলিশ কাবাডি দলের খেলোয়াড় মিজান অপর এক প্রশ্নে বলেন, ঈদে পোলাও এর সঙ্গে গরুর মাংস প্রিয়। সেই সঙ্গে লাচ্ছা সেমাই ঈদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয়। ঈদ সালামি প্রসঙ্গে জানান, আগে বড়দের কাছে সালামি পেতাম। এখন আর পাওয়া যায় না। এখন ছোটদের দিতে হয়।

আম্মুর হাতের চটপটি মিস করব

মারজান আক্তার মনিকা (স্কোয়াশ খেলোয়াড়)

ছোটবেলার ঈদগুলো খুব আনন্দে কাটত বলে মনে করেন জাতীয় নারী স্কোয়াশে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন মারজান আক্তার মনিকা। কিন্তু বয়স বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সেসব আনন্দগুলো নানা রকম ব্যস্ততায় ছোটদের মধ্যে খুঁজে পান। ওদের হই-হুল্লোড় দেখে শৈশব-কিশোরের ঈদের স্মৃতিগুলো খুঁজে পান কুমিল্লার এ মেয়ে। মারজান ঈদ প্রসঙ্গ উঠতেই বললেন, ছোটকালে ঈদ মানেই ছিল বিশেষ কিছু। নতুন জামা, নতুন জুতা আর কত কী! ঈদের দিনে খুব ভোরে তাড়াহুড়া করে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নতুন জামা পড়ে রেডি হতাম। তারপর আম্মুর হাতে বানানো মুখরোচক খাবার খেয়ে আব্বা, আম্মু, বড় বোন, আত্মীয়দের থেকে সালামি নেওয়া শুরু করতাম। নতুন টাকার নোট পেয়ে তখন ভীষণ খুশি হতাম। সারাদিন বিভিন্ন আত্মীয়দের বাসায় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যা হলে আব্বু-আম্মুর সঙ্গে ঘুরতে বেড়াতাম। সেসব দিনগুলো এখন খুব মিস করি।

মারজান এক প্রশ্নে বলেন, এবার ঢাকায় ঈদ করব না। বরিশাল শ্বশুরবাড়ি করব। সবাই আমাদের অপেক্ষায় আছেন আমরা কবে যাব। আমার প্রিয় রং নীল। ঈদে নীল কালারের শাড়ি কেনার ইচ্ছা আছে। তবে বড়দের থেকে রকমারি পোশাক গিফট পেয়ে থাকি। আবার ছোটদের জন্য আমারও গিফট কিনতে হয়। বন্ধুদের জন্যও কিনি। অপর প্রশ্নে মারজান জানান, ঈদে আম্মুর হাতের চটপটি আমার বিশেষ পছন্দ। শ্বশুরবাড়ি ঈদ করায় আম্মুর চটপটি এবার মিস করব। ঈদের দিন সন্ধ্যায় হ্যাসবেন্ড আমিনুল ইসলামের সঙ্গে বরিশাল শহর ঘুরে বেড়ানোরও পরিকল্পনা করছেন মারজান।

ঈদে সেমাইটা স্পেশাল মনে হয়

রিতু আক্তার (অ্যাথলেট)

২০২০ সাল থেকে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে নজর কেড়ে আসছেন গাইবান্ধার মেয়ে রিতু আক্তার। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাথলেটিকস দলের হয়ে দেশ-বিদেশে সাফল্যের হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো এ অ্যাথলেট নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন হাই জাম্পে। দীর্ঘদেহী হালকা-পাতলা লিকলিকে শ্যামবর্ণের মেয়ে রিতু বলেন, ছোটবেলায় ঈদের দিনগুলো অনেক সুন্দর ছিল। স্মৃতির নোঙরে সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনো শৈশবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। ঈদ এলে আব্বু আমাদের তিন বোনকে একরকম জামা কিনে দিতেন। একই ডিজাইনের জুতা কিনে দিতেন। এমনকি একই কালারের নেলপলিশ, লিপস্টিক, অর্নামেন্ট কিনে দিতেন। তারপর বোনরা মিলে একই রকমভাবে সেজে আব্বুর সঙ্গে ঘুরতে যেতাম। সবাই তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

কিন্তু কর্মব্যস্ততায় রিতুর কাছে সবকিছু কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। এক প্রশ্নে বলেন, যখন যেটা ভালো লাগে সেটাই কিনি। শপিং করতে গিয়ে যদি লাল-খয়েরি কালার পেয়ে যাই তাহলে আরও বেশি ভালো লাগে। ঈদ উপলক্ষে পরিবার ও নিজের জন্য কেনাকাটা করেছি। ছোটদের জন্য নতুন নোট জোগাড় করছি। ওদের সালামি দিতে অনেক ভালো লাগে। বড়দের কাছ থেকে আমিও পেয়ে থাকি। বন্ধুবান্ধবীদের কাছে গিফট পেয়ে থাকি, তাদেরও কিনি দিই। অপর এক প্রশ্নে দেশসেরা হাই জাম্প তারকা রিতু জানান, এ মুহূর্তে ঢাকায় কোনো প্রতিযোগিতা নেই। হাতে অফুরন্ত সময়। তাই দেশের বাড়ি ঈদ করতে চলে এসেছি। ঈদে বিশেষ পছন্দের তালিকায় অনেক কিছুই আছে। তবে সেমাই, নুডুলস আর চটপটি থাকলে আনন্দটা আরও বাড়িয়ে দেয়।

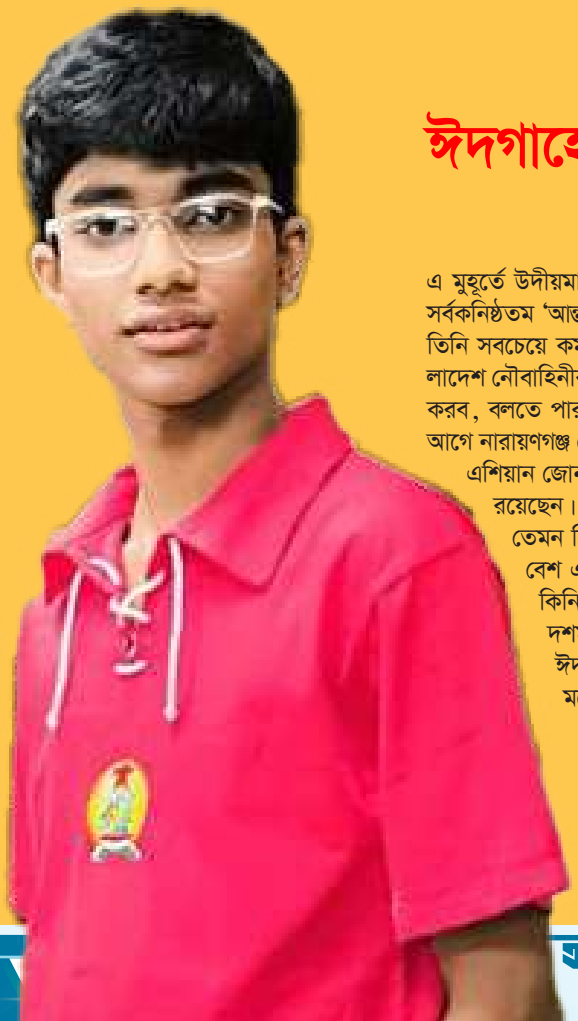

ঈদগাহে নামাজ পড়ার মজাই আলাদা

মনন রেজা নীড় (দাবাড়ু)

এ মুহূর্তে উদীয়মান তারকা মনন রেজা নীড় ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে বেশ আলোচিত নাম। গত বছর দেশের সর্বকনিষ্ঠতম 'আন্তর্জাতিক মাস্টার উপাধি' লাভ করে সবার নজর কেড়েছেন। শুধু তা-ই নয়, একই বছর তিনি সবচেয়ে কম বয়সে জাতীয় দাবায় শিরোপা জিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ঈদ উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কৃতী দাবাড়ু নীড় বলেন, ঈদের নামাজ পড়ে আমার দিন শুরু হয়। এ বছর ঈদ কোথায় করব, বলতে পারছি না। আশা করছি, নারায়ণগঞ্জ করতে পারি আবার ঢাকায়ও করতে পারি। কিছুদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকায় বাসা শিফট করায় এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি। এর মধ্যে আবার শ্রীলঙ্কায় এশিয়ান জোনাল দাবা খেলতে চলে গিয়েছিলাম। পরিবারে আব্বু, আম্মু, আমি আর আমার ছোট ভাই রয়েছেন। ঈদে আমার বিশেষ খাবারের ওপর খুব একটা পছন্দ নেই। পোলাও, রেজালা এর বাইরে তেমন কিছু না। আম্মুর হাতের যেকোনো রান্নাই আমার প্রিয়। বড়দের কাছ থেকে 'ঈদ সালামি' বেশ এনজয় করি। আমি নিজেই তো ছোট, ছোটদের কি আর দেব! ঈদে বন্ধুর জন্য গিফট কিনি না, ট্রিট দিই। খাওয়াতে নিয়ে যাই। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির কমার্সে পড়ুয়া নীড় এক প্রশ্নে বলেন, সত্যি বলতে কি, বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে ঈদগাহে নামাজ পড়ার মজাটাই আলাদা। সারাক্ষণ দাবা নিয়েই ব্যস্ত থাকি। দ্রুত সময়ের মধ্যে 'গ্র্যান্ডমাস্টার' হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি।

ফ্যামিলির সঙ্গে ঈদ করব

সোহানুর রহমান সবুজ (হকি খেলোয়াড়)

বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের অপরিহার্য তারকা খেলোয়াড় সোহানুর রহমান সবুজ বরাবরের মতো এবারো বিকেএসপি জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করবেন। দিনটি তিনি ফ্যামিলির সঙ্গে কাটাতে চান। জাতীয় নারী হকি দলের অন্যতম সদস্য তাসনিম আক্তার মিমকে সহধর্মিণী হিসেবে পেয়ে অন্য যেকোনো ঈদের চেয়ে এবারের ঈদটি তাঁর জন্য হবে আরও বেশি আনন্দঘন। পাবনার ছেলে সবুজ বলেন, নামাজ যাওয়ার আগে আম্মুর হাতে সেমাই খেয়ে মসজিদে রওনা হই। ঈদে বিশেষ খাবারের মধ্যে বিরায়ানি ভালো লাগে। এক প্রশ্নে বলেন, ঈদে পছন্দের তালিকায় রয়েছে সাদা-কালো রঙ্গের পোশাক। বড়দের কাছ থেকে শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি উপহার পাই। ছোটদের সালামি দিই। অপর প্রশ্নে বলেন, ঈদে বন্ধুদের জন্য একই রকমের পাঞ্জাবি কেনার চেষ্টা করি। সকালে বাসায় অতিথির অপেক্ষায় থাকি। তবে সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সঙ্গে গালগপ্পো করার জন্য নির্দিষ্ট একটা সময় রেখে দিই। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কর্মরত সবুজ ছোটবেলার ঈদ প্রসঙ্গে জানান, রোজা শুরু হয়ে গেলেই প্রতিদিন গুনতে থাকতাম আজ কয়টা রোজা গেল, কাল কয়টা হবে আর কয় দিন পর ঈদ হবে–এসব ভাবতে ভাবতে ঈদ কাছে এসে যেত। এরপর নতুন জামা, জুতা, টুপি আরও কত কী কেনার বায়না করতাম। ঢাকা মেরিনার ইয়াংস ক্লাবের খেলোয়াড় সবুজ আরও বলেন, ছোটবেলায় ঈদের সালামি দিয়ে পটকা কিনতাম। তাঁরাবাতি কিনতাম। আতশবাজি কিনতাম। এরপর বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে ফুটাতাম। ঈদের দামামা বেজে উঠলে কল্পনায় সেই দিনগুলোয় ফিরে যান সবুজ।

বিশেষ পছন্দ আম্মুর হাতের রোস্ট

আনজিলা আমজাদ (শুটার)

লক্ষ্যভেদের নিশানায় আনজিলা আমজাদ ১০ মিটার এয়ার পর্যায় একাধিক সাফল্য পাওয়া ফরিদপুরের এ মেয়ে বাবার বর্তমানে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে বি- যাওয়া হয় না। প্রতিবারের মতো এবারো ঢাকায় করব। হালিম না খেলে কেমন যেন অপূর্ণতা থেকে যায়। ঈদের দিন অপেক্ষা করি। ঘরোয়া পরিবেশে পরিবারের সঙ্গেই সময়

বাংলাদেশ জাতীয় দলের তারকা শুটার আনজিলা এক প্রিয়। তবে হালকা রং হলে পড়তে ভালো লাগে। জন্য কিনে থাকি। বন্ধুবান্ধবদের প্রয়োজন এ কৃতী শুটার বলেন, আব্বু মো. আমজাদ থেকে আর্মি কোয়ার্টারে থাকতাম। ঈদের ম, সালামি দিতেন–এভাবে দিনটা শুরু খিচুড়ি আর গরুর মাংস খুব মজা করে সবার বাসায় গিয়ে সেমাই, পায়েস জমানো সালামি নিয়ে ক্যান্টিনে চলে আজকে খেয়ে শেষ করতে হবে। লবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

পিস্তল শুটার হিসেবে খুবই পরিচিত নাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির সুবাদে ঢাকায় বেড়ে উঠেছেন। খেলাধুলার পাশাপাশি বিএ পড়ছেন। আনজিলা বলেন, ঈদের সময় দেশের বাড়ি ঈদের দিন আম্মুর হাতের রোস্ট আর মেজ বোনের হাতের বের হই না। বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের জন্য বাসায় কাটাই।

প্রশ্নে বলেন, ঈদে যেকোনো কালারের পোশাকই আমার এ সময়টায় প্রচুর গিফট পেয়ে থাকি। আবার ছোটদের অনুযায়ী ট্রিট দিই। আর্মি শুটিং অ্যাসোসিয়েশনের হোসেন আর্মিপারসন হওয়ায় অনেক ছোটবেলা নামাজ পড়ে আব্বু বাসায় ফিরলে সালাম করত- হতো। তারপর বাসার সবাই একত্রে সকালে খেতাম। এরপরই শুরু হয়ে যেত বিল্ডিংয়ের খাওয়ার ধুম। অনেক সালামিও পেতাম। যেতাম। একটাই চিন্তা থাকত সালামি এমন মধুর স্মৃতিগুলো মনে পড়লে ছে-

ছুটি পেলে বলতে পারব কোথায় ঈদ করব

সাকিবা জান্নাত সাম্মী (হ্যান্ডবল খেলোয়াড়)

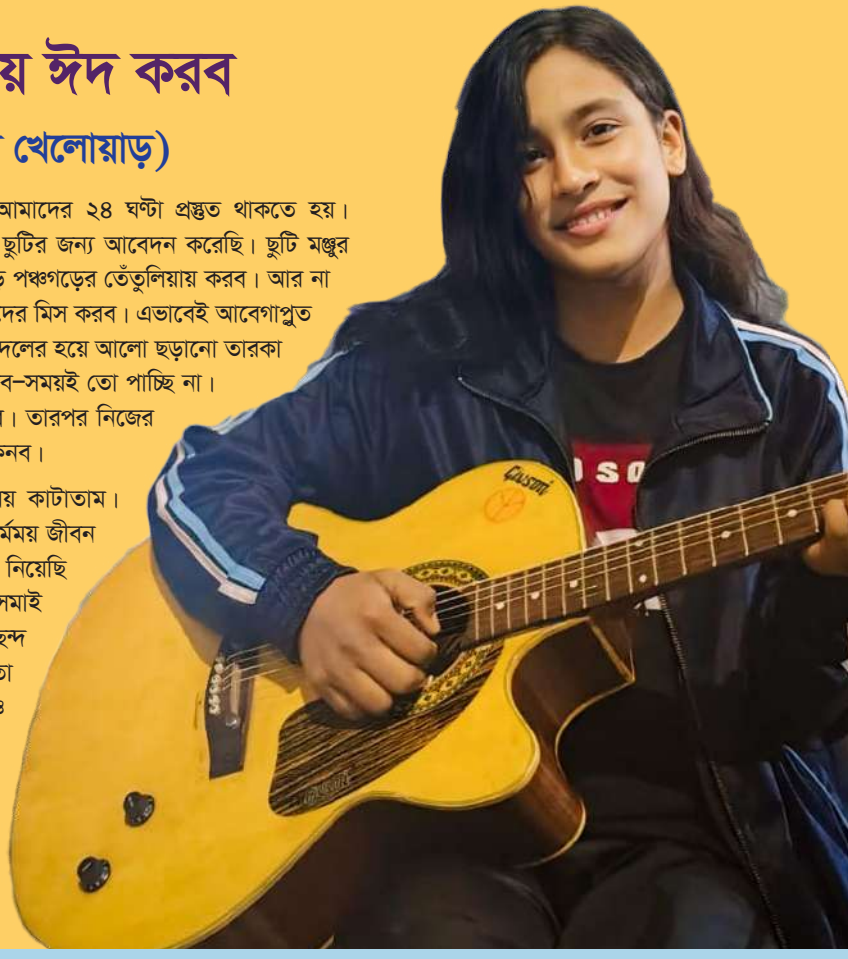

বাংলাদেশ পুলিশের আমি একজন গর্বিত সদস্য। দেশসেবার জন্য আমাদের ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকতে হয়। কর্মব্যস্ততার জন্য গত দুই ঈদ পরিবারের সঙ্গে করতে পারিনি। এবার ছুটির জন্য আবেদন করেছি। ছুটি মঞ্জুর হওয়া সাপেক্ষে বলতে পারব ঈদ কোথায় করব। ছুটি পেলে দেশের বাড়ি পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় করব। আর না পেলে ঢাকায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এবারো হয়তো আব্বা, আম্মু, বোনদের মিস করব। এভাবেই আবেগাপ্লুত হয়ে কথাগুলো বলছিলেন ২০২১ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয় হ্যান্ডবল দলের হয়ে আলো ছড়ানো তারকা সাকিবা জান্নাত সাম্মী। এক প্রশ্নে বলেন, ঈদের জন্য যে কেনাকাটা করব–সময়ই তো পাচ্ছি না। সব সময় কর্মব্যস্ততায় থাকতে হচ্ছে। আগে পরিবারের জন্য কিছু কিনব। তারপর নিজের পছন্দ মতো মেরুন, সাদা, কালো, পারপেল কালারের কয়েকটি ড্রেস কিনব।

ছোটবেলার ঈদের স্মৃতি টেনে সাম্মী বলেন, সে সময় খুব সুন্দর সময় কাটাতাম। আমাদের তিন বোনকে আব্বু ঈদের দিন ঘুরতে নিয়ে যেতেন। এখন কর্মময় জীবন আর খেলাধুলার জন্য আগের মতো যাওয়া হয় না। সেটা যদিও মানিয়ে নিয়েছি নিজেকে। ঈদের দিনে খাবারের তালিকায় আম্মুর হাতে বানানো লাচ্ছা সেমাই আর গরুর গোস্তের ভুনা আমার কাছে স্পেশাল। ছোটবেলায় নিজের পছন্দ মতো নতুন জামা, নতুন জুতা আর বিভিন্ন অর্নামেন্স আব্বা-আম্মু কিনে তো দিতেই। তবে নানুবাড়ির দেওয়া নতুন ড্রেস আমাদের আনন্দটা আরও বাড়িয়ে দিত। দাদুর থেকে সালামি নিয়ে ঈদের দিন শুরু হতো। সেটা ছিল আর ও বেশি স্পেশাল।

ফ্লোরিডায় ঈদ করব

জারিফ আবরার (টেনিস খেলোয়াড়)

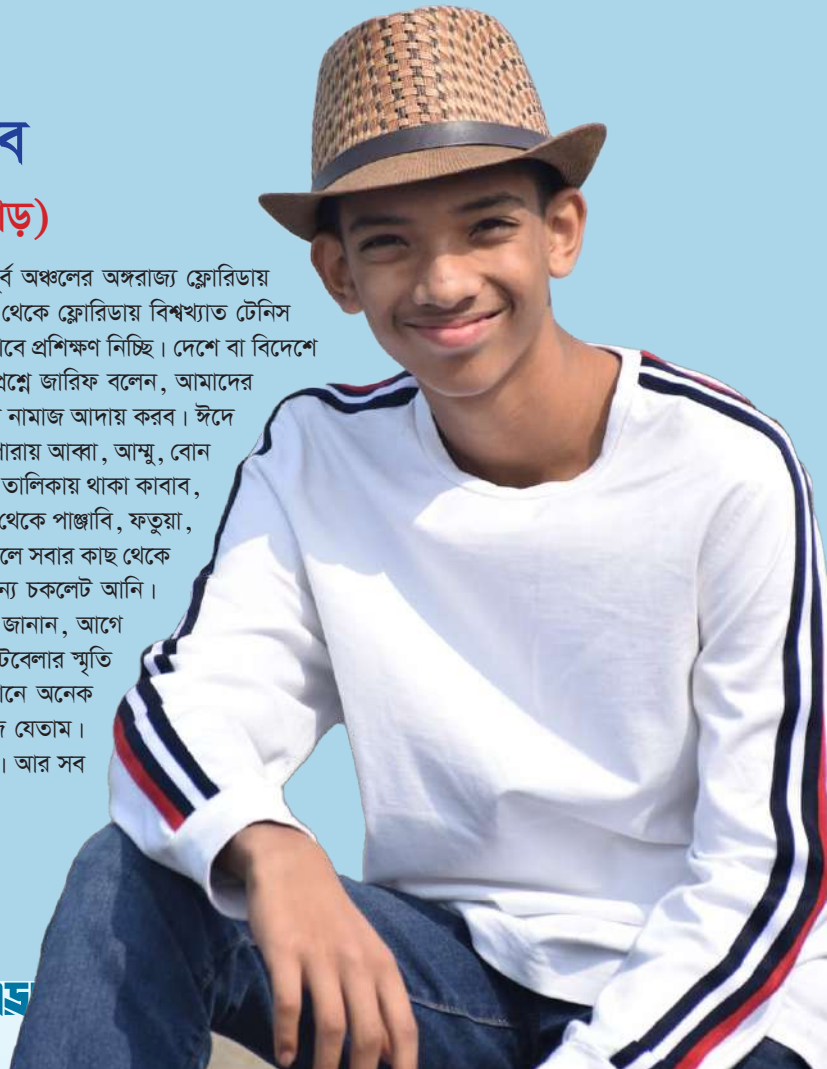

জাতীয় টেনিসের নতুন রাজা জারিফ আবরার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডায় ঈদ করবেন। সুদূর মার্কিন মুল্লুক থেকে মুঠোফোনে বলেন, ২০২৩ সাল থেকে ফ্লোরিডায় বিশ্বখ্যাত টেনিস কোচ অ্যাশলে হবসনের অধীনে হবসন পারফরম্যান্স ইউনিভার্সাল টেনিস ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দেশে বা বিদেশে কোনো টুর্নামেন্ট শিডিউল না থাকলে এখানে ট্রেনিংয়ে চলে আসি। এক প্রশ্নে জারিফ বলেন, আমাদের টেনিস অ্যাকাডেমির অদূরে স্থানীয় একটি মসজিদ রয়েছে। সেখানেই ঈদের নামাজ আদায় করব। ঈদে আমার পছন্দের পোশাক সাদা রঙের পাঞ্জাবি। এবার দেশে ঈদ করতে না পারায় আব্বা, আম্মু, বোন নানুকে ভীষণ মিস করব। সেই সঙ্গে আরও মিস করব ঈদে আমার পছন্দের তালিকায় থাকা কাবাব, জর্দা, সেমাই। যশোরের ছেলে জারিফ জানান, দেশে থাকলে বড়দের কাছ থেকে পাঞ্জাবি, ফতুয়া, টি-শার্ট পেতাম। সেটাও এবার মিস করব। অপর প্রশ্নে বলেন, আমি ছোট বলে সবার কাছ থেকে প্রচুর গিফট পাই। দেশের বাইরে গেলে আমার ছোট ছোট কাজিনদের জন্য চকলেট আনি। এবার ওদের সেটাও দিতে পারছি না বলে খারাপ লাগছে। জারিফ আরও জানান, আগে বন্ধুদের জন্য তেমন কেনাকাটা হতো না, ইদানীং কেনা শুরু করেছি। ছোটবেলার স্মৃতি হাতরে জানান, ছোটবেলায় আর কিছু না বুঝলেও এটাই বুঝতাম ঈদ মানে অনেক আনন্দ। ভোরবেলা উঠে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাবার সঙ্গে ঈদের নামাজে যেতাম। আর্মি পরিবারের কল অন এবং সেখানে সময় কাটানো খুবই আনন্দের ছিল। আর সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল সবার কাছ থেকে সালামি সংগ্রহ।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক
মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগৎ

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১৮ # ১ এপ্রিল ২০২৫ # ১৮ চৈত্র ১৪৩১

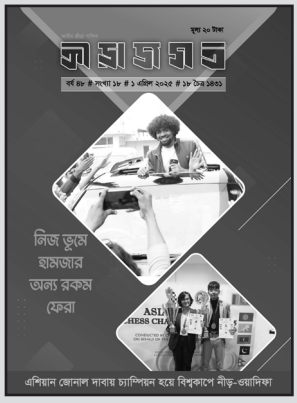

নিজ ভূমে হামজার অন্য রকম ২৬

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের পেশাদার ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীকে কেন্দ্র করে দেশের ফুটবলে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইংল্যান্ডের পেশাদার ফুটবল লিগের দ্বিতীয় স্তর ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপ শেফিল্ড ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের মধ্যমাঠের এই খেলোয়াড় বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে খেলারজন্য ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে ফুটবল অনুরাগীরা বড় ধরনের স্বপ্ন দেখছেন। ইতোমধ্যে তিনি যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে।

সূচিপত্র

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া	২
সম্পাদকীয়	৩
আমরা ক্রীড়ামোদী	৪
বিশ্বকাপে নীড়-ওয়াদিফা	৬
অপরাজিত রইল না কেউ	৯
হামজায় কতটা বদলাবে	১০
অর্জনের আলোয় উদ্ভাসিত	১২
ওয়ানডে রাঙিয়ে মুশফিকের	১৪
প্রিমিয়ারে এসেই শেলটেকের	১৬
জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে	১৮
ওয়ানডে সংস্করণের শিরোপা	১৯
ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট	২০
বিসিবিতে কাজ করতে উন্মুখ	২১
ফুটবল উন্নতির 'টার্নিং পয়েন্ট'	২২
ভুটানে খেলবেন মাসুরা ও রুপনা	২৩
আরও ৫ ফেডারেশনের অ্যাডহক	২৪
একনজরে সাদিকা	২৫
নিজ ভূমে হামজার অন্য রকম	২৬
বাংলাদেশের ক্রিকেটে	২৮
শ্রাবণীর রাজসিক প্রত্যাবর্তন	৩০
টেনিসকন্যা সুমাইয়ার বিশ্বজয়ের	৩১
বাছাইপর্ব উতরাতে পারবে	৩২
হারানো মুকুট ফিরে পেতে	৩৪
মুস্তাকিম ৪০৪!	৩৫
তারকা ক্রীড়াবিদদের ঈদ	৩৬
দুই জীবনই দারুণ	৪১
অন্তহীন পথ পেরিয়ে	৪২
সাঁতারটা এশিয়ান পর্যায়	৪৪
একটু যত্ন নিলে আরো	৪৬
কুইজমালা	৪৮
ছোট তামিমের বড় অর্জন	৪৯
জেলা লিগগুলো নিয়মিত	৫০
লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ইতিবাচক	৫২
এ ছবি কার	৫৩
ভারত জিতেছে, পাকিস্তানও স্বস্তি	৫৪
শব্দজট	৫৫
উপেক্ষিত শামীম পাটোয়ারি	৫৬
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা	৫৮
এই সিরিজ এশিয়াডে পদক	৬০
জাতীয় হকি দলে ভাই-বোন	৬১
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও কঠিন	৬২
যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়ায় ফাইট	৬৩
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা	৬৪

বিশ্বকাপে নীড়-ওয়াদিফা ৬

এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা প্রতিযোগিতায় নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ওপেন বিভাগে আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড় এবং নারী বিভাগে নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ। এরফলে ওয়াদিফা জর্জিয়ায় নারী বিশ্বকাপে এবং নীড় ভারতে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশের ক্রিকেটে ২৮

বাংলাদেশকে যাঁরা গৌরবান্বিত করেছেন, তাঁদের অন্যতম মো. মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। 'পঞ্চপাণ্ডব' খ্যাত আলোচিত পাঁচ ক্রিকেটারের একজন এই ক্রিকেটার মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান ও অকেশনাল অফস্পিনার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপনে নানা পরিকল্পনা

মোরসালিন আহমেদ

'তারুণ্যের অংশগ্রহণ খেলাধুলার মানোন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ৬ এপ্রিল দেশব্যাপী 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস' উদযাপন করা হবে। এ দিবসটি উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে প্রাণ ফেরাতে চান ক্রীড়া নীতিনির্ধারকরা। তাই এ দিনটি ঘিরে রাজধানী ঢাকাসহ উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে নানা ধরনের খেলাধুলার আয়োজন, ক্রীড়াবিষয়ক সেমিনার ও বর্ণাঢ্য আনন্দ র‍্যালির আয়োজন করা হচ্ছে। গত ১৭ মার্চ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য চারটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলো হচ্ছে সাংগঠনিক কমিটি, সুবিধাবঞ্চিত অনূর্ধ্ব-১৭ শিশু ফুটবল টুর্নামেন্ট উপ-কমিটি, আলোচনা ও প্রকাশনা উপ-কমিটি এবং মিডিয়া উপ-কমিটি। সভার সভাপতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে সবাইকে যথাযথ ভূমিকা পালনের আহবান জানান। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবধরনের প্রতিষ্ঠানকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, যে কোনো বছরের চেয়ে এবারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস আরও বেশি আর্কষণীয় আর প্রাণবন্ত হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৬ এপ্রিল সকাল ৯টায় মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর. দপ্তর, ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ডের কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন হতে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দর‍্যালি বের হবে। র‍্যালিটি বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রধান গেটের সামনে থেকে ঘুরে জিরো পয়েন্ট হয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে এসে শেষ হবে। র‍্যালি শেষে সকাল ১০টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে সুবিধাবঞ্চিত অনূর্ধ্ব-১৭ শিশুদের ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করা হবে। এরপর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অডিটোরিয়ামে প্রতিবাদ্য বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা হবে। দিবসের প্রতিপাদ্যটি মোবাইলে খুদেবার্তার মাধ্যমে প্রচার করা হবে। শুধু তাই নয়, দিবসটি উপলক্ষে দু'টি বাংলা পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ক্রীড়া দিবস উদযাপনে ব্যানার, ফেস্টুন, টিশার্ট ও ক্যাপ সরবরাহ করবে।

এদিকে প্রত্যেক ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড, ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে স্ব-স্ব খেলার প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করার জন্য বলা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সুবিধাবঞ্চিত (বস্তিবাসী) অনূর্ধ্ব-১৭ শিশুদের ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে। ঢাকা মহানগরকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে ভাগ করে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে। খেলাগুলো মোহাম্মদপুর শারীরিক শিক্ষা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হলেও এর উদ্বোধনী ও ফাইনাল খেলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে রাজধানী ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থায় দিবসটি উদযাপনের জন্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করার জন্য দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর, সংস্থাগুলোকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় এক সঙ্গে উদযাপন করতে বলা হয়েছে। আসন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস সামনে রেখে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর, ক্রীড়া ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বোর্ড, সংস্থা, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা নানারকম কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। দিবসটি উপলক্ষে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ক্রীড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এ আয়োজন সফল করতে বদ্ধপরিকর।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসের আগে গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' স্লোগান সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দেশব্যাপী নানারকম খেলাধুলা মাঠে গড়িয়েছিল। তারুণ্যের উৎসবের মতোই সারাদেশব্যাপী আগামী ৬ এপ্রিল জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসে ক্রীড়া সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে একসুতোয় বাধতে সমান গুরুত্ব দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হবে। এ দিবসটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন ও শান্তির জন্য খেলাধুলা। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করা, তরুণদের মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও পারস্পারিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা। এদিকে ক্রীড়াঙ্গনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফেডারেশনে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোয় দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। রাজনৈতিকমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর ফলে ঝিমিয়ে পড়া ফেডারেশনগুলোয় প্রাণ ফিরছে। মাঠগুলোয় খেলাধুলা ফিরছে। এ রকম এক মুহূর্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসের 'তারুণ্যের অংশগ্রহণ খেলাধুলার মানোন্নয়ন' এ প্রতিপাদ্য যথার্থ বলেই মনে করছেন ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অভিজ্ঞমহল।

উল্লেখ্য, গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল আধুনিক অলিম্পিক গেমসের যাত্রা শুরু হওয়ায় এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রস্তাবে ২০১৩ সালে জাতিসংঘ ৬ এপ্রিলকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে ২০১৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। তবে বাংলাদেশ এই দিবসটি ২০১৭ সাল থেকে পালন করে আসছে। এই দিনটি আমাদের জাতীয় ক্রীড়া দিবসও বটে। তাই প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসকে সামনে রেখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী নানারকম কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে।

এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী বাংলাদেশ নারী দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি, কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস এম নেওয়াজ সোহাগ প্রমুখ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

এবং

চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

উচ্চমান সহকারী

মুহাম্মদ শাহ্ জামাল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. ফরিদুল ইসলাম

সিনেমা প্রজেকশনিষ্ট

বিকাশ তনচংগ্যা

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

ক্রীড়াঙ্গনে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে জাতীয় ক্রীড়া দিবসের ভূমিকা

জাতীয় দিবস হলো সেই দিন, যা একটি জাতির জন্য খুবই বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি বিশেষ দিন, যেখানে মানুষ প্রতিবছর তাদের দেশ বা জাতির গৌরবকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে। এই দিবসের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তবে এর বাইরে যে দিবসগুলো রয়েছে, তার প্রতিটিরই রয়েছে ভিন্নতা ও নিজস্ব স্বকীয়তা। সব দিবসই সমান গুরুত্ব বা তাৎপর্য বহন করে না। দিবসগুলোর আছে নানা ক্যাটাগরি। সেই আলোকে তারতম্য অনুসারে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। তবে প্রতিটি দিবসের উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ও কম-বেশি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। পৃথিবীতে উদ্‌যাপিত হয় বিভিন্ন দিবস। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দিবসগুলো বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

২০১৩ সালের ২৩ আগস্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৭/২৯৬ ধারা অনুসারে তাদের উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সহায়তায় ২০১৪ সালের ৬ এপ্রিল থেকে আয়োজিত হয় 'উন্নয়ন ও শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস'। এই তারিখটি ১৮৯৬ সালে গ্রিসের অ্যাথেন্সে আধুনিক যুগের প্রথম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনের দিনটিকে স্মরণ করার লক্ষ্যে পালিত হয়। মানবসভ্যতার গৌরবময় সেই দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে বিশ্ববাসীর কাছে মেলে ধরার জন্য জাতিসংঘ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ডে অব স্পোর্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস-এর অনুসরণে বাংলাদেশে ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ৬ এপ্রিল জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। সভ্যতা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রীড়াশক্তিকে অস্বীকার করা যাবে না। উন্নয়ন ও শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস হলো ক্রীড়াশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক পরিবর্তন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমঝোতাকে উৎসাহিত করা।

দিবসটি নিয়ে জাতিসংঘের স্মারকে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ, জাতিসংঘ ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে উন্নয়ন ও শান্তির জন্য জাতিসংঘের ক্রীড়া কার্যালয়, প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি খাতসহ নাগরিক সমাজ ও অন্য সব প্রাসঙ্গিক অংশীদারদের এই দিবস সম্পর্কে সহযোগিতা, উদ্‌যাপন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দিবসটি খেলাধুলা, লিঙ্গ সমতা, সুস্থতা, বার্ধক্য ও বর্ণগত সমতার মতো বিষয়গুলোর ওপর অর্থপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় এবং একই সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাফল্যের গল্প উদ্‌যাপন, অংশীদারত্ব জোরদার ও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধানের পক্ষে সমর্থন করার চেষ্টা করে। খেলাধুলা কীভাবে বৃহত্তর সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং অগ্রগতির দিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে, তার সমাধান অন্বেষণের জন্য এই দিবসটি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এর বিশাল প্রসার, অতুলনীয় জনপ্রিয়তা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধের ভিত্তির কারণে, খেলাধুলা জাতিসংঘের উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য আদর্শ অবস্থানে রয়েছে। এই দিবসটি গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ মানবাধিকারের অগ্রগতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে খেলাধুলার ইতিবাচক প্রভাবের ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এই দিবসটি বাংলাদেশেও জাতীয়ভাবে যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। বরাবরের মতো এবারও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম। ক্রীড়া দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সামাজিকীকরণ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

আর কত নিরাশ হবে জাতি?

দেখতে দেখতে আমাদের ক্রিকেটের বয়স তো আর কম হলো না। সেই ১৯৮৬ সন থেকে বাংলাদেশ দল ওয়ানডে খেলে আসছে এশিয়া কাপের মাধ্যমে। আর টেস্ট স্ট্যাটাস পেয়েছে সেই ২০০০ সন থেকে। আর টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে আসছে তো সেই টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চালু হওয়ার পর থেকেই। অতএব সব কিছু মিলে হিসাব করলে দেখা যায়, দেখতে দেখতে সব ফরম্যাটের বয়স আসলে অনেক হয়ে গেছে বাংলাদেশ দলের। তারপরও কেন পরিপূর্ণ হতে পারেনি বাংলাদেশ দল, যা সত্যিই এ দেশের জাতিকে ভাবায় প্রতিনিয়ত। ভাবার কথাও, কেননা বাংলাদেশ দলের বর্তমান পারফরম্যান্সের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পারফরম্যান্সের দিকে তাকালেই তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়। একটি ম্যাচও না জিতে বিদায় নিতে হলো প্রিয় বাংলাদেশ দলটিকে। টুর্নামেন্টের শুরুর থেকে এমনটি হবে কেউ আশা করেনি। কেন জানি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হোক কিংবা ওয়ানডে বিশ্বকাপে হোক বা এশিয়া কাপ কিংবা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো আসরে হোক কোন জায়গায় সুবিধা করতে পারছে না দলটি। এর কারণ কী, তা-ও কারও জানা নেই। অথচ এশিয়ার অন্য নতুন দেশ আইসিসির সদস্য আফগানিস্তানের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আমরা কতটুকু পিছিয়ে আছি। আফগানিস্তান ক্রিকেটাররা অল্প সময়ে কতটুকু এগিয়ে গেছে বিশ্ব আসরে তাদের বর্তমান পরিসংখ্যান দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা আমাদের অনেক পরে ক্রিকেট খেলতে এসে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শক্তিশালী টিম অজিদের কাছে নিউজিল্যান্ড, দলকে হারিয়ে সেমিতে পৌঁছে গিয়ে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে। আবার ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও দেখা গেল একই চিত্র আফগানদের। সে আসরেও রীতিমতো সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইংল্যান্ড, পাকিস্তান ও অন্যান্য দলের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল তারা। অথচ তার বিপরীতে বাংলাদেশ দলের এমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া বলতে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল একবার। এর পর থেকে আর তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য চোখে পড়েনি কারও। আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও অন্যান্য দেশের বোর্ডগুলোর তুলনায় অনেক ধনী একটি বোর্ড। বিশেষ করে ও. ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমাদের বিসিবি অনেক ধনী। সে হিসেবে আমরা এখনো এত পিছিয়ে আছি কেন, তা বোধগম্য নয়। অনুশীলনের জন্যও পর্যাপ্ত মাঠ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশ দল যেভাবে পেয়ে থাকে, সে হিসেবে তার অর্ধেকও পায় না আফগানিস্তানের খেলোয়াড়েরা। বাইরে বাইরে অনুশীলন করতে হয় তাদের। বাংলাদেশ দলের মতো সুযোগ-সুবিধা পেলে তো কথাই নেই। দল ভালো খেললে খেলা দেখতে ইচ্ছা করে আর খারাপ পারফরম্যান্স করতে দেখলে হতাশা ভরা মন নিয়ে খেলা দেখা বন্ধ করতে হয়। একটি দল অবশ্যই কখনো ভালো কখনো খারাপ পারফরম্যান্স করে। তাই বলে প্রায় সময় এবং বড় বড় আসরেও খারাপ খেললে মেনে নেওয়া কি সম্ভব? চার বছর পর পর যেহেতু একটি বিশ্বকাপ আসে, সেহেতু আগের থেকে প্রস্তুতি নিয়ে বিশ্ব আসরে অংশগ্রহণ করার দরকার আমাদের প্রতিটি খেলোয়াড়দের। তাই এখন থেকে আমাদের ভাবার দরকার দলকে নিয়ে। সামনে সেপ্টেম্বরে আসতেছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। ৮টি দল অংশগ্রহণ করবে সে টুর্নামেন্টে। যেহেতু প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ দলও খেলবে সেখানে, সেহেতু আমরা ক্রীড়াপ্রেমীদের ও বাংলাদেশ দল এর প্রতি প্রত্যাশাটা বেশ রয়েছে। যেহেতু টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে যেকোনো কিছু ঘটতে পারে তাই বাংলাদেশ দলের প্রতি ভালো কিছু আশা করাটা বোকামি হবে না নিশ্চয়। আশা রাখি সে টুর্নামেন্টে হলে ও বাংলাদেশ দল জাতিকে নিরাশ করবে না।

মোহাম্মদ হুজায়ফাহ। গ্রিন ভ্যালি আবাসিক।
পোস্ট - টেকনিক্যাল। বায়জিদ । চট্টগ্রাম ৪২০৯।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

দুই উজ্জ্বল ক্রিকেটারের আকস্মিক বিদায়

বাংলাদেশের সেরা উইকেট কিপার মুশফিকুর রহিম এবং অজি লিজেন্ড তারকা স্মিথের আকস্মিক বিদায় নিতে দেখা গেছে কিছুদিন আগে প্রায় একই সাথে। দু'জনই দু'দেশের জন্য উজ্জ্বল এবং সম্মানিত তারকা ছিল। খেলোয়াড়ি জীবনে তারা মোটামুটি বেশির ভাগ সময় সফলই হয়েছিলেন। স্মিথ বল টেমপারিংয়ে জড়িয়ে কিছুদিন মাঠের বাইরে অবস্থান করলেও তার পরে বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন ক্রিকেট ময়দানে। মুশফিক তো বাংলাদেশের সেরা একজন উইকেট কিপার এবং ভালো মানের একজন ব্যাটসম্যান ছিলেন। খালেদ মাসুদ অবসরে গেলে মুশফিক সেটার হাল ধরে ছিলেন শক্ত হাতে, যার জন্য বাংলাদেশ দলকে উইকেট কিপার নিয়ে কখনো চিন্তা করতে হয়নি। ব্যাটসম্যান হিসেবেও তাঁর পারফরম্যান্স বেশ উজ্জ্বল ছিল। যার কারণে তিনি একটানা বহু

বছর দলে ছিলেন। অবশ্য যাওয়ার বেলায় তেমন ফর্মে ছিলেন না দুর্ভাগ্য বশত। হয়তোবা সে জন্য তিনি আকস্মিকভাবে বিদায়ের ঘোষণাটা দিয়েছেন ওয়ানডে ফরম্যাট থেকে। অবশ্য তরুণদের জায়গা দেওয়ার জন্য তাঁর এ সিদ্ধান্তটা সঠিক এবং সময়োপযোগী মনে হচ্ছে আমাদের। একদিন তো এমনিতেই বিদায় বলতেই হয়। সে হিসেবে আগে ভাগে বিদায় বলাটাই হয়তোবা উত্তম কাজ মনে হয়। এদিকে একই সময়ে যে স্মিথও বিদায় বলেছেন ওয়ানডে ফরম্যাট থেকে তাও হয়তোবা বেশ যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে। তিনিও এক সময় অজি ক্রিকেট দলকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন এবং ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচে অজিদের পক্ষে সর্বোচ্চ রান ছিল। তারপরও সে ম্যাচ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার অবসরের সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিয়েছেন মিডিয়ার মাধ্যমে। তাঁর সিদ্ধান্তটি নেওয়ার জন্য যুক্তি দেখিয়েছেন সামনে আসছে ২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তাই এখনই যদি তিনি অবসরে চলে যান, তাহলে তাঁর সে জায়গাতে তরুণ কোন খেলোয়াড় চান্স পাবেন এবং সে খেলোয়াড় নিজেকে তৈরি করার দারুণ সুযোগ সুবিধা পাবেন। কত মহত হৃদয়ের হলে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তা স্মিথই করে দেখিয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটে। এ দু'জনের নাম মুখে মুখে চলে আসবে এবং তাদের ক্রিকেট ইতিহাসে রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো স্মরণ করবে সবসময়ই ক্রীড়ামোদীরা।

মোহাম্মদ রাসেল (মেজ মিয়া), আলম মনজিল,
আমতলী, কালাম উল্লাহ বাড়ি, মাইজভান্ডার,
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

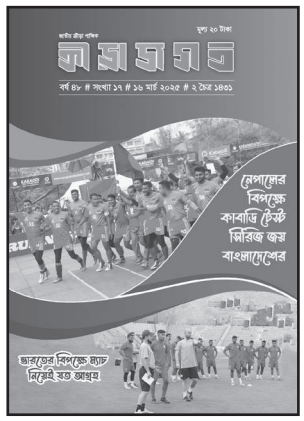

১৬ মার্চ ২০২৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

তেহরানে এশীয় নারী কাবাডি দলের ব্রোঞ্জ

বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল তেহরানে অনুষ্ঠিত এশীয় নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে একটি ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। এটি বাংলাদেশের কাবাডি ইতিহাসে এক বিশাল অর্জন এবং আন্তর্জাতিক কাবাডি মঞ্চে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। কাবাডির এই চমকপ্রদ অর্জন বাংলাদেশের খেলাধুলার উন্নতি এবং ভবিষ্যতে আরও বড় ক্রীড়া সাফল্যের সম্ভাবনা উন্মোচিত করেছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নারী কাবাডি দলগুলো অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের নারী কাবাডি দলও অত্যন্ত শক্তিশালী দল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। দলের খেলা ছিল দৃঢ়, তীব্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ, যা দেশের কাবাডি ভক্তদের এক নতুন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলাদেশ দল শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে তারা অর্জন করেছে ব্রোঞ্জপদক। এই জয়ে দলের খেলোয়াড়রা যেমন দারুণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি কোচ এবং দলের সাপোর্ট স্টাফদেরও প্রশংসা করতে হবে, যাঁরা দলটিকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। বিশেষ করে দলের কিপার এবং আক্রমণশীল খেলোয়াড়রা তাদের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা দিয়ে দলের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন। এশীয় নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দলের খেলা ছিল সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ। দলের অন্যতম তারকা খেলোয়াড়রা বিশেষভাবে নজর কাড়েন তাদের দুর্দান্ত ফিটনেস, কৌশল এবং গতির জন্য। প্রতিটি ম্যাচ ছিল সমানে সমান, যেখানে বাংলাদেশ দল প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জয়ী হতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া, বাংলাদেশের নারীদের কাবাডির প্রতি আগ্রহ এবং তাদের ভবিষ্যৎ কাবাডি মহলেই এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতি বাংলাদেশের দর্শকদেরও ছিল অভূতপূর্ব আগ্রহ এবং সমর্থন, যা দলটির জন্য ছিল আরও এক অনুপ্রেরণা।

এই ব্রোঞ্জ জয় বাংলাদেশের কাবাডি দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কাবাডি খেলায় বাংলাদেশের নারী খেলোয়াড়দের আরেকটি মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে এটি। দেশের কাবাডি ফেডারেশন এই সাফল্যকে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। আগামীতে আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের আরও বেশি অংশগ্রহণ এবং জয়ের সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে।

বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল এবার কেবল ব্রোঞ্জপদকই নয়, দেশের ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতা তৈরি করেছে। এশীয় নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে এই সাফল্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাবাডি খেলোয়াড়রা বিশ্ব মঞ্চে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

হতাশায় ডুবিয়ে দেশে ফিরছেন শান্তরা

২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের দল হতাশায় ডুবিয়ে দেশে ফিরেছে। স্বপ্নের চূড়ান্ত মঞ্চে জায়গা করে নিতে না পারার কষ্টে ভুগছেন দলের খেলোয়াড়রা। প্রতিটি ম্যাচে লড়াইয়ের পরও অপ্রত্যাশিত ফলাফল বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য এক নতুন অধ্যায় বয়ে এনেছে। বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স এতটা খারাপ হওয়ার কথা ছিল না, এমনটা মনে করেন অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষক। প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী ভারত এবং পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চরম পরাজয়ের পর, তারা আর এগোতে পারেননি সেমিফাইনালের দিকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অন্তত সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছানো। কিন্তু দলের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের ভুল সিদ্ধান্ত এবং অপ্রত্যাশিত ভুলগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাটিং ইউনিট ছিল দিশেহারা। ব্যাটিংয়ে অস্থিতিশীলতা ছিল টুর্নামেন্টের বড় সমস্যা। ভারতের বিপক্ষে একটি ম্যাচে দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতাশার জন্ম দেয় যখন তারা ২৫০ রানও অতিক্রম করতে পারছিল না। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ওপেনাররা শুরুতে দ্রুত আউট হয়ে যান, আর মিডল অর্ডারে এসে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ দলকে বিপদে ফেলে।

বোলিংয়ের দুর্বলতা : বোলিংয়ে কিছুটা ভালো পারফরম্যান্স দেখা গেলেও, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ বোলাররা লক্ষ্য অনুযায়ী চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন। বোলাররা যতটা চেষ্টা করেছেন, ততটা সাফল্য পাননি। বিশেষ করে শেষের দিকে বোলিংয়ে কম্পোজিশনের অভাব ছিল। টুর্নামেন্টের শেষ দিকে এসে দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় মানসিক চাপে ছিলেন। তারা জানতেন, তাদের সেরা খেলাটা দেওয়ার জন্যই এই মঞ্চে আসা, কিন্তু চাপের কারণে তাদের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক ভুল দেখা গেছে। দলের আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস সংকটেও পড়েছে। কোচিং স্টাফ এবং নির্বাচকদের ওপরও চাপ ছিল, কেননা দল থেকে সেরা পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সেটি পাওয়া যায়নি। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে বাংলাদেশের ক্রিকেট দল একটি স্বপ্নের প্রতীক। তবে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ এর পর, তা চূর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ আবারও দেশের জন্য প্রার্থনা করবে, আবারও আশা করবে তারা ভবিষ্যতে ফিরে আসবে। যদিও কিছু ভালো পারফরম্যান্স ছিল, তবে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য এবার নতুন একটা অধ্যায় শুরু হতে পারে। দল কি আগামীদিনে আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে? অথবা এই হতাশা তাদের মনের গভীরে আরও একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাপ ফেলে যাবে? আসল প্রশ্ন, বাংলাদেশ ক্রিকেট কি শিগগিরই আবার ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব? এমনই নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে দেশবাসীর মনে।

তমাল, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

গ্রামীণ ফুটবল বিপ্লবী লাইজু একজন ফুটবল গড়ার কারিগর

গ্রামীণ ফুটবল বিপ্লবী জালাল হোসেন লাইজু ফুটবল গড়ার কারিগর। একটি বল, একটি গ্রাম, ফুটবলের নগরী কুড়িগ্রাম। কুড়িগ্রাম জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, যেখানে ফুটবল ছিল যেন একটা স্বপ্ন। কিন্তু এই গ্রামে জন্ম নেওয়া এক যুবক, জালাল হোসেন লাইজু, তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফুটবলকে একটি নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। কুড়িগ্রাম এখন ফুটবলের নগরী হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে, আর তার কৃতিত্বে লাইজু; যিনি স্থানীয়দের কাছে 'ফুটবল পাগল' হিসেবে পরিচিত। তিনি শুধুমাত্র খেলোয়াড়ই নন, বরং ফুটবল সংস্কৃতির একজন বিপ্লবীও। নিজের গ্রামে ফুটবল খেলাধুলার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন তিনি। লাইজু তার উদ্যোগে শুধুমাত্র গ্রামে ফুটবল আয়োজনই করেননি, বরং তরুণদের মধ্যে খেলোয়াড়ি মনোভাব গড়ে তোলার জন্য নানা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প, টুর্নামেন্ট ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, কুড়িগ্রাম জেলায় এখন ফুটবল খেলোয়াড়দের নতুন প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। একটি বল, একটি গ্রাম এই বিশ্বাসে তিনি কার্যত ফুটবল খেলার প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে গ্রামের যুবকরা শুধু ফুটবলই খেলছেন না, বরং দলগত মনোভাব, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, এবং সংহতির মর্মও শিখছে। কুড়িগ্রামের বিভিন্ন গ্রামে ফুটবল মাঠ তৈরি হয়েছে, এবং সেখানে প্রতিদিন তরুণরা খেলতে আসে। লাইজুর দৃঢ়তা এবং পরিশ্রমের ফলে, আজ কুড়িগ্রাম একটি ফুটবল নগরী হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

এছাড়া, তিনি শুধু স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি কুড়িগ্রামের যুবকদের জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। লাইজু প্রমাণ করেছেন যে একটি বল, একটি গ্রাম, এবং একটি কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব কিভাবে একটি ফুটবলের নগরী গড়ে তুলতে পারে। তার এই দৃষ্টান্ত আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সাফায়েত আহম্মেদ রাব্বি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৪২১।

ক্রিকেট ও আমরা

সম্প্রতি ভারতের কাছে বাংলাদেশের পরাজয় হলো। খেলায় হারজিত আছে থাকবে। কিন্তু এটা বিনাযুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ এবং হতাশার পরাজয়। খেলোয়াড়দের মাঝে ছিল না টিম স্প্রিট, জয়ের নেশা প্রতিপক্ষের রণকৌশল মোকাবেলা করা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্লাব এমসিসি'র ঢাকা সফর দিয়ে ক্রিকেট শুরু। আইসিসি ট্রফি জয়ের পর বাংলাদেশের এক নম্বর জনপ্রিয় খেলা হয়ে ওঠে ক্রিকেট। একবার বিপিএল চলাকালীন জনৈক কর্মকর্তা সাইড লাইনে বসে প্রকাশ্যে ধুমপান করে। একজন খেলোয়াড় যত বড় মাপের খেলোয়াড় হোক না কেন মাঠে এসে স্ট্যাম্প উঠিয়ে ফেলতে পারে না, আম্পায়ারদের সাথেও অসোভন আচরণ করতে পারেন না।

মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক
ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

এশিয়ান জোনাল দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপে নীড়-ওয়াদিফা

শিরোপা হাতে হাস্যোজ্জ্বল জোনালের নতুন চ্যাম্পিয়ন ওয়াদিফা ও নীড়

মোরসালিন আহমেদ

এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা প্রতিযোগিতায় নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ওপেন বিভাগে আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় ও নারী বিভাগে নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ। এ শিরোপা জয়ের ফলে ওয়াদিফা আগামী জুলাই মাসে জর্জিয়ার বাতুমি শহরে নারী বিশ্বকাপে এবং নীড় আগামী ৩১ অক্টোবর সম্ভব্য ভারতের নয়াদিল্লিতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ওয়াদিফা এ আসরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সরাসরি নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার (ডব্লিউআইএম) খেতাব পেতে যাচ্ছেন। এর ফলে তিনি সবচেয়ে কম বয়সে মাত্র ১৭ বছরে দেশের চতুর্থ নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার হতে চলেছেন। এর আগে শামীমা আক্তার লিজা ২২ বছর বয়সে ২০১১ সালে নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নীড়ও দেশের সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হয়ে শিরোপা জিতেছেন। যিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিশ্বকাপ দাবায় খেলতে যাচ্ছেন। এর আগে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান ১৬ বছর বয়সে ২০১৯ সালে বিশ্বকাপ দাবায় খেলেন। অন্যদিকে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া একটি আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম) নর্ম অর্জন করেছেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় নর্ম। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর রামাদা হোটেলে গত ১১-১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় দেশের ১২ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন ওপেন বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়, জাতীয় রানারআপ আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান, ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া, ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ, ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন, অমিত বিক্রম রায়, তানভীর আলম ও কাজী আফসান রওনক আনান এবং নারী বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম, নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ, নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ ও আসিয়া সুলতানা। বিশ্বকাপ দাবা ও নারী বিশ্বকাপ দাবার বাছাইপর্বখ্যাত এ আসরে শিরোপা জয়ের সুবাদে নীড় ও ওয়াদিফা আসন্ন বিশ্বকাপ দাবায় এই জোনের ৬টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এবারই তারা বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছেন। এদিকে অপ্রিয় হলেও সত্য বাংলাদেশ যতদিন ভারতের সঙ্গে জোনালে ছিল কখনো শিরোপা জিততে পারেনি। ২০০৯ সালের পর ভারত অন্য জোনে চলে গেলে ৩.২ জোনে বাংলাদেশের আধিপত্যে শুরু হয়। সদ্যসমাপ্ত জোনালে দেশের খেলোয়াড়রা কে কেমন পারফরম্যান্স করলেন ফেরা যাক মূল প্রতিবেদনে।

ওপেন বিভাগ

গত বছর থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় আলো ছড়ানো আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় ছিলেন এ আসরের অন্যতম ফেবারিট। তিনি ওপেন বিভাগে শুধু শীর্ষবাছাই খেলোয়াড়ই ছিলেন না, ছিলেন শিরোপা জয়ের অন্যতম দাবিদারও। কিন্তু জোনালে খেলার আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত মন্টিনিগ্রোয় বিশ্ব জুনিয়রে ছন্দে ছিলেন না দেশের এ উদীয়মান তারকা। অনেকটা হতাশ হয়ে দেশে ফিরে তিনি ১১-১৮ মার্চ শ্রীলঙ্কায় নিজেকে নতুন করে চেনালেন। মাত্র ১২ দিন আগেও নীড়ের পারফরম্যান্স নিয়ে যে সন্দেহ করা হয়েছিল তিনি জোনালে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন কি না, তা ভুল প্রমাণ করে ঠিকই ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব দেখান। নীড় গত বছর দেশে সবচেয়ে কম বয়সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও কনিষ্ঠতম আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভ করেছিলেন। এবার জোনালেও সবচেয়ে কম বয়সে শিরোপা জিতে কৃতিত্ব দেখালেন। আসন্ন বিশ্বকাপ দাবায় তিনি যে, বুক চিতিয়ে বিপক্ষের সঙ্গে লড়বেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শেষ মুহূর্তে শিরোপা লড়াই সহজ হয়ে দাঁড়ালে আসর শেষে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে রানারআপের ফয়সালা করা হয়। চার জন ৬.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করলে টাইব্রেকিংয়ে ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া রানারআপ, স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার লিয়ানাগে রানিনদু দিলশান তৃতীয়, গত আসরের চ্যাম্পিয়ন আন্তর্জাতি কমাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান চতুর্থ ও ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এদিকে দেশের আরও চার জন জোনালে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী মোটেও ভালো করতে পারেননি। বিশেষ করে ৪.৫ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করা ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ ২২তম ও কাজী আফসান রওনক আনান ২৪তম হয়ে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। ঘরোয়া দাবায় যেভাবে এ দুই জন যেভাবে উজ্জ্বলতা ছড়ান তা লঙ্কায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ৩.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অমিত বিক্রম রায় ৩২তম এবং ৩ পয়েন্ট নিয়ে তানভীর আলম ৩৭তম হয়েছেন।

তবে শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে প্রথম রাউন্ডে নীড়, ফাহাদ, তাহসিন, ইমন, শ্রীলঙ্কার লিয়ানাগে, তিলকরত্নে, থুশানু, অমরাসিংহে, নায়েকেকারা, ভিনুদা, শিবথানুজান, গালাপ্পাথি, ভিনুকা, সামারনায়েকে, সিদ্ধার্থ ও মালদ্বীপের সাউনু এই ১৬ জন জয় দিয়ে সূচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডেও শতভাগ জয় পেয়েছিলেন নীড়, ফাহাদ, তাহসিন, ইমন, ভিনুকা, তিলকরত্নে, সাউনুসহ ৭ জন। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডে ২.৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন ৮ জন। তারা হলেন নীড়, ফাহাদ, তাহসিন, ইমন, লিয়ানাগে, তিলকরত্নে, ভিনুকা ও পাকিস্তানের খালিদ। তবে চতুর্থ রাউন্ডে ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে উঠে আসেন তাহসিন ও রানিনদু। এরপর পঞ্চম রাউন্ডে তাহসিন ৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে এককভাবে শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। ষষ্ঠ রাউন্ডেও ৫ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে শীর্ষে ছিলেন। সপ্তম রাউন্ডে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে তাহসিনের সঙ্গী হন ফের নীড়, ইমন ও রানিনদু। অষ্টম রাউন্ডে নীড়ের সঙ্গে শিরোপা রেসে ফিরে উত্তাপ ছড়ান ইমন। নবম তথা শেষ রাউন্ডে শিরোপা জয়ের জন্য নীড়ের ন্যূনতম ড্র দরকার ছিল। কিন্তু ইমনের জয় প্রয়োজন ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ে নীড় লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেও এ আসরে দুর্দান্ত খেলে আসা ইমন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছুতে পারেননি।

শীর্ষবাছাই নীড় ৯ ম্যাচে ৬টি জয়, ২টি ড্র আর এক হারসহ ৭ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। তারপরও ৩ রেটিং খুইয়েছেন। নীড় (২৪৩১) শ্রীলঙ্কার দিনসারা (১৯৯০), ভিনুদা (২০২৫),

এশিয়ান চেস ফেডারেশনের সহসভাপতি ভরত সিংহ চৌহান কাছে থেকে রানারআপ ট্রফি নিচ্ছেন তাহসিন

দুর্দান্ত লড়েছিলেন ইমন, শেষ রাউন্ডে জিততে পারলে বাজিমাত করতে পারবেন

শিবথানুজান (২০২৩), নিমসারা (২০০১), তিলকরত্নে (২৩৫১) ও তাহসিনকে (২৩২৭) পরাজিত করেন। তবে ইমন (২১১৩) ও রানিনদুর (২৪০২) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু নিয়ানাগের (২০৩৯) কাছে হেরে যান। দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই ফাহাদ ৯ ম্যাচে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে ২ ধাপ পিছিয়ে চতুর্থ হয়েছেন। তিনি ৫টি জয় পেয়েছেন। ড্র করেছেন ৩টি। পরাজিত হয়েছেন ১ ম্যাচ। ফলে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। সেই সঙ্গে ১০ রেটিং খোয়াতে হয়েছে। এদিকে দুই সম্ভাবনায় কিশোর সাকলাইন কিংবা আফসান ঘরোয়া আসরের মতো চমক দেখাতে পারেন। উভয় ৪.৫ পয়েন্ট করে পেয়েছেন। সাকলাইন ষষ্ঠ শীর্ষবাছাই হয়ে ১৬ ধাপ পিছিয়ে ২২তম হয়েছেন। ৯ ম্যাচে ৪টি জয় আর একটি ড্র করেছেন। হেরেছেন ৪টি। প্রত্যাশিত নৈপুণ্য দেখাতে না পারায় তাঁর রেটিং কমেছে ৬৭। আফসান ছিলেন ২৮তম সিডেড খেলোয়াড়। ৪ ধাপ এগিয়ে হয়েছেন ২৪তম। ৯ ম্যাচে ৪টি জয় আর এক ড্রয়ের বিপরীতে হেরেছেন ৪ ম্যাচ। তারপরও

শিরোপা হারালেন ফাহাদ

৩৭ রেটিং হারিয়েছেন। অমিত বিক্রম রায় ছিলেন ১৩তম সিডেড। আসর শেষে ৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ ধাপ পিছিয়ে হয়েছেন ৩২তম। তিনি ৯ ম্যাচে ২টি জয় পেয়েছেন। ৩টি ড্র করেছেন। ৪টি হেরেছেন। ফলে ৫৩ রেটিং খোয়াতে হয়েছে। তানভীর আলম ২২তম সিডেড হয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ১৫ ধাপ পিছিয়ে ৩৭তম হয়েছেন। ৯ ম্যাচে ৩ জয়ের বিপরীতে হেরেছেন ৫টি। খুইয়েছেন ২২ রেটি।

উল্লেখ্য ওপেন বিভাগে ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার ২৭ জন, বাংলাদেশের ৮ জন, নেপালের ২ জন এবং ভুটান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের ১ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৪০ জনের মধ্যে অবশ্য ৪ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার, ৬ জন ফিদেমাস্টার, ২ জন ক্যান্ডিডেট মাস্টার ও ২৮ জন রেটেড খেলোয়াড় ছিলেন। ফলে এ প্রতিযোগিতার গড় রেটিং ছিল ১৯৯৭।

আফসোসে পুড়ছেন তাহসিন

শিরোপার কাছাকাছি এসে এবারো অল্পের জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারলেন না প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমানের একমাত্র সন্তান তাহসিন। আগেরবারও একই দর্শা হয়েছিল। এ নিয়ে পরপর দু'টি জোনালে রানারআপ হয়ে তাঁকে তুষ্ট থাকতে হলো। ২০২৩ সালে ঢাকায় রানারআপ হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আই এম) নর্ম পেয়েছিলেন। এবার লঙ্কায় একই আসর থেকে পেলেন দ্বিতীয় নর্ম। এখন সবশেষ তৃতীয় নর্ম পেলেই আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভ করবেন দেশের উদীয়মান এ তারকা। সদ্যসমাপ্ত মন্টিনিগ্রোয় বিশ্ব জুনিয়রে অল্পের জন্য যদি নর্ম মিস না করতেন তাহলে লঙ্কা থেকেই তাহসিন আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়ে দেশে ফিরতে পারতেন। এ আসরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেও তাহসিন সরাসরি খেতাব পেয়ে যেতেন। দুর্দান্ত ফর্মে থাকার পরও একটু আর্ধটুর জন্য লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছেন না। ভাগ্যদেবী আজকাল তাঁর সহায় হচ্ছে না। অথচ সপ্তম রাউন্ড পর্যন্ত তাহসিন দৃঢ়তার সঙ্গে শিরোপা জয়ের পথে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু অষ্টম রাউন্ডে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হেরে শিরোপা রেস থেকে ছিটকে পড়েন। পরবর্তীতে আর রিকভার করতে পারেননি। তাহসিন জোনালে পঞ্চম শীর্ষবাছাই হয়ে ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে রানারআপ হন। ৯ ম্যাচে ৫টি জয় আর ৩টি ড্র করেছেন। হেরেছেন ১ ম্যাচ। ১১ রেটিং বৃদ্ধি করেছেন। তাহসিন (২৩২৭) শ্রীলঙ্কার চার খেলোয়াড় জানুসান (১৯১৪), অমরাসিংহে (১৮৯৯), লিয়ানাগে (২০৩৯) ও নায়েকেকারকে (১৮১৩) এবং স্বদেশী ইমনকে (২১১৩) পরাজিত করেন। এ ছাড়া তিন আইএমের মধ্যে ফাহাদ (২৪৩১) ও তিলকরত্নের (২৩৫১) সঙ্গে ড্র করেন। কিন্তু নীড়ের (২৪৩১) কাছে পরাজিত হন। এই হারটাই তাহসিনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়!

অল্পের জন্য শিরোপা হাতছাড়া ইমনের

হট ফেবারিট না হয়েও ইমন প্রায় চ্যাম্পিয়নই হয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ রাউন্ডে যদি জয় পেতেন তাহলে তাঁর ঘরেই হয়ত শিরোপা উঠতে পারত। কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবিয়েছেন তিনি। তবে এ কথা ঠিক, ইমন এ আসরে অসম্ভব ভালো খেলেছেন। সবার নজর কেড়েছেন। নতুন করে তাঁকে ঘিরে আবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। দশ নম্বর সিডেড এ খেলোয়াড় ৬.৫ পয়েন্ট পেয়ে ৫ ধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থান লাভ করে কৃতিত্ব দেখান। তিনি ৬টি জয় আর একটি ড্র করেছেন। কিন্তু ২টি ম্যাচ হেরেছেন। অসাধারণ খেলে ৩২ রেটিং বৃদ্ধি করেন। ইমন (২১১৩) শ্রীলঙ্কার দানদেনিয়া (১৮৮১), সামারানায়েকে (১৮২৭), গালাপ্পাথি (১৯৯০), থুশানু (১৯১২), অমরাসিংহে (১৮৯৯) ও লিয়ানাগেকে (২০৩৯) পরাজিত করেন। এদিকে চ্যাম্পিয়ন নীড়ের (২৪৩১) সঙ্গে ড্র করলেও রানারআপ তাহসিন (২৩২৭) ও ফাহাদের (২৪৩১) কাছে হেরে যান।

নারী বিভাগ

রেটিং অনুযায়ী দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ শিরোপা রেসে খুব একটা আলোচনায় ছিলেন না। তবে শিরোপা ঘরে তোলার অন্যতম দাবিদার ছিলেন। কিন্তু প্রথম রাউন্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে ড্র করে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাই বলে হাল ছাড়েননি। অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম ছ' রাউন্ড পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেও উঠে আসতে পারেননি। সপ্তম রাউন্ডে কঠিন এক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে

শিরোপা রেসে ফিরে আসেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শেষ দুই রাউন্ড অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখে খেলেছিলেন। তারপরও শিরোপার দাবিদার ছিলেন দুজন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই শেষে দ্বিতীয় শীর্ষবাছাই ওয়াদিফা ও শীর্ষবাছাই স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার গুণাবর্ধানা দিভিনদিয়া ওশিনি ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট পেয়ে আসর শেষ করলে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের শিরোপা নির্ধারণ করা হয়। ওয়াদিফার প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের গড় রেটিং বেশি থাকায় চ্যাম্পিয়ন হন। ফলে সমান পয়েন্ট নিয়ে রানারআপ হন ওশিনি। তবে ৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে লঙ্কার অ্যামেচার ফিদেমাস্টার রত্নায়েকে দুলিনমা হেমালনি তৃতীয় ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার সানুদুলা দাহামদি চতুর্থ এবং ৬ পয়েন্ট পেয়ে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নিউয়ানসা ইসানদি পঞ্চম স্থান লাভ করেন। এদিকে নারী আন্তর্জাতিকমাস্টার রানী হামিদ ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম, নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম ৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে দ্বাদশতম এবং আসিয়া সুলতানা ৩ পয়েন্ট নিয়ে ২২তম হয়েছেন।

তবে শিরোপা জয়ের মিশনে প্রথম রাউন্ডে ওয়াদিফা হোঁচট খেলেও রানী হামিদ, নোশিন আঞ্জুম, লঙ্কার ওশিনি, মিশেলা, থেরুনি, হেসারা, থারুশি, সানুদুলা ও নিউয়ানসা এবং ভুটানের ইয়েশে জয় দিয়ে সূচনা করেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে রানী হামিদ, থারুশি, সানুদুলা ও নিউয়ানসা জয় পেলে সংখ্যা কমে দাঁড়ায় চারে। তৃতীয় রাউন্ডে টানা জয় নিয়ে সানুদুলা ও নিউয়ানসা শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তবে চতুর্থ রাউন্ডে জয় পেয়ে একাকভাবে শীর্ষে উঠে আসেন সানুদুলা। ৪.৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম রাউন্ডেও শীর্ষে অবস্থান করছিলেন সানুদুলা। কিন্তু ৫ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ রাউন্ডে সবাইকে ছাড়িয়ে ওশিনি শীর্ষে জায়গা করে নেন। তবে সপ্তম রাউন্ডে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে হেমালনির সঙ্গী হয়ে ওয়াদিফা প্রথমবারের মতো শীর্ষে উঠে আসেন। এরপর ৬.৫ পয়েন্ট অর্জন করে অষ্টম রাউন্ডে একাকভাবে শীর্ষে উঠে এসে শিরোপা জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যান ওয়াদিফা। তারপর নবম তথা শেষ রাউন্ডে শিরোপা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ড্রয়ের প্রয়োজন ছিল। ফলে জয়ের লক্ষ্যে না এগিয়ে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দশম শ্রেণির ছাত্রী ওয়াদিফা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেকে অন্য এক উচ্চতায় মেলে ধরেন।

ওয়াদিফা প্রথম রাউন্ডে হোঁচট খেলেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়ছিলেন। শুধু তাই নয়, শেষ মুহূর্তে তিনি দারুণভাবে শিরোপা লড়াইয়ে ফিরে আসেন। ৯ ম্যাচে ৫টি জয় আর ৪টি ড্র করেছেন। ফলে ২৩ রেটিং বৃদ্ধি করেন। শিরোপা জয়ের মিশনে ওয়াদিফা (২০৯৭) ওশিনি (২১২১), নোশিন (২০৬৩), মিশেলা (১৮১৫), হেমালনি (১৭৮১) ও সুথারসনকে (১৬২৮) পরাজিত করেন। তবে সানুদুলা (২০৫৩), রানী হামিদ (১৮৮২), ইসানদি (১৮০১) ও পল্লীইয়াগের (১৭৭৬) সঙ্গে ড্র করেন। এদিকে পড়ন্ত বিকেলের মতো রানী হামিদ আয়েসিভাবে খেলেছেন। ৭ নম্বর সিডেড হয়ে ৮১ বছর বয়সে দাবা বোর্ডে যেভাবে তিনি তরুণী আর কিশোরদের সঙ্গে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন তা ছিল এক কথায় অসাধারণ। ৯ ম্যাচে ৫টি জয় ও ১টি ড্র করেছেন এবং ৩টি হেরেছেন। ফলে ১ রেটিং বেড়েছে। আসর শেষে সপ্তম হয়েছেন। অণ্যদিকে নোশিন ছিলেন তৃতীয় শীর্ষবাছাই। ৯ ধাপ পিছিয়ে হয়েছেন ১২তম। তিনি ৯ ম্যাচে ৩টি করে জয়, ড্র ও পরাজিত হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে ৫০ রেটিং খুইয়েছেন। তিনি নামের প্রতি সুবিচার করে খেলতে পারেননি। তাঁর এমন পারফরম্যান্স কারো কাম্য ছিল না। এ ছাড়া আসিয়া ছিলেন ২০ নম্বর সিডেড খেলোয়াড়। হয়েছেন ২২তম। ৯ ম্যাচে ২ জয় আর একটি বাই পেয়েছেন। হেরেছেন ৫ ম্যাচ। ফলে রেটিং খুইয়েছেন ২১।

স্মরণীয় এক মুহূর্ত। শিরোপা হাতে নীড়, ওয়াদিফা ও তাহসিনের সঙ্গে ইমন ও ফাহাদ

উল্লেখ্য নারী বিভাগে ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে মোট ২৩ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার ১৫ জন, বাংলাদেশের ৪ জন এবং ভুটান, মালদ্বীপ, নেপাল ও পাকিস্তানের ১ জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৩ জনের মধ্যে অবশ্য ২ জন করে নারী আন্তর্জাতি কমাস্টার ও নারী ফিদেমাস্টার, ৮ জন নারী ক্যান্ডিডেট মাস্টার ও ১১ জন রেটেড খেলোয়াড় ছিলেন। ফলে এ প্রতিযোগিতার গড় রেটিং ছিল ১৭৮১।

রোল অব অনার

ওপেন বিভাগ

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানারআপ
২০১১	গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান	গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ
২০১৩	গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান	গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার
২০১৫	গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান	গ্র্যান্ডমাস্টার মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব
২০১৭	গ্র্যান্ডমাস্টার মোল্লা আবদুল্লাহ আল রাকিব	গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান
২০১৯	আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান	গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার
২০২১	গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান	গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব
২০২৩	আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান	ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া
২০২৫	আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়	ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া

#২০২১ সালে হাইব্রিড সিস্টেমে অনুষ্ঠিত হয়।

রোল অব অনার

নারী বিভাগ

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানারআপ
২০২১	এসডি রানাসিংহে	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা
২০১৩	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা	এসডি রানাসিংহে
২০১৫	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা	এস ডি রানাসিংহে
২০১৭	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শামীমা আক্তার লিজা
২০১৯	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার শারমিন সুলতানা শিরিন	ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম
২০২৩	ফিদেমাস্টার জান্নাতুল ফেরদৌস	ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম
২০২৫	ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ	নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার গুণাবর্ধানা দিভিনদিয়া ওশিনি

 # ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়নি।

বি. দ্রঃ বন্ধনীর ভেতরেরসংখ্যাগুলো খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক রেটিং

অপরাজিত রইল না কেউ

মো. মুলতানুর রহমান

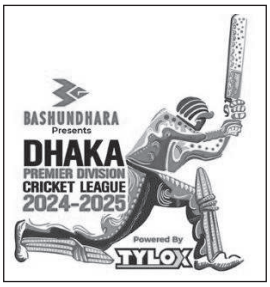

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের (ডিপিএল) এবারের মৌসুমে শিরোপা লড়াই বেশ জমজমাট হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, দেশের লিস্ট 'এ' স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একমাত্র টুর্নামেন্টে এককভাবে আধিপত্য নেই কোনো দলের। বিপিএলের মতো 'ভালো উইকেটে' খেলা হচ্ছে বলে ম্যাচগুলোও হয়ে উঠছে বেশ জমজমাট। 'উন্মুক্ত' ডিপিএলে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত হাসি হাসবে কারা তা এখনই বলা সম্ভব না হলেও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইটা চতুর্মুখী হবে বলে অনুমান করতে সমস্যা হচ্ছে না। অথচ, গত কয়েকটা আসরে কিন্তু দৃশ্যপট ছিল অন্যরকম, একটা বিশেষ দলের একচেটিয়া দাপট ছিল লক্ষ্যণীয়। শেষ আট ডিপিএলে ছয়বারই চ্যাম্পিয়ন হয়ে অন্যদের প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরেই চলে গেছে আবাহনী লিমিটেড। দলগঠন থেকে শুরু করে মাঠের লড়াইয়ে আকাশি-নীল জার্সিধারীদের একচ্ছত্র আধিপত্যে অন্য দলগুলো ছিল একপ্রকার কোণঠাসা অবস্থায়। এবার অবশ্য বদলে গেছে প্রেক্ষাপট। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থাণে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে কারণে নানা সমীকরণে আবাহনী চলে গেছে ব্যাকফুটে। দলবদলে এবার সেরা দল গড়তে পারেনি তারা, অর্থ-কড়ির সংকটে সেরা তারকাদের বড় অংশকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে সাজিয়েছে মাঝারি মানের দল। এই দল নিয়ে আবাহনী শিরোপা রেসে থাকতে পারবে কি-না তা নিয়ে ছিল শঙ্কা!

তবে, বাইশ গজে কিন্তু চমক দেখিয়ে যাচ্ছে আবাহনী। গতবার টানা ১৬ ম্যাচ জিতে অপরাজিতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখা দলটি এবার হারের তিক্ততা দিয়ে শুরু করলেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি করেনি। উদ্বোধনী ম্যাচে অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে ৬ উইকেটে পরাজিত হলেও এরপর একের পর এক ম্যাচ জিতে নিজেদেরকে শিরোপা প্রত্যাশী দল হিসেবে মেলে ধরতে সমর্থ হয়েছে আবাহনী। নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে পারভেজ হোসেন ইমন, মোহাম্মদ মিঠুন ও মুমিনুল হকরা ব্যাটিংয়ে এবং রাকিবুল হাসান, নাহিদ রানা ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীরা বোলিংয়ে আবাহনীকে দারুণ সাপোর্ট দিচ্ছেন। তবে দলটির 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠছেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত ও মাহফজুর রহমান রাব্বি। ব্যাটিং অলরাউন্ডার সৈকত ব্যাটে-বলে সমানতালে নৈপুণ্য দেখাচ্ছেন এবং তরুণ স্পিন অলরাউন্ডার রাব্বি বোলিংয়ে ধারাবাহিকতা দেখানোর পাশাপাশি কার্যকরি ভূমিকা পালন করছেন ব্যাটিংয়েও। যে কারণে বড় দলের মতো এগিয়ে যাচ্ছে আবাহনী।

কাগজে-কলমে সেরা দল গড়েও মাঠে প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছে না মোহামেডান

কথায় আছে, যত গর্জে তত বর্ষে না! মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্ষেত্রে কথাটি দারুণভাবে প্রযোজ্য। শিরোপা পুনরুদ্ধারের আশায় কাগজে-কলমে এক নম্বর দল গড়লেও মাঠের খেলায় সেটির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারছে সামান্যই। তামিম ইকবালের নেতৃত্বে তারকা সমৃদ্ধ স্কোয়াড সাজিয়েও মোহামেডান কেন জানি দাপট দেখাতে সক্ষম হচ্ছে না। এবারই প্রিমিয়ার ডিভিশনে উঠে আসা গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে ১০৭ রানে বড় হারের ধাক্কা খেয়ে লিগ শুরু করা মোহামেডান পরবর্তীতে টানা চারটি ম্যাচ জিতলেও ষষ্ঠ রাউন্ডে এসে 'ধরা' খেয়ে যায় তুলনামূলক দুর্বল সারির গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিপক্ষে। তামিম রানের মধ্যে থাকলেও সম্প্রতি বাংলাদেশের জার্সিতে ওয়ানডে ক্রিকেটকে গুডবাই জানানো অন্য দুই পাণ্ডবের খবর নেই! ব্যাট হাতে ধুঁকছেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ তো এক ম্যাচ খেলে চোটের কারণে ছিটকে গেছেন। তাওহিদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও আরিফুল ইসলাম ব্যাটিংয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, বোলিংয়ে দুই স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজের পাশাপাশি পেসার আবু হায়দার রনি মোহামেডানের ভরসা।

ঢাকা লিগের এবারের আসরের চমকপ্রদ দল গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। প্রথম বিভাগ বৈতরণী পেরিয়ে এই প্রথম প্রিমিয়ারে খেলতে আসা দলটি প্রথম ম্যাচেই মোহামেডানকে হারিয়ে হইচই ফেলে দেওয়ার পর টানা দুই ম্যাচ হারলেও পরবর্তীতে তিন ম্যাচ জিতে নিজেদের 'ডার্ক হর্স' হিসেবে মেলে ধরেছে। দীর্ঘদিন আবাহনীকে কোচিং করানো বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন এবার দল বদলে গুলশানের হেড কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বর্তমান অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দলটির নেতৃত্ব। তারুণ্যনির্ভর গুলশান ক্লাবের বড় তারকা বলতে লিটন কুমার দাস। এ ছাড়া ব্যাটসম্যান নাঈম ইসলাম, পেস অলরাউন্ডার ফরহাদ রেজা ও স্পিনার ইলিয়াস সানির মতো অভিজ্ঞ কিছু খেলোয়াড়ও রয়েছে দলটিতে। তরুণ ও উদীয়মানদের উপস্থিতির কারণে দেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের বিশেষ নজর থাকছে গুলশান ক্লাবের দিকে।

ডিপিএলের ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত ৫টি করে ম্যাচ জিতেছিল আবাহনী, গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স ও অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং ৪টি করে জয় পেয়েছিল মোহামেডান ও গুলশান ক্রিকেট ক্লাব। এই পাঁচটি দলের সুপার লিগে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এ ছাড়া প্রথম ৬ ম্যাচের মধ্যে ৩টি করে জেতা লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ, প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ও ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবের মধ্যে যে কোনো দুটি নাম লেখাতে পারে ছয় দলের সুপার লিগে। ১২ দলের টুর্নামেন্টের নিচের সারির চার দল রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব, পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবকে হয়তো বা রেলিগেশন লিগের ঝক্কি সামলাতে হতে পারে।

চমক দেখাচ্ছে নবাগত গুলশান ক্রিকেট ক্লাব

হামজায় কতটা বদলাবে বাংলাদেশের ফুটবল

মো. সামীম সরদার

হামজায় কতটা বদলাবে বাংলাদেশের ফুটবল মো. সামীম সরদার 'আমি বাংলাদেশের পক্ষে খেলতে যাচ্ছি'-পাঁচ শব্দের এই ভিডিও বার্তা ছিল হামজা দেওয়ান চৌধুরী। আর দিনটি ছিল গত বছর ১৯ ডিসেম্বর। ওই দিন আনুষ্ঠানিকতার শেষ ধাপ অতিক্রম করেছিলেন ইংলিশ এই ফুটবলার। বাংলাদেশের হয়ে খেলার জন্য ওই দিন হামজা চৌধুরীকে 'ইয়েস কার্ড' দিয়েছিল বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা। ওই ছাড়পত্র পাওয়ার পরই স্বপ্নপূরণের একদম কাছাকাছি চলে এসেছিলেন সিলেটের হবিগঞ্জের এই যুবক। সেই ধারাবাহিকতায় গত ১৭ মার্চ তিনি বাংলাদেশে আসেন লাল-সবুজ জার্সিতে ম্যাচ খেলার জন্য। লক্ষ্য ছিল ২৫ মার্চ, ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ।

হামজা কেবল বাংলাদেশেরই নন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেও সবচেয়ে বড় তারকা। এশিয়ার অন্যতম সেরা তারকাদেরও একজন। বাংলাদেশের কোনো ফুটবলার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলেন, কিংবা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কোনো ফুটবলার বাংলাদেশের জার্সি গায়ে জড়ান তা অনেকেরই কল্পনার বাইরে ছিল। সেটা এখন বাস্তব। হামজা চৌধুরী এখন ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেললেও তিনি মূলত প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটির ফুটবলার। এই ক্লাবে খেলছেন ধারে। তাঁর ক্লাব লেস্টার সিটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সাবেক চ্যাম্পিয়ন।

হামজা চৌধুরী যে কত বড় তারকা ফুটবলার, সেটা বাংলাদেশের ভক্তরা বুঝিয়েছেন তাঁর আগমনের দিন। ১৭ মার্চ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে হামজা সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরে অবতরণ করলে সেখানে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। ১৭ ও ১৮ মার্চ দুই দিন নিজ জেলা হবিগঞ্জে ছিলেন হামজা। তারপর ১৮ মার্চ রাতে ঢাকায় এসে যোগ দেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার ক্যাম্পে।

হামজার জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ফুটবলামোদিদের মধ্যে যেমন উচ্ছ্বাস, তেমন কিছু নেতিবাচক আলাপও আছে। হামজার অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের ফুটবলকে কি বদলে দিতে পারবে? ফুটবল ১১ জনের খেলা। এখানে একজন ফুটবলার বাকি ১০ জনের দুর্বলতা কিছুতেই দূর করতে পারবেন না। তবে এটা ঠিক এই মানের একজন সুপারস্টার দলে থাকলে অন্যরা অনুপ্রেরণা পান। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০০৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলেছিলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ফুলহামের ডিফেন্ডার জেস রহমান। ২০০৫ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে জেস রহমানের পাকিস্তান হেরেছিল বাংলাদেশের কাছে। তিনি পাকিস্তানের জার্সিতে ২২ ম্যাচ খেলেছেন। তাতে পাকিস্তানের ফুটবল খুব এগিয়েছিল বলা যাবে না। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশের জাতীয় দলে খেলা প্রথম সুপারস্টারই ছিলেন এই জেস রহমান।

হামজাকে নিয়ে বাংলাদেশের ফুটবলামোদিদের উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না। ১৭ মার্চ তাঁর আগমন থেকে শুরু করে ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগপর্যন্ত বাংলাদেশের ফুটবলে আলোচনার কেন্দ্রেই ছিলেন ইংলিশ লিগের এই ফুটবলার। সেই সঙ্গে আলোচনায় ছিল ভারতের কিংবদন্তি ফুটবলার সুনীল ছেত্রি। অবসর ভেঙে তিনি জাতীয় দলে ফিরেছেন। দুই দেশের দুই তারকা ফুটবলারকে নিয়েই যত আলোচনা ছিল বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের আগে।

বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার জন্য হামজার ইচ্ছা প্রকাশ ছিল বেশ কয়েক বছর আগে। জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির পর হামজা করেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট। তারপর তিনি বাফুফেকে চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়ার পরই বাফুফে ছাড়পত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছিল ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে। তারপর প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ হিসেবে হামজার প্রয়োজন ছিল ফিফার ছাড়পত্র। ওই প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়েছিল বাফুফেকে। বাফুফের প্রথমে ইচ্ছা ছিল

গত বছরের সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে হামজাকে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক ঘটানোর। তবে পুরো প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ায় সেটা হয়নি।

হামজা চৌধুরী বাংলাদেশ দলে খেলা হলে সেটাই প্রথম প্রবাসী ফুটবলার নন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ফুটবলে যোগ হয়েছিল নতুন অধ্যায়। ওই বছর নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বিপক্ষে তৎকালীন ডাচ কোচ লোডভিক ডি ক্রুইফ লাল-সবুজ জার্সিতে প্রথম প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে খেলিয়েছিলেন জামাল ভূঁইয়াকে। ১২ বছর ধরে বাংলাদেশ দলে খেলছেন ডেনমার্ক প্রবাসী এ ফুটবলার। বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। ২০২১ সালের ৩ জুনে কাতারে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে দ্বিতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় তারিক রায়হান কাজীর। ফিনল্যান্ড প্রবাসী এ ফুটবলারও প্রায় নিয়মিত খেলে যাচ্ছেন লাল-সবুজ জার্সিতে। জাতীয় দলের রক্ষণে অন্যতম সেরা খেলোয়াড় তিনি।

জামাল-তারিকের পর তৃতীয় প্রবাসী ফুটবলার হিসেবে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলেছেন রাহবার খান। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে কিরগিজস্তানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে খেলেছেন কানাডা প্রবাসী এ ফুটবলার। এরপর আরও কয়েকজন প্রবাসী ফুটবলার বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার কাছাকাছি ছিলেন। পরে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কানাডা প্রবাসী আরেক ফুটবলার শাহ কাজেম কিরমানির। আগে-পরে যাদেরই অভিষেক হোক, প্রবাসী ফুটবলারের আলোচনায় বেশি উচ্চারিত হয়েছে দেওয়ান হামজা চৌধুরীর নাম। কারণ, তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুটবলার। বিশ্বের শীর্ষ লিগগুলোর অন্যতম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। এই লিগের কোনো ফুটবলার বাংলাদেশ দলে থাকাটাই অন্য রকম মর্যাদার, তা ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় দলে যত খেলোয়াড় আছেন নিঃসন্দেহে তাদের চেয়ে ধারে-ভারে এগিয়ে ছিলেন হামজা চৌধুরী। কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই নয়, হামজার অন্তর্ভুক্তির পর বাংলাদেশ ফুটবল দলের বাজার মূল্য হয়ে যায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ওপরে। লেস্টার সিটির মধ্যমাঠের খেলোয়াড় হামজা। মূল দলে যোগ দেওয়ার আগে অধিনায়কত্ব করেছেন ক্লাবটির অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের জার্সিতে ৭টি ম্যাচও খেলেছেন। লেস্টার সিটি ইংলিশ ফুটবল লিগের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে নেমে গিয়েছিল এক মৌসুম আগে। চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে প্রিমিয়ারে ফিরে এসেছে দলটি। তবে হামজা প্লেইং টাইমের স্বার্থে লোনে চলে গেছেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডে। হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানার স্নানঘাটে হামজাদের বাড়ি। হামজার বাবা দেওয়ান গোলাম মোর্শেদ চৌধুরী ও মা রাফিয়া চৌধুরী বাংলাদেশি হলেও তাঁর জন্ম ইংল্যান্ডের লাফবারা শহরে। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলে ঝোঁক ছিল হামজার। তাই তো ৫ বছর বয়সেই তাকে ভর্তি করা হয়েছিল লাফবারা ফুটবল ক্লাবে। ওই বয়সেই ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি ক্লাবের অনুসন্ধানী দলের নজরে পড়েছিলেন হামজা। সে তালিকায় ছিল লেস্টার সিটির অনুসন্ধানী দলও। হামজার বাবা শেষ পর্যন্ত তাঁকে লেস্টার সিটির একাডেমিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। বয়স ১৮ বছর হওয়ার পর হামজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় লেস্টার সিটি। তিনি ২০০৫ থেকে টানা ১০ বছর খেলেন লেস্টার সিটির যুব দলে। মূল দলে খেলা শুরু করেন ২০১৫ সালে। লেস্টার সিটির হামজা মাঝে লোনে খেলেছেন বার্টন অ্যালভিয়নে ও ওয়াটফোর্ডে। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল হামজা চৌধুরীর। মাঠে তাকে আলাদাভাবেই চেনা যায়। বয়স ২৭ বছর। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার হামজা খেলে থাকেন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডে। কখনো কখনো তাকে দেখা যায় রাইট-ব্যাকে খেলতেও।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ ক্যাম্পে সবার পর যোগ দিয়েছিলেন হামজা। তিনি পরিবারসহ প্রথমে সিলেটে আসেন। সেখান থেকে হবিগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে প্রায় ৩০ ঘণ্টা অবস্থান করে গত ১৮ মার্চ রাতে যোগ দেন ক্যাম্পে। পরের দিন সন্ধ্যায় তিনি প্রথমবার বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে যোগ দেন। হামজাসহ মাত্র এক সেশন অনুশীলনের পর দল নিয়ে ভারত যান ক্যাবরেরা। হামজার মতো এই ক্যাম্পে ছিলেন আরেক প্রবাসী। ফাহামিদুল ইসলাম নামের ইতালির চতুর্থ বিভাগ লিগে খেলা ফুটবলাকে ৩০ জনের প্রাথমিক দলে ডেকেছিলেন ক্যাবরেরা। ফাহামিদুল ইসলাম সৌদিতে গিয়ে এক সপ্তাহ দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছিলেন। তবে তাকে বাদ দিয়েই বাকিদের নিয়ে সৌদি থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন ক্যাবরেরা। ফাহামিদুল ফিরে যান ইতালিতে। ফাহামিদুলকে বাদ দেওয়ার ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও হয়েছে ফুটবল অঙ্গনে। দর্শকেরা দাবি করছেন একটি সিন্ডিকেট দেশের ফুটবলকে ধ্বংস করছে। ওই সিন্ডিকেটের কারণেই ফাহামিদুল ইসলামকে প্রাথমিক দল থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। ফুটবলামোদিরা এ নিয়ে বাফুফে ভবনের সামনে বিক্ষোভও করেছে।

অর্জনের আলোয় উদ্ভাসিত মাহমুদউল্লাহ

মো. মনির উদ্দিন

টেস্টের পর টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছিলেন আগেই, এবার আচমকা বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন ওয়ানডেকেও। যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই 'সাবেক' হয়ে গেলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। ২০০৭ সালে শুরু করে ২০২৫-এ এসে সমাপ্তি, মাঝের প্রায় দেড় যুগ বাংলাদেশ দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে নীরবে, নিভৃতে সার্ভিস দিয়েছেন কখনো ব্যাট হাতে আবার কখনো বল হাতে কিংবা অধিনায়ক হিসেবে। মাহমুদউল্লাহর ১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের অলিগলি ঘেঁটে তিন সংস্করণ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮টি কীর্তি গাথা তুলে এনেছেন... অভিষেকে 'ফাইফার'

২০০৯ সালের জুলাইয়ে কিংসটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট (১৯.৪-২-৫৯-৩) নেওয়া মাহমুদউল্লাহ দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন 'ফাইফার' (১৫-৪-৫১-৫) এর দেখা। নাঈমুর রহমান দুর্জয় ও মঞ্জুরুল ইসলামের পর টেস্ট অভিষেক ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করা বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার মাহমুদউল্লাহ। এরপর ওই কীর্তি ছুঁয়েছেন আরও ৫ জন- ইলিয়াস সানি, সোহাগ গাজী, তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসান। এ ছাড়া অভিষেক টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মোট ৮ উইকেট নিয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে অভিষেকে এর চেয়ে বেশি উইকেট শুধু সোহাগ গাজীর (৯/২১৯, বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিরপুর, ২০১২)।

বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান

ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন মাহমুদউল্লাহ। যুগ্মভাবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৫ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শতক হাঁকান তিনি। প্রথমে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশের ইনিংসে চারে নেমে এডিলেড ওভালে ইংলিশ বোলারদের দারুণভাবে সামলে ১০৩ রানে আউট হন মাহমুদউল্লাহ। ১৩৮ বলে খেলা তাঁর অবিস্মরণীয় ইনিংসে ছিল ৭টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার। ক্রিকেট জনকদেরকে নাটকীয়ভাবে ১৫ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ পেয়ে যায় কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট এবং ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেন মাহমুদউল্লাহ।

সাকিবের পাশে

ওয়ানডে ক্রিকেটে কমপক্ষে এক হাজার রান, ন্যূনতম ৫০ উইকেট ও অন্তত ৫০ ক্যাচের 'ট্রিপলে' মাহমুদউল্লাহর অর্জনের সঙ্গী আর কেবল একজনই- সাকিব আল হাসান।

হিসাবি বোলিং

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে কম রানে ৩ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড মাহমুদউল্লাহর। ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ১.১ ওভারে ৪ রান দিয়ে মাহমুদউল্লাহ পেয়েছিলেন ৩ উইকেট।

বৈশ্বিক আসরে সফল

আইসিসি টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪টি সেঞ্চুরির রেকর্ড মাহমুদউল্লাহর। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এডিলেডে ১০৩ রান করার পরের ম্যাচেই হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে অপরাজিত ১২৮ রানের ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস খেলেন তিনি। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে কার্ডিফে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে উপহার দেন ১০২ রানের হার না মানা আরেকটি ম্যাচজয়ী ইনিংস। মাহমুদউল্লাহ ওয়ানডেতে চতুর্থ ও সবশেষ সেঞ্চুরিটি করেন গত বিশ্বকাপে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১১১। বৈশ্বিক আসরে বাংলাদেশের পক্ষে ৩ সেঞ্চুরি নিয়ে দুইয়ে সাকিব আল হাসান।

আটে নেমে ১৫০

টেস্টে ৮ নম্বরে নেমে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৫০ রানের ইনিংস খেলেছেন মাহমুদউল্লাহ। ২০২১ সালের জুলাইয়ে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের প্রথম ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ১৭৮ বলে অপরাজিত ১৫০ রানের একটি নান্দনিক ইনিংস। ওই ম্যাচের মাঝপথেই আচমকা ড্রেসিংরুমে টেস্ট থেকে অবসরের

ঘোষণা দেওয়ায় পরদিন সতীর্থরা মাহমুদউল্লাহকে মাঠে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। প্রায় দেড় শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে আটে নেমে ন্যূনতম ১৫০ রান করা ব্যাটসম্যানের সংখ্যা ৬। এ ছাড়া ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে ১৫০ রানের ইনিংস খেলা অষ্টম ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহ। বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে আর কেউ এমনকি হাফ সেঞ্চুরিও করতে পারেননি।

জুটির রেকর্ড

টেস্ট ইতিহাসে নবম উইকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জুটির অংশীদার মাহমুদউল্লাহ। ২০২১ সালের জুলাইয়ে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের শেষ টেস্টে তাসকিন আহমেদকে (১৩৪ বলে ৭৫) নিয়ে ১৯১ রান যোগ করেছিলেন মাহমুদউল্লাহ (১৫০*)। মাত্র ৪ রানের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার মার্ক বাউচার ও প্যাট সিমকক্স জুটির রেকর্ড ছুঁতে পারেননি তাঁরা।

মুশফিকের পর

সময়ের হিসাবে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে দ্বিতীয় দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার মাহমুদউল্লাহর-১৭ বছর ২১৪ দিন। অল্প কিছু দিন আগে ওয়ানডে ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া তাঁর 'ভায়রাভাই' মুশফিকুর রহিমের ক্যারিয়ারই শুধু এরচেয়ে চেয়ে লম্বা- ১৮ বছর ২০২ দিন।

সামনে জাহাঙ্গীর

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সবশেষ ম্যাচটি খেলার দিন মাহমুদউল্লাহর বয়স ছিল ৩৯ বছর ২০ দিন। তাঁর চেয়ে বেশি বয়সে বাংলাদেশের হয়ে খেলেছেন আর একজনই- জাহাঙ্গীর শাহ। সাবেক এই পেসার ১৯৯০ সালের ২৮ এপ্রিল শারজায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের সবশেষ ওয়ানডেটি খেলেছিলেন ৪০ বছর ২৮৩ দিন বয়সে।

সবার ওপরে

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৪১ ম্যাচ খেলেছেন মাহমুদউল্লাহ। ১২৯ ম্যাচ নিয়ে এক্ষেত্রে দুইয়ে সাকিব আল হাসান। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে একশ' ম্যাচ খেলার মাইলফলক ছুঁয়েছেন আর মাত্র ২ জন- মোস্তাফিজুর রহমান (১০৬) ও মুশফিকুর রহিম (১০২)। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহর চেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেছেন কেবল ৩ জন- ভারতের রোহিত শর্মা (১৫৯), আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং (১৫০) ও একই দেশের জর্জ ডকরেল।

রানে দ্বিতীয়

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহর রান ১৪১ ম্যাচে ২৪৪৪। এই সংস্করণে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বেশি রান আছে শুধু সাকিব আল হাসানের (১২৯ ম্যাচে ২৫৫১)।

ছক্কার রাজা

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৭টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। ৫৮ ছক্কা মেরে দুইয়ে লিটন দাস (৯৫ ম্যাচে) এবং ৫৫ ছক্কা নিয়ে তিনে সৌম্য সরকার (৮৭ ম্যাচে)। এ ছাড়া তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই শর বেশি ছক্কা মারা

বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহ (২০৮)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮৮ ছক্কা তামিম ইকবালের।

যেখানে তৃতীয়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণ (ওয়ানডে ২৩৯, টি-টোয়েন্টি ১৪১, টেস্ট ৫০) মিলিয়ে বাংলাদেশের হয়ে মাহমুদউল্লাহ খেলেছেন মোট ৪৩০ ম্যাচ। ম্যাচ খেলার সংখ্যায় তাঁর ওপরে থাকা দুজন হলেন মুশফিকুর রহিম (৪৭০) ও সাকিব আল হাসান (৪৪৭)।

বিশ্বস্ত হাত

ফিল্ডার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৭১টি ক্যাচ মাহমুদউল্লাহর। ওয়ানডে (৮২) ও টি-টোয়েন্টি (৫১) উভয় সংস্করণে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্যাচশিকারি টেস্টে ৩৮ ক্যাচ নিয়ে আছেন তালিকার দুইয়ে (যুগ্মভাবে ৪০ ক্যাচ নিয়ে শীর্ষে মেহেদী হাসান মিরাজ ও মুমিনুল হক)।

সফল অধিনায়ক

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ৪৩ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। তাঁর অধিনায়কত্বে সর্বোচ্চ ১৬টি ম্যাচে জিতেছে বাংলাদেশ এবং হেরেছে ২৬ ম্যাচে, পরিত্যক্ত হয়েছে অন্য ম্যাচটি। এই সংস্করণে বাংলাদেশের হয়ে টস করে অবশ্য সাকিব আল হাসানও ১৬ ম্যাচ জিতেছেন (৩৯ ম্যাচে হার ২৩)। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে ৬ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ (জয় ১, পরাজয় ৪, ড্র ১), ওয়ানডেতে অবশ্য কখনো ওই দায়িত্ব পাননি।

টানা নেতৃত্ব ও শূন্য বিহীন

২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত টানা ২৯ ম্যাচে তাঁর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাংলাদেশকে টানা নেতৃত্ব দেওয়ার রেকর্ড এটি। টানা ২৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে দুইয়ে মাশরাফি মুর্তজা (২০১৫-২০১৭)।

এ ছাড়া ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে টানা ৬৬ ইনিংসে একবারও শূন্য রানে আউট হননি মাহমুদউল্লাহ। এটিও বাংলাদেশের রেকর্ড, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে অভিষেকের পর থেকে এ পর্যন্ত খেলা ৪৯ ইনিংসে একবারও শূন্য রানে আউট হননি নাজমুল হোসেন শান্ত। এক্ষেত্রে টানা ৯০ ইনিংসে শূন্য রানে আউট না হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারের।

বেশি বয়সে সেঞ্চুরি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড মাহমুউল্লাহর। ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১১১ বলে ১১ বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কার সাহোয্যে ১১১ রানের ইনিংস খেলার দিন তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর ২৬২ দিন।

বিশ্ব রেকর্ডের পাতায়...

টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে বোলিংয়ে ইনিংসে ৫ উইকেট নেয়ার এবং স্ট্যাম্পিং করার যুগল কৃতিত্ব আছে শুধু ২ জনের-নিউজিল্যান্ডের জন রিড ও বাংলাদেশের মাহমুদউল্লাহর। ২০০৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিংসটাউনে টেস্ট অভিষেকেই ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করা মাহমুদউল্লাহ একমাত্র স্ট্যাম্পিংটি করেছিলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১৫ সালের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত খুলনা টেস্টে। মুশফিকুর রহিম আঙুলে চোট পাওয়ায় তাঁর জায়গায় প্রথমে উইকেটকিপিং করেছিলেন ইমরুল কায়েস। ১২০ ওভার কিপিং করে ক্লান্ত ইমরুলকে একটু বিশ্রাম দিতে তাঁর কাছ থেকে গ্লাভসজোড়া নিয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ এবং তাইজুল ইসলামের বলে জুলফিকার বাবরকে স্ট্যাম্পিং করে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের যতি টেনে দিয়েছিলেন।

ওয়ানডে রাঙিয়ে মুশফিকের যত কীর্তি গাথা

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে আড়াই বছর আগেই অবসর নিয়েছেন বলে ওই সংস্করণের কীর্তি গাথার গল্প লেখা হয়েছে পূর্বেই। টেস্ট ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন বলে সেটি নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের জার্সিতে ওয়ানডে থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া মুশফিকুর রহিমের কেবলমাত্র এই ফরম্যাটের রেকর্ড-পরিসংখ্যানের সিন্ধু সেঁচে উল্লেখযোগ্য কিছু অধ্যায় তুলে এনেছেন...

মো. মনির উদ্দিন

সর্বাধিক ম্যাচ খেলা

বাংলাদেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ২৭৪টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার রেকর্ড মুশফিকুর রহিমের। এই সংস্করণে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে আড়াইশ ম্যাচ খেলতে পারেননি আর কেউ। দ্বিতীয় সর্বাধিক ২৪৭টি ওয়ানডে খেলেছেন সাকিব আল হাসান এবং তামিম ইকবাল ২৪৩টি।

সবচেয়ে বেশি জয়ের স্বাদ

পঞ্চাশ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন মুশফিকুর রহিম। ২৭৪ ওয়ানডেতে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন ১২৪ বার। এ ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসান ২৪৭ ম্যাচ খেলে জিতেছেন ১১৭ ম্যাচ এবং মাহমুদউল্লাহ (২৩৯ ওয়ানডেতে) ও তামিম ইকবাল (২৪৩ ওয়ানডেতে) উভয়ই জয় দেখেছেন ১০৯টি করে।

বিরামহীন পথচলা

ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড মুশফিকুর রহিমের। ২০১০ সালের ১৫ জুলাই থেকে ২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টাইগারদের হয়ে পরপর ৯২টি ওয়ানডে ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। মুশফিক ভেঙেছেন তামিম ইকবালের রেকর্ড। ২০০৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১০ সালের ২০ জুলাই পর্যন্ত একটানা ৮৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন এই বাঁহাতি ওপেনার।

দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান

বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম বল খেলে সেঞ্চুরি করার কীর্তি মুশফিকুর রহিমের। ২০২৩ সালের ২০ মার্চ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৬০ বলে ১৪ চার ও ২ ছক্কায় অপরাজিত ১০০ রানের বিস্ফোরক এক ইনিংস আসে তাঁর ব্যাট থেকে, যা বাংলাদেশের দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড। অবশ্য বাংলাদেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৩৪৯ রান করার পর বৃষ্টির কারণে আইরিশরা ব্যাটিংয়ে নামতে না পারায় ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। ২০০৯ সালে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৬৩ বলে শতক পূর্ণ করে পূর্ববর্তী রেকর্ডের মালিক ছিলেন সাকিব আল হাসান। তালিকার তিনেও সাকিবের নাম- ৬৮ বলে সেঞ্চুরি, ২০০৯ সালে মিরপুরে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। চারেও মুশফিক, ৬৯ বলে শতক, ২০১৫ সালে মিরপুরে পাকিস্তানের বিপক্ষে।

রান ও সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয়

২৭৪ ম্যাচের ২৫৬ ইনিংসে ৩৬.৪২ গড়ে ৭৭৯৫ রান এসেছে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে যা ওয়ানডেতে বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান। এই সংস্করণে দেশের হয়ে সর্বাধিক ৮৩৫৭ রানের মালিক (২৪৩ ম্যাচের ২৪০ ইনিংসে ৩৬.৬৫ গড়ে) মাস দুয়েক আগে অবসরের ঘোষণা দেওয়া বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল। ১৪টি একশ' ছাড়ানো ইনিংস নিয়ে ওয়ানডেতে সেঞ্চুরিতেও শীর্ষে তামিম, ৯টি সেঞ্চুরি করে দুইয়ে মুশফিক, অবশ্য তিনি একা নন, সাকিব আল হাসানও করেছেন ৯টি সেঞ্চুরি (২৪৭ ম্যাচের ২৩৪ ইনিংসে)।

ছক্কার সেঞ্চুরি

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে 'ছক্কার সেঞ্চুরি' করা তিন ব্যাটসম্যানদের একজন মুশফিকুর রহিম। ২৫৬ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ঠিক ১০০ ছক্কায় শেষ হলো তাঁর ক্যারিয়ার। এই সংস্করণে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের ছক্কা সর্বাধিক ১০৭টি (২৩৯ ম্যাচের ২০৯ ইনিংসে) এবং দ্বিতীয় অবস্থানে তামিম ইকবাল, ২৪০ ইনিংসে এই বাঁহাতি ওপেনার মেরেছেন ১০৩ ছক্কা।

চার গ্রেটের পর...

২৭৪ ওয়ানডের মধ্যে মুশফিকুর রহিম ২৬০ ম্যাচই খেলেছেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে। ওয়ানডে ইতিহাসে এ ক্ষেত্রে তাঁর ওপরে আছেন কেবল ৪ জন কিপার। এই দ্বৈত ভূমিকায় ৩৬০ ম্যাচ খেলে তালিকার এক নম্বরে শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা, ৩৫০ ম্যাচ খেলে দুইয়ে ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি, তিন নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার মার্ক বাউচার (২৯৪ ম্যাচ) এবং চারে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (২৮২ ম্যাচ)। এই সংস্করণে কিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে মুশফিক করেছেন ৭২৫৪ রান। এখানে তাঁর ওপরে আছে কেবল তিনটি নাম- গিলক্রিস্ট, ধোনি ও সাঙ্গাকারা।

গ্লাভস হাতে রাজত্ব

উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে গ্লাভস হাতে ২৪১টি ক্যাচ নিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, স্ট্যাম্পিং করেছেন ৫৬টি। দুটি মিলিয়ে তাঁর ডিসমিসাল সংখ্যা ২৯৭। আলাদা আলাদা ভাবে দুটিই বাংলাদেশের রেকর্ড। এ ছাড়া সাধারণ ফিল্ডার হিসেবে আরও ২টি ক্যাচ নিয়েছেন মুশফিক। উইকেটকিপার হিসেবে ১২৬ ম্যাচে ৯১ ক্যাচ ও ৩৫ স্ট্যাম্পিংয়ের সাহায্যে মোট ১২৬ ডিসমিসাল নিয়ে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে আগের রেকর্ডের মালিক ছিলেন খালেদ মাসুদ পাইলট। আর মাত্র ৩টি ডিসমিসাল করতে পারলেই ওয়ানডে ইতিহাসের পঞ্চম উইকেটকিপার হিসেবে ৩০০ ডিসমিসাল ছুঁতে পারতেন মুশফিক। এই সংস্করণে ৪৮২ ডিসমিসাল নিয়ে সবার ওপরে শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা, ৪৭২টি অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্টের, ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনির ৪৪৪টি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মার্ক বাউচারের ডিসমিসাল সংখ্যা ৪২৪।

পাঁচের জোড়া ক্যাচ

এক ওয়ানডেতে ৫টি ক্যাচ নেওয়া বাংলাদেশের একমাত্র উইকেটকিপার মুশফিকুর রহিম। এই রেকর্ড তিনি গড়েছেন দুই দফায়- প্রথমবার ২০১৫ সালের ১৮ জুন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে এবং দ্বিতীয়বার ২০২৩ সালের ১৮ মার্চ সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। অবশ্য এর আগে ২০০৬ সালের ১২ আগস্ট জিমখানা গ্রাউন্ডে কেনিয়ার বিপক্ষে খালেদ মাসুদ পাইলট একটি ওয়ানডেতে ৫টি ডিসমিসাল করেছিলেন, সেখানে ক্যাচ ছিল ৩টি এবং স্ট্যাম্পিং ২টি।

সেরা পার্টনারশিপ

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সেরা জুটির অংশীদার মুশফিকুর রহিম। সাকিব আল হাসানের সঙ্গে তাঁর জুটিতে এসেছে ৩৫৪৫ রান। এই সংস্করণে বাংলাদেশের আর কোনো জুটির তিন হাজার রান নেই। অন্তত দুই হাজার রান আছে আর যে ৩টি জুটির, এর দুটিতেও আছে মুশফিকের নাম। মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে তাঁর জুটিতে এসেছে ২৫৭৪ রান, তামিম ইকবালের সঙ্গে জুটিতে ২০০৮ রান। সবচেয়ে বেশি ৭টি শতরানের পার্টনারশিপও গড়েছেন মুশফিক ও সাকিব।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে

বসে বসে ওয়ানডে ক্রিকেটে গড়া নিজের রেকর্ড মালার কথাই কি ভাবছিলেন মুশফিকুর রহিম?

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের হয়ে তৃতীয় উইকেট জুটিতে সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপে জড়িয়ে রয়েছে মুশফিকুর রহিমের নাম। ২০২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুশফিক ব্যক্তিগত ৮৬ রানের ইনিংস খেলার পথে ২০২ রানের দুর্দান্ত একটা জুটি গড়েছিলেন ওপেনার লিটন কুমার দাসের (১৩৬) সঙ্গে। প্রথমে ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ৩০৬ রান করা বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছিল ৮৮ রানের ব্যবধানে।

যেখানে তামিমের সঙ্গী

বাংলাদেশকে ৩৭টি ওয়ানডেতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম, যা ঠিক তামিম ইকবালের সমান। অবশ্য সাফল্যে তামিম এগিয়ে। বাঁহাতি এই ওপেনার জয় পেয়েছেন ২১ ম্যাচে (হার ১৪, ফলহীন ২) আর মুশফিক জিতেছেন কেবল ১১ ম্যাচ (হার ২৪, ফলহীন ২)। এই দু'জনের চেয়ে ওয়ানডেতে বেশি ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়কত্ব করেছেন আর ৪ জন- মাশরাফি মর্তুজা (৮৮ ম্যাচে ৫০ জয়, ৩৬ হার, ফলহীন ২), হাবিবুল বাশার সুমন (৬৯ ম্যাচে ২৯ জয়, ৪০ পরাজয়), সাকিব আল হাসান (৬২ ম্যাচে ২৭ জয়, ৩৪ পরাজয়, ফলহীন ১) ও মোহাম্মদ আশরাফুল (৩৮ ম্যাচে ৮ জয়, ৩০ পরাজয়)।

শুধু একটি রানের জন্য

ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ৯৯ রানে আউট হওয়ার যন্ত্রণা কেবলই মুশফিকুর রহিমের কপালে জুটেছে। তিন সংস্করণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়েই বাংলাদেশের কারও ৯৯ রানে আউট হওয়ার ওই একটিই ঘটনা। ২০১৮ সালের এশিয়া কাপে আবুধাবিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে 'মাস্ট উইন ম্যাচে' ব্যক্তিগত ৯৯ রানের মাথায় শাহীনশাহ আফ্রিদির বলে উইকেটকিপার সরফরাজ আহমেদের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন মুশফিক। সেঞ্চুরির সুবাস পেতে পেতে হারিয়ে ফেলা তাঁর ১১৬ বলের ইনিংসে ছিল ৯টি বাউন্ডারির মার। অবশ্য দিন শেষে সেঞ্চুরি হারানোর যন্ত্রণা আর মনে রাখেননি মুশফিক। কারণ, পাকিস্তানকে ৩৭ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠে যায় বাংলাদেশ এবং প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার উঠে মুশফিকের হাতে।

মিরপুরে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ৯৬ ওয়ানডের ৯১ ইনিংসে ৩৪.৮৫ গড়ে ২৬৮৪ রান করেছেন মুশফিকুর রহিম। এক ভেন্যুতে যা কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান। মিরপুরেই ২৮৯৭ রান (৮৭ ম্যাচের ৮৫ ইনিংসে ৩৪.৯০ গড়ে) নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ডের মালিক বাংলাদেশের বাঁহাতি ওপেনার তামিম ইকবাল।

ধোনি ও ডি ককের পাশে

ওয়ানডেতে ৬ বার সিরিজসেরা হয়েছেন মুশফিকুর রহিম, যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বাধিক। ৭ বার সিরিজসেরা হয়ে ওপরে শুধু সাকিব আল হাসান। এই সংস্করণে উইকেটকিপার হিসেবে সিরিজসেরা হওয়ার ক্ষেত্রে পুরো বিশ্বেই সবার ওপরে মুশফিক। অবশ্য এককভাবে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক ও ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে রেকর্ডটা ভাগাভাগি করছেন মুশফিক।

১৮ বছর ২০২ দিন

অভিষেক ২০০৬ সালের ৫ আগস্ট হারারে মাঠে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এবং শেষ ম্যাচ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পাকিস্তানের সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে, মুশফিকুর রহিমের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের বয়স ১৮ বছর ২০২ দিন। যা বাংলাদেশের রেকর্ড, সব দেশ মিলিয়ে অষ্টম। ১৮ বছর ১০৪ দিনের ওয়ানডে ক্যারিয়ার নিয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মাশরাফি মুর্তজা এবং এ পর্যন্ত মাহমুদউল্লাহর ক্যারিয়ার ১৭ বছর ২১৪ দিনের।

মুশফিকুর রহিম- পরিশ্রম, ত্যাগ আর নিবেদনের অন্য নাম

ওয়ানডে ক্যারিয়ারসেরা ১৪৪ রানের ইনিংসে সেঞ্চুরি পূর্ণ হওয়ার পর মুশফিকুর রহিমের উদ্‌যাপন

ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস ও বীরত্ব

২০১৮ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্দান্তভাবে ঝলসে উঠে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট। দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৫০ বলে ১১ বাউন্ডারি আর ৪ ছক্কায় খেলেন ওয়ানডে ক্যারিয়ারসেরা ১৪৪ রানের ইনিংস। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের বাইরে কোনো ওয়ানডে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেটিই ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংসের রেকর্ড। নানা কারণে মুশফিকের ওই ইনিংসটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকের চোখে বাংলাদেশের ওয়ানডে ইতিহাসেরই সেরা ইনিংস। ওই ম্যাচটি বাংলাদেশের ক্রিকেটে আলাদা জায়গা নিয়ে আছে ভাঙা আঙুল নিয়ে তামিম ইকবালের ব্যাটিংয়ে নামা ও এক হাতে ব্যাট করার বিরোচিত ঘটনায়। তবে মুশফিকের বীরত্বও কম ছিল না। পাঁজরের চোটের কারণে শরীরে টেপ পেঁচিয়ে তিনি খেলেছিলেন মহাকাব্যিক সেই ইনিংস। টস জিতে শুরুতে নামা বাংলাদেশ ল্যাসিথ মালিঙ্গার করা প্রথম ওভারেই লিটন দাস ও সাকিবকে হারিয়ে বেশ বিপদে পড়ে। পরের ওভারে আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তামিম ইকবাল। মোহাম্মদ মিঠুনের সঙ্গে ১৩১ রানের জুটি গড়ে সেই ধাক্কা সামলান মুশফিক। অবশ্য ৬৩ রান করে মিঠুনের আউটের পর আর কোনো ব্যাটসম্যানই দাঁড়াতে পারেননি। ১১ নম্বর ব্যাটসম্যান মোস্তাফিজুর রহমান যখন রান আউট হন, বাংলাদেশের রান তখন ৯ উইকেটে ২২৯। তখনো বাকি ৩.১ ওভার। চিড় ধরা আঙুলে ব্যান্ডেজ নিয়ে গ্লাভস কেটে হাতে গলিয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে যান তামিম। এক হাতে ব্যাট ধরে ওই ওভারের শেষ বলটি খেলেন তিনি। এটুকু সমর্থনই দরকার ছিল মুশফিকের। তামিমকে আর স্ট্রাইক পেতে দেননি তিনি। শেষ জুটিতে দাপুটে ব্যাটিংয়ে ১৫ বল খেলে তিনি করেন ৩২ রান। দলের সংগ্রহ পৌঁছে যায় ২৬১ রানে। পাঁজরের প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে মধ্যপ্রাচ্যের তীব্র গরমের সঙ্গে লড়াই করে প্রায় ৪৮ ওভার ক্রিজে কাটিয়ে ধৈর্য, সাহসিকতা আর আগ্রাসনের মিশেলে মুশফিক সাজিয়ে তোলেন ১৪৪ রানের এক ধ্রুপদি ইনিংস। বাংলাদেশ ১৩৭ রানের বড় জয় তুলে নেয় এবং মুশফিকের হাতে ওঠে ম্যাচসেরার পুরস্কার।

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন নারী ক্রিকেট লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শেলটেক ক্রিকেট একাডেমি

প্রিমিয়ারে এসেই শেলটেকের শিরোপা উৎসব

মো. মুলতানুর রহমান

প্রথম আসরেই বাজিমাত করল শেলটেক ক্রিকেট একাডেমি। প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগের বৈতরণী পেরিয়ে ঢাকা নারী প্রিমিয়ার লিগে খেলতে এসেই শিরোপা জিতে নেওয়ার কীর্তি গড়েছে দলটি। তাও আবার একটানা ৮ ম্যাচ জিতে অপরাজিতভাবেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে শেলটেক। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও উইকেটকিপার ব্যাটার নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বে দলবদলের সময় ব্যাটি-বোলিং মিলিয়ে শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড গঠন করা শেলটেকের এমন সাফল্যে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং কোনোভাবে দলটি শেষ হাসি হাসতে ব্যর্থ হলো সেটাই হতো বড় খবর। উইমেন্স ডিপিএলের গত আসরে অপরাজিত শিরোপা জেতা মোহামেডানকে প্রথম ম্যাচে ৫৩ রানে হারিয়ে মিশন শুরু করা শেলটেক পরপর সাত ম্যাচ জিতে শেষ রাউন্ডের আগেই ট্রফির মালিকানা নিশ্চিত করে ফেলে। এরপর নিয়মরক্ষার অষ্টম ম্যাচে বিকেএসপিকে ৮ উইকেটে হারিয়ে শেষটাও জয়ের আলোয় রাঙিয়ে শিরোপা উৎসবে মেতে ওঠে শেলটেক। দলটিকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পথে ব্যাটিংয়ে অসাধারণ পারফর্ম করেছেন শারমিন সুলতানা (৮ ইনিংসে ৩৭৩ রান), ইশমা তানজিম (৭ ইনিংসে ৩৩৬ রান), অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি (৭ ইনিংসে ২৯৪ রান) ও সুমাইয়া আক্তার (৭ ইনিংসে ২৬৭ রান)। অন্যদিকে শিরোপার অভিযানে বল হাতে দুর্দান্ত অবদান রেখেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা (৮ ইনিংসে ২১ উইকেট), ফাহিমা খাতুন (৮ ইনিংসে ১৪ উইকেট) ও জান্নাতুল মাওয়া (৭ ইনিংসে ৯ উইকেট)।

অন্যদিকে বর্ষীয়ান স্পিন অলরাউন্ডার সালমা খাতুনের নেতৃত্বে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৭ ম্যাচ জিতে ১৪ পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে রানার্সআপ হয়েছে। একমাত্র শেলটেকের কাছে প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের কারণেই শিরোপা হাতছাড়া করতে হয়েছে তিন বারের চ্যাম্পিয়ন দলটিকে। ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতে জিতে তৃতীয় হয়েছে গুলশান ইয়ুথ ক্লাব এবং ৫ জয়ের ফলে চতুর্থস্থান পেয়েছে গতবারের রানার্সআপ আবাহনী লিমিটেড। ৯ দলের এবারের আসরে পঞ্চম হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি), ষষ্ঠ খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি, সপ্তম কলাবাগান ক্রীড়া চক্র এবং অষ্টম বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি। শেলটেক ক্রিকেট একাডেমির ঠিক বিপরীত অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ ক্রিকেট ক্লাবের। দলটি উপর্যুপরি ৮ ম্যাচ হেরে পয়েন্ট শূন্যভাবে পয়েন্ট তালিকার নবম তথা তলানিতে থেকে লিগ

উইমেন্স ডিপিএলের চূড়ান্ত পয়েন্ট তালিকা...

ক্লাব	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	পয়েন্ট
শেলটেক ক্রিকেট একাডেমি	৮	৮	০	১৬
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব	৮	৭	১	১৪
গুলশান ইয়ুথ ক্লাব	৮	৬	২	১২
আবাহনী লিমিটেড	৮	৫	৩	১০
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৮	৪	৪	৮
খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি	৮	৩	৫	৬
কলাবাগান ক্রীড়া চক্র	৮	২	৬	৪
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি	৮	১	৭	২
বাংলাদেশ পুলিশ ক্রিকেট ক্লাব	৮	০	৮	০

সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রাহক ৫ ব্যাটার

ব্যাটার	দল	ইনিংস	রান	গড়	সর্বোচ্চ	১০০/৫০
ফারজানা হক পিঙ্কি	আবাহনী	৮	৫০৭	৮৪.৫০	১০১	১/৬
শারমিন আক্তার সুপ্তা	মোহামেডান	৭	৩৯৭	৬৬.১৭	৮৫	০/৪
শারমিন সুলতানা	শেলটেক	৮	৩৭৩	৬২.১৭	৯৭	০/৪
ইশমা তানজিম	শেলটেক	৭	৩৩৬	৪৮.০০	৯০	০/২
নিগার সুলতানা	শেলটেক	৭	২৯৪	৪৯.০০	১০২	১/১

সর্বাধিক উইকেট শিকারি ৫ বোলার

বোলার	দল	ইনিংস	উইকেট	গড়	সেরা	ইকো.
জান্নাতুল ফেরদৌস	শেলটেক	৮	২১	১৪.৩৩	৬/২৪	৪.২৫
সালমা খাতুন	মোহামেডান	৮	১৮	৮.৩৯	৫/২১	২.২৯
রিতু মনি	গুলশান ইয়ুথ	৮	১৮	১০.৩৯	৪/৩৫	২.৮২
ফারিহা আক্তার	মোহামেডান	৭	১৬	১০.০০	৪/২২	২.৯৬
সুলতানা খাতুন	খেলাঘর	৮	১৬	১৮.২৫	৫/২৫	৩.৭০

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের অলরাউন্ডার রিতু মনি

গত আসরের শিরোপাধারী মোহামেডানকে এবার রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে

শেষ করেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এবং বিসিবির নারী ক্রিকেট শাখার চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছেন।

টুর্নামেন্টসেরা রিতু মনি

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন নারী ক্রিকেট লিগের এবারের আসরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন রিতু মনি। গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের হয়ে খেলা এই অভিজ্ঞ খেলোয়াড় বলে-ব্যাটে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখিয়েই সেরার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। ডানহাতি পেস বোলার হিসেবে তিনি ৮ ইনিংসে শিকার করেছেন ১০.৩৯ গড়ে ১৮ উইকেট যা এবারের আসরে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রাহকদের মধ্যে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আবার ব্যাট হাতে লোয়ার মিডল অর্ডারে নেমে ৭ ইনিংসে একটি হাফ সেঞ্চুরির (৬৪) সাহায্যে করেছেন ৫৩.৬৭ গড়ে ১৬১ রান। গুলশান ইয়ুথ ক্লাব যে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় হয়েছে, সেখানে রিতু মনির অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যের ছিল বড় ভূমিকা।

৬ সেঞ্চুরি, ৭ 'ফাইফার'

উইমেনস ডিপিএলে এবার ৬ জন ব্যাটার করেছেন ৬টি সেঞ্চুরি। এ ছাড়া বোলিংয়ে ইনিংসে ৫ কিংবা তার বেশি উইকেট নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৭টি, যার মধ্যে একাই ২বার কীর্তি গড়েছেন শেলটেকের জান্নাতুল সুমনা। সর্বাধিক রানের ক্রমানুযায়ী ৬ সেঞ্চুরিয়ান হলেন- মোহামেডানের ভারতীয় রিক্রুট জেসিয়া আক্তার (৯২ বলে ১৩২ রান, বিপক্ষ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি), শেলটেকের সুমাইয়া আক্তার (৯৬ বলে অপরাজিত ১১১ রান, বিপক্ষ বাংলাদেশ পুলিশ), আবাহনীর স্বর্ণা আক্তার (৮৫ বলে ১০২ রান, বিপক্ষ খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি), শেলটেকের নিগার সুলতানা জ্যোতি (১১৫ বলে ১০২ রান, বিপক্ষ কলাবাগান ক্রীড়াচক্র), আবাহনীর ফারজানা হক পিঙ্কি (১৩০ বলে অপরাজিত ১০১ রান, বিপক্ষ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি) ও মোহামেডানের রুমানা আহমেদ (১২৬ বলে অপরাজিত ১০০, বিপক্ষ খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি)।

অন্যদিকে সেরা বোলিংয়ের তালিকা অনুযায়ী 'ফাইফার' অর্জন করা বোলাররা হলেন- গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের সান্দিহা ইসলাম আশা (৫.৪-৩-৯-৬, বিপক্ষ খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি), শেলটেক ক্রিকেট একাডেমির জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা (৯-১-২৪-৬, বিপক্ষ বাংলাদেশ পুলিশ এবং ৮-০-৩১-৫, বিপক্ষ গুলশান ইয়ুথ ক্লাব), মোহামেডানের রুমানা আহমেদ (৬.২-৪-১৩-৫, বিপক্ষ খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি), মোহামেডানের সালমা খাতুন (৮.২-৪-২১-৫, বিপক্ষ আবাহনী), মোহামেডানের সানজিদা আক্তার মেঘলা (৯-২-১৪-৫, বিপক্ষ কলাবাগান ক্রীড়াচক্র) ও খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতির সুলতানা খাতুন (১০-৫-২৫-৫, বিপক্ষ বাংলাদেশ পুলিশ)।

ব্যাটিংয়ে সেরা পিঙ্কি, বোলিংয়ে সুমনা

ব্যাট হাতে এবারের উইমেন্স ডিপিএল রাঙিয়েছেন ফারজানা হক পিঙ্কি। আবাহনীকে নেতৃত্ব দেওয়া এই ডানহাতি ওপেনারের ব্যাট থেকে ৮ ইনিংসে একটি সেঞ্চুরি ও ৬টি পঞ্চাশোর্ধ ইনিংসের সৌজন্যে এসেছে ৮৪.৫০ গড়ে সর্বোচ্চ ৫০৭ রান। আর কোনো ব্যাটার পাঁচশ' তো দূরের কথা এমনকি চারশ' রানের গন্ডিও ছুঁতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩৯৭ রান (৭ ইনিংসে ৬৬.১৭ গড়ে) করেছেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শারমিন আক্তার সুপ্তা। বোলিংয়ে আলো ছড়িয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা। শেলটেক ক্রিকেট একাডেমির হয়ে খেলা এই ডানহাতি অফস্পিনার ৮ ইনিংসে ১৪.৩৩ গড়ে দখল করেছেন সর্বোচ্চ ২১ উইকেট। মোহামেডানের অভিজ্ঞ অফ স্পিনার সালমা খাতুন হিসাবি বোলিং করে ৮ ইনিংসে মাত্র ৮.৩৯ গড় আর ২.২৯ ইকোনমিক্যাল রেটে পেয়েছেন ১৮ উইকেট। ১৮ উইকেটে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের ডানহাতি পেসার রিতু মনি।

অপরাজিত শিরোপা জয়ের পথে শেলটেকের মিশন...

১. মোহামেডানের বিপক্ষে ৫৩ রানে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ৩৩ রানে ৩ উইকেট নেওয়া শেলটেকের ফাহিমা খাতুন)
২. আবাহনীর বিপক্ষে ৩ উইকেটে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ৯০ রান করা শেলটেকের ইশমা তানজিম)
৩. পুলিশের বিপক্ষে ২১৯ রানে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ২৪ রানে ৬ উইকেট নেওয়া শেলটেকের জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা)
৪. আনসার ও ভিডিপির বিপক্ষে ৯ উইকেটে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ অপরাজিত ৬২ রান করা শেলটেকের শারমিন সুলতানা)
৫. গুলশান ইয়ুথ ক্লাবের বিপক্ষে ৬৪ রানে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ৩১ রানে ৫ উইকেট নেওয়া শেলটেকের জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা)
৬. কলাবাগানের বিপক্ষে ১২৬ রানে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ১০২ রান করা শেলটেকের নিগার সুলতানা জ্যোতি)
৭. খেলাঘরের বিপক্ষে ৪ উইকেটে জয় প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ১২ রানে ৩ উইকেট নেওয়া শেলটেকের ফাহিমা খাতুন)
৮. বিকেএসপির বিপক্ষে ৮ উইকেটে জয় (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ৭১ রান করা শেলটেকের শারমির সুলতানা)

রোল অব অনার...

২০১৪-১৫ : মোহামেডান
২০১৫-১৬ : রূপালী ব্যাংক
২০১৬-১৭ : আবাহনী
২০১৮-১৯ : খেলাঘর
২০২১-২২ : মোহামেডান
২০২২-২৩ : রূপালী ব্যাংক
২০২৩-২৪ : মোহামেডান
২০২৪-২৫ : শেলটেক

শেলটেকের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়

ইয়ং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে বিকেএসপির খেলোয়াড়দের উল্লাস...

জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন বিকেএসপি

মো. মুলতানুর রহমান

ইয়ং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রাজশাহী বিভাগকে। তিন দিনের ম্যাচের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন রাজশাহী বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৪ দলের অধিনায়ক আবদুর রহমান ইরফান। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার দলটি প্রথম ইনিংসে ৬২.৪ ওভারে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৩০ রান। রাজশাহীর কাপ্তান আবদুর রহমানের ব্যাট থেকে আসে ৯২ বলে সর্বোচ্চ ৫২ রানের ইনিংস, ওপেনার তামিম শেখ করেন ২৪ এবং সুফিয়ান হাসান ১৩। প্রথম তিনজন ছাড়া রাজশাহীর আর কোনো ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের কোটায় যেতে পারেননি। বিকেএসপির বাঁহাতি স্পিনার আলিমুল ইসলাম আদিব ২২ রান খরচে একাই শিকার করেন ৫ উইকেট। এ ছাড়া আফ্রিদি তারিক ও মোহাম্মদ রাজ ২টি করে এবং প্রণব মণ্ডল ১টি উইকেট পান। জবাবে প্রথম ইনিংসে ৮২.৫ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে বিকেএসপি সংগ্রহ করে ১৬৬ রান। যেখানে মোহাম্মদ রাজের ৯২ বলে ৩৭, অধিনায়ক প্রণব মণ্ডলের ১১৬ বলে ৩৫ এবং ওপেনার খেয়াল রায় ওমের ৩২ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী অনূর্ধ্ব-১৪ দলের বোলারদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল মুবিন ও আবদুর রহমান ইরফান দুজনেই দখল করেন ৩টি করে উইকেট, ২ উইকেট পান তানজিম হোসেন এবং আশিকুর রহমান জুবায়ের আবদুল আজিজ কবির নেন ১টি করে উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে আবদুর রহমান ইরফানের ৫১, তামিম শেখের ৩২, শরাফাত সাদিদের ২৫, আবদুল আজিজ কবিরের ১৮ ও সুফিয়ান হাসানের ১৩ রানের ওপর ভর করে রাজশাহী বিভাগীয় অনূর্ধ্ব-১৪ দল দ্বিতীয় দফায় ৭২.১ ওভার খেলে ১৭০ রান পর্যন্ত যেতে সমর্থ হয়। প্রথম ইনিংসে 'ফাইফার' অর্জন করা আলিমুল ইসলাম আদিব এবার ৬১ রানে তুলে নেন ৪ উইকেট এবং ৩টি করে উইকেট দখল করেন আফ্রিদি তারিক ও মোহাম্মদ রাজ। যোগ-বিয়োগ শেষে চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য বিকেএসপির সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৩৫ রানের যা ৪২.৩ ওভারে কেবল ১ উইকেট হারিয়েই ছুঁয়ে ফেলে তারা। ওপেনার খেয়াল রায় ওম ৩৮ রানে আউট হয়ে গেলেও ফাইয়াজ খান ফাহিম ৪৫ ও আফজাল হোসেন ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে বিকেএসপিকে ৯ উইকেটের অনায়াস জয় এনে দেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট শিকার করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পথে অগ্রণী ভূমিকা রেখে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনালের পুরস্কার জিতে নেন বিকেএসপির বাঁহাতি স্পিনার আলিমুল ইসলাম আদিব।

ফাইনাল খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন খুলনার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু সায়েদ মো. মনজুর আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিবির এক্সিকিউটিভ অফিসার কামরুল হাসান, খুলনা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব মো. মোস্তাক উদ্দীন, বিকেএসপির উপপরিচালক শাহাদাত হোসেন, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক খেলোয়াড় হাসিবুল হোসেন শান্ত ও মেহরাব হোসেন অপি, বিভাগীয় কোচ মনোয়ার আলী মনু ও টুর্নামেন্টের খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামের কো-অর্ডিনেটর শেখ হেমায়েত উল্লাহ।

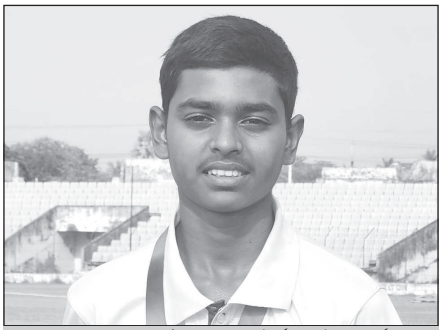

প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল এবং টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বিকেএসপির আলিমুল ইসলাম আদিব

আঞ্চলিক পর্ব শেষে এবারের ইয়ং টাইগার্স অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল মোট ১০টি দল। দলগুলোকে ভাগ করা হয় ২ গ্রুপে। 'এ' গ্রুপে ছিল ঢাকা বিভাগ উত্তর, রংপুর বিভাগ, বিকেএসপি, বরিশাল বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ। আর 'বি' গ্রুপের দলগুলো ছিল ঢাকা মহানগর, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ, রাজশাহী বিভাগ, খুলনা বিভাগ ও সিলেট বিভাগ। রাউন্ড রবিন লিগ পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় সেমিফাইনাল। প্রথম সেমিফাইনালে চট্টগ্রাম বিভাগকে ইনিংস ও ২১ রানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে রাজশাহী এবং খুলনা ও বিকেএসপির মধ্যকার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি ড্র হয়। কিন্তু লিগ পর্বে পয়েন্ট বেশি থাকায় ফাইনালের টিকিট পায় বিকেএসপি এবং শেষ পর্যন্ত দলটি হাসে শিরোপার হাসি।

ব্যাট হাতে এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করেছেন আবদুর রহমান ইরফান। রানার্সআপ রাজশাহীর এই ব্যাটসম্যান ৫ ম্যাচের ৯ ইনিংসে ১টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে ৫৮.৫৬ গড়ে করেছেন ৫২৭ রান (সর্বোচ্চ ইনিংস ১৮১)। পাশাপাশি ১০ ইনিংসে ১১.৪৭ গড়ে নিয়েছেন ১৫টি উইকেটও। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট অ্যাওয়ার্ড উঠেছে ইরফানের হাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০৪ রান (ইনিংস ৯, গড় ৭২.০০, হাফ সেঞ্চুরি নেই, সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ অপরাজিত ২৬৯) এসেছে বিকেএসপির আফজাল হোসেনের ব্যাট থেকে। বোলিংয়ে রাজত্ব করেছেন বিকেএসপির আলিমুল ইসলাম আদিব, যিনি বাঁহাতি স্পিন ক্যারিশমায় ১০ ইনিংসে ৮.৫৩ গড়ে পকেটে পুরেছেন ৩৪ উইকেট (ইনিংস সেরা ফিগার ৫২.৫-২৩-৮৩-৯)। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ উইকেট (ইনিংস ১০, গড় ১৩.১৪, ইনিংস সেরা ফিগার ২৬-১৫-৩২-৭) নিয়েছেন তাঁর সতীর্থ আফ্রিদি তারিক।

যুব ক্রিকেট লিগের ওয়ানডে সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মধ্যাঞ্চল

ওয়ানডে সংস্করণের শিরোপা মধ্যাঞ্চলের

মো. রেজাউল হক

যুব ক্রিকেট লিগের (ইউসিএল) টি-টোয়েন্টি সংস্করণে মোটেই সুবিধা করতে পারেনি মধ্যাঞ্চল। ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট তালিকার তিন নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল দলটি। একই টুর্নামেন্টের ওয়ানডে ফরম্যাটে দারুণ সাফল্য পেয়েছে মধ্যাঞ্চল, ফাইনালে পূর্বাঞ্চলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে জিতে নিয়েছে শিরোপা।

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পূর্বাঞ্চল যুব দলের অধিনায়ক মুবিন আহমেদ দিশান টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মধ্যাঞ্চলের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে তারা ৪২.৫ ওভারে ১৭৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। পূর্বাঞ্চলের হয়ে সর্বাধিক ৫১ রান আসে ওপেনার আবদুল্লাহ হানিফের ব্যাট থেকে। তাঁর ৮১ বলের ইনিংসে ছিল ৫টি চারের মার। এ ছাড়া আবদুর রহিম ৩৫, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আশরাফুজ্জামান বরেন্য ৩২ ও শাহরিয়ার আহমেদ ২০ উইকেটে সেট হয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি। মধ্যাঞ্চলের পেসার রুবাই ইসলাম রাজন ও বাঁহাতি স্পিনার শাকিল খান ৩টি করে উইকেট লাভ করেন। নিলয় রঞ্জন শিল নেন ২ উইকেট এবং ১টি করে উইকেট পান সাদ ইসলাম রাজিন ও রিজান হোসেন। ১৭৮ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ৩৭.১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে অনায়াসেই জয় নিশ্চিত করে মধ্যাঞ্চল যুব দল। ৮৪ রানে ৪ উইকেট পতনের পর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মিনহাজুল ইসলাম পঞ্চম উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৯৬ রানের জুটি গড়ে দলকে পৌঁছে দেন শিরোপার বন্দরে। ৫৫ বলে ৬ বাউন্ডারিতে সর্বাধিক ৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আবদুল্লাহ। তাঁর সঙ্গী মিনহাজুলের হার না মানা ৪৮ রানের ইনিংসটি ছিল ৫৯ বলে ৭ চার ও ১ ছক্কায় সাজানো। এর আগে ৩৭ রানে আউট হন ওপেনার রিদয় হোসেন, অধিনায়ক রিজান হোসেন করেন ২৪। সঞ্চিত মজুমদার ২টি এবং শাহরিয়ার আহমেদ ও আশরাফুল ইসলাম ১টি করে উইকেট তুলে নেন। মধ্যাঞ্চলের আবদুল্লাহ তাঁর হাফ সেঞ্চুরির জন্য প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল বিবেচিত হন।

অনূর্ধ্ব-১৯ জাতীয় দল ও বাংলাদেশের বিভাগীয় কোচদের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বাছাইকৃত প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের নিয়ে যুব ক্রিকেট লিগের ওয়ানডে সংস্করণের জন্য গড়া হয়েছিল ৪টি দল- দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল। সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতির এই টুর্নামেন্টে লিগ পর্বে টানা ৩টি ম্যাচ জিতে পূর্বাঞ্চল যুব দল, ২টি ম্যাচে জয় পায় মধ্যাঞ্চল যুব দল এবং পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দল হিসেবে ফাইনালে মোকাবেলা করে তারা। অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চল ১টি ম্যাচ জিতলেও উত্তরাঞ্চল যুব দল টানা ৩টি ম্যাচেই হেরে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আসরের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও সংলগ্ন সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে।

প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট পূর্বাঞ্চলের অলরাউন্ডার শাহরিয়ার আহমেদ

ওয়ানডে সংস্করণের জাতীয় যুব ক্রিকেট লিগের এবারের আসরে বেশ কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় পারফরম্যান্স দেখিয়ে নজর কেড়েছেন। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডিং নৈপুণ্যে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার জিতেছেন শাহরিয়ার আহমেদ। পূর্বাঞ্চলের এই খেলোয়াড় ৫ ইনিংসে রান করেছেন ১৮৫ এবং বাঁহাতি স্পিনে ৫ ইনিংসে দখল করেছেন ৯ উইকেট।

ব্যাট হাতে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন এলমান হাবিব। উত্তরাঞ্চলের এই ব্যাটসম্যান ৪ ইনিংসে ৮০.০০ গড় আর ৭৮.৪৩ স্ট্রাইকরেটে ১টি করে সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে করেছেন ২৪০ রান। ১৪৩ বলে ১২৬ রান, আসরের একমাত্র সেঞ্চুরিও উপহার দিয়েছেন এলমান। ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক ১৮৫ রান (৫ ইনিংসে, গড় ৪৬.২৫, স্ট্রাইকরেট ৮১.১৪, সর্বোচ্চ ৬৪) এসেছে পূর্বাঞ্চলের শাহরিয়ার আহমেদের ব্যাট থেকে। মধ্যাঞ্চলের ফয়সাল আহমেদ করেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৮২ রান (৬ ইনিংসে ৩০.৩৩ গড়ে, স্ট্রাইকরেট ৮৫.৮৫, হাফ সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ ৯৭)।

বল হাতে সর্বাধিক ১২ উইকেট শিকারি হয়েছেন যুগ্মভাবে ২ জন- উত্তরাঞ্চলের মোহাম্মদ সবুজ (৫ ইনিংসে ১৫.৮৩ গড়ে, ইকো. ৪.৭৩, সেরা ফিগার ৩/৪০) ও মধ্যাঞ্চলের সাদ ইসলাম রাজিন (৫ ইনিংসে ৮.৬৪ গড়ে, ইকো. ৩.২৮, সেরা ফিগার ৪/২৩)। এ ছাড়া মধ্যাঞ্চলে শাকিল হোসেন ৬ ইনিংসে ১১ উইকেট এবং পূর্বাঞ্চলের শাহরিয়ার আহমেদ ৫ ইনিংসে ৯ উইকেট নিয়েছেন।

ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পথনকশা

ইকরামউজ্জমান

মধ্য ষাটের দশক থেকে ক্রীড়াঙ্গন অনুসরণ করেছি এবং ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন বিষয় লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম অবস্থায় পাকিস্তানের ক্রীড়াঙ্গন–যেটি ছিল বাঙালিদের জন্য ভুল ঠিকানা। এরপর বাংলাদেশের গত ৫৪ বছরের ক্রীড়াঙ্গন। ঐতিহাসিকভাবে অবশ্য প্রথমে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এবং ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের রুদ্ধ করে রেখেছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। হাতে গোনা কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন খেলা পরিচালনার ব্যবস্থাপনায় থেকে নেতৃত্ব এবং পাশে থেকে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এতে শুরুতে সাংগঠনিক দক্ষতা ও উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলির অধিকারী মানুষ বেশি ছিলেন না।

পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের কল্যাণে অর্জন করেছি জাতিসত্তা। অর্জন করেছি অধিকার। পাশাপাশি নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের অনাবিষ্কৃত উদ্যোক্তাসুলভ সক্ষমতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–আর এটি হলো ঐক্যবদ্ধ বাঙালি অনেক কিছু পারে। এর পেছনে ছিল জাতীয় মুক্তির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অনেক আশা নিয়ে শূন্য থেকে ক্রীড়াঙ্গনকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে যাঁরা হাল ধরেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মনেপ্রাণে ক্রীড়াপিপাসু এবং ক্রীড়া সংগঠক। যাঁদের প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, দায়বোধ এবং প্রচণ্ড আগ্রহে কোনো খাদ ছিল না। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা ক্রীড়াঙ্গনকে সচল করার চেষ্টা করেছেন। ক্রীড়া অবকাঠামো বলতে যা বোঝায় তার কিছুই ছিল না। স্বাভাবিকভাবে সরকার তখন ক্রীড়াঙ্গনকে প্রাধান্যের তালিকায় স্থান না দিলেও ক্রীড়াঙ্গনের পাশে কিন্তু প্রথম থেকেই দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রীড়া সংগঠকরা সরকারের তরফ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। ঔপনিবেশিক মানসিকতার 'স্টিল ফ্রেম' আমলাতন্ত্র তখন বিভিন্নভাবে বাগড়া দিয়েও সুবিধা করতে পারেনি।

অনেক সময় বলা হয় অনেক আশা নিয়ে শুরু করে গত পাঁচ দশকের বেশি সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে প্রাপ্তির খাতা একদম শূন্য–এটি মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের উল্লেখ করার মতো অবশ্যই বেশ কিছু অর্জন আছে, যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। আছে অভিজ্ঞতাও। তবে ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এখনো পূরণ হয়নি। কেন হয়নি? এই প্রশ্ন কেবল ঐতিহাসিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর উত্তর না খুঁজলে ভবিষ্যৎ ক্রীড়াঙ্গনের উন্নতির পথ খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে। প্রায় সব অপেশাদারি মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের পরিচালনায় ক্রীড়াঙ্গনের প্রেক্ষাপট অন্য রকম।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমার সামগ্রিকভাবে মনে হয়, অনেকেই একসঙ্গে কাজ করতে এসেছেন এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তার গভীর বাস্তব অবস্থা ছিল অনেকটাই অন্য রকম। এই ক্ষেত্রে একটা বড় ফারাক ছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় ক্রীড়াঙ্গন কীভাবে শুরু করে এগিয়ে যাওয়া উচিত এই ক্ষেত্রে আশা, বিশ্বাস ও নীতিতে ছিল পার্থক্য। তাই কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটানো হতো না। ক্রীড়াঙ্গনে মৌলিক অনেক বিষয়কে আমল দেওয়া হয়নি। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে সরাসরি বিরোধে না জড়ালেও বিভাজন ছিল। অর্থাৎ একটি আদর্শ, মূল্যবোধ ও চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ঐকমত্য পোষণ সম্ভব হয়নি। মতের পার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্য পোষণ জরুরি। বছরের পর বছর ধরে ক্রীড়াঙ্গনে 'প্রাসঙ্গিক' ও 'অপ্রাসঙ্গিক' বা 'বেশি প্রাসঙ্গিক' বা 'কম প্রাসঙ্গিক' আলোচনা চলছে। কেন এর যথাযথ উত্তর নেই! যেমন উত্তর নেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনের দূরত্ব অনেক বেশি কেন? এত বছর পরও ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি নড়বড়ে থেকে গেছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও কেন সব সময় শুনতে হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনের খলনায়ক সাংগঠনিক দুর্বলতা। আর এর জন্যই ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় নড়বড়ে রয়ে গেছে। নৈতিকতার সংকট থেকে ক্রীড়াঙ্গন মুক্তি পাচ্ছে না। 'বিবেক' ক্রীড়াঙ্গনে সব সময় প্রশ্নবিদ্ধ।

ক্রীড়াঙ্গনে জনতুষ্টিবাদ সংস্কৃতি সুষ্ঠু ক্রীড়াচর্চায় অন্তরায়। প্রথম থেকেই স্বপ্ন ছিল বাঙালিরা বাঙালিদের ক্রীড়াঙ্গন অনুসরণযোগ্য আদর্শে গড়ে তুলবে–সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। দেশের ক্রীড়াঙ্গনের বনিয়াদ শক্ত হয়নি। ক্রীড়াঙ্গনে নীতি-নির্ধারণে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা স্বাধীন দেশে অনেক বেশি এটাও কিন্তু অতীতের উত্তরাধিকার। ব্যক্তি সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের অপচ্ছায়া ক্রীড়াঙ্গনে বছরের পর বছর ধরে একটি বড় হুমকি।

ক্রীড়াঙ্গন যদি আদর্শ, মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার চেতনায় পরিচালিত হতো, পরিচালিত হতো সত্যিকারের সংগঠকদের দ্বারা ন্যায়ভিত্তিক এবং বৈষম্যহীনভাবে, এই চত্বরে গণতান্ত্রিক চর্চাকে ধ্বংস না করা হতো, ক্রীড়াঙ্গনে শাসকদলের দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিকটু প্রভাব বিস্তার, এই চত্বরে যদি দলীয় রাজনৈতিক সমর্থক, চামচা ও তোষামোদকারীদের পুনর্বাসন না করা হতো, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নিবেদিত অন্তপ্রাণ পরীক্ষিত ক্রীড়া সংগঠকরা যদি ক্রীড়াঙ্গন থেকে বিদায় না নিতেন, অনেককেই ভিন্ন দলীয় রাজনীতির মতাদর্শের জন্য নির্জীব করে না রাখা হতো, ক্রীড়াঙ্গনে যদি সঠিক সময়ে সম্মিলিতভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, যদি জবাবদিহি, দায় স্বীকার, সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো, দুনিয়াজুড়ে ক্রীড়াঙ্গন যেভাবে পেশাদারি মানসিকতার মোড়কে পরিচালিত হয়, তার অর্ধেকও যদি মেনে চলা হতো তাহলে গত ৫৪ বছরে বিভিন্ন খেলা থেকে অর্জন আরও বেশি হতো। ক্রীড়াঙ্গন তো একটি বিশাল 'ইন্ডাস্ট্রি'–এটির ব্যবস্থাপনা তো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মানুষ নিয়ে কাজ, যথাযথভাবে মানবসম্পদকে কাজে লাগানোটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ক্রীড়াঙ্গনে ব্যবস্থাপনায় পেশাদারির বিকল্প নেই। এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকাতে ক্রীড়াঙ্গনও পিছিয়ে আছে। সবাই চান ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের জয় দেখতে। দেখতে চান ক্রীড়াঙ্গনে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা।

সাংগঠনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলির অভাব দেশের ক্রীড়াঙ্গনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি বারবার লক্ষণীয় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর পাঁচ দশকের বেশি সময় অতিক্রম করার পরও এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। ক্রীড়াঙ্গনের সব মানুষ এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রীড়াঙ্গনকে গড়ে তোলা দরকার। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা সেই আদর্শ থেকে এখনো অনেক দূরে। যেটা মানুষকে বড় করে সেটা হলো স্বপ্ন, আমাদের ভেতরের ইচ্ছা। এই দেশের ক্রীড়া ম্যানেজমেন্ট এখনো প্রস্তুত হতে পারেনি। লক্ষ্য থেকে বারবার বিচ্যুত হওয়ার খেলাকে সংগঠকরা সব সময় পোষণ করছেন। তাঁরা ক্রীড়াঙ্গনের দর্শনকে গভীরতা থেকে দেখতে অপারগ।

এটি তো ঠিক মানুষ মাত্রই উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য সহযোগিতা প্রয়োজন। আর এই সহযোগিতা এবং পাশে দাঁড়ানোর অভাব ছিল ক্রীড়াঙ্গনে। সব সময় বলা হয়, ক্রীড়াঙ্গনকে বদলাতে হবে। তাহলে প্রথমে ইতিহাসের ধারা বদলে দেওয়ার মতো উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কার চাচ্ছি, সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো বিবেকের সংস্কার। ক্রীড়া সংগঠক মানুষদের উদ্যোগে উদ্যোম আমরা কতটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছি? একত্ববাদিতা এবং ক্রীড়াঙ্গনে গণতন্ত্রহীন অবস্থা বছরের পর বছর ধরে অনেককে তো কাছে ভিড়তে দেয়নি, তাঁরা সংগঠক হিসেবে কীভাবে উদ্যোগী হবেন।

ক্রীড়াঙ্গন অসংগতিতে ভরপুর। নীতি-নৈতিকতা তো শুধু কথার কথা নয়। ক্রীড়াঙ্গনে বড় সমস্যা হলো নেতৃত্বের অভাব। নতুন সময়ে ক্রীড়াঙ্গন বদলে যাবে–এই আশা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, সবাই ঐক্যবদ্ধ না হতে পারলে ক্রীড়াঙ্গন একনায়কতন্ত্র এবং কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আমাদের ক্রীড়াঙ্গনে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পথনকশা। আর এটি অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

বিশ্বায়নের যুগে সারা পৃথিবীর ক্রীড়াঙ্গন তরতর করে এগিয়ে চলেছে, ঠিক এই সময় আমরা কেন মধ্যযুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব।

দেশের ক্রীড়াঙ্গন চলছে লক্ষ্যহীনভাবে। ৫৪ বছর পরও ক্রীড়ানীতি নিয়ে বারবার লিখতে হচ্ছে। ক্রীড়াঙ্গনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা সবচেয়ে জরুরি। কেননা এটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। অনেক সময় আমরা আকাঙ্ক্ষা এবং সম্পর্কে লক্ষ্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। লক্ষ্য হচ্ছে স্বপ্নকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং একটি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন চলছে গতানুগতিক ধারায়। পরিস্থিতি বদলাতে হলে পরিকল্পনা চাই। আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। যখন যা ভাবা হচ্ছে সেটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেক কিছুই ভাবার অবকাশ নেই। অপ্রিয় শোনালেও সত্যি যে দেশের ক্রীড়াঙ্গন যেভাবে চলছে এই অবস্থায় ভবিষ্যতে যুগোপযোগী 'টেকসই' উন্নতি অনিশ্চিত।

বিসিবিতে কাজ করতে উন্মুখ হয়ে আছি– ফৌজিয়া হুদা জুঁই

ওমর ফারুক রুবেল

বাংলাদেশের সাবেক দ্রুততম মানবী তিনি। ২১ বছর ধরে নারী লং জাম্পে দেশের রেকর্ডধারী। দক্ষিণ এশিয়ান গেমস লং জাম্পে দুটি রৌপ্যও জিতেছেন। সম্প্রতি ডক্টরেট ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। সাভার বিকেএসপিতে অ্যাথলেটিকস কোচ হিসেবে কাজ করছেন। সারা জীবন অ্যাথলেটিকস নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ করে ফৌজিয়া হুদা জুঁইয়ের নামের পাশে আরেকটি পরিচয় যোগ হচ্ছে। তাঁকে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের স্ট্রেনথ ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। আপাতত তাঁর সঙ্গে বিসিবির চুক্তি ছয় মাসের।

প্রশ্ন: ক্যারিয়ার অ্যাথলেটিকসে কাটালেও এখন বিসিবিতে নতুন ভূমিকায় কাজের ডাক পেয়েছেন। কেমন লাগছে?

ফৌজিয়া হুদা জুঁই: অ্যাথলেটিকসেই আমার পরিচয়। আমি যা অর্জন করেছি তা অ্যাথলেটিকস থেকেই। এখন নারী ক্রিকেট দলের সঙ্গে কাজ করার জন্য ডাক পেয়েছি। এটা গৌরবের। অবশ্যই খুবই আনন্দের।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটিকস থেকে এখন ক্রিকেট দলের সঙ্গে কাজ করবেন, ক্যারিয়ার এতটা স্বপ্নীল হবে কখনো কি ভেবেছেন?

জুঁই: আসলে এটা ফাহিম স্যারের (বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম) অবদান। তিনি চেয়েছেন বলে হয়েছে। ফাহিম স্যার অনেক দিন ধরে এ নিয়ে ভাবছিলেন। এখন সুযোগ এসেছে।

প্রশ্ন: বিসিবিতে আপনার কাজ কী হবে? স্ট্রেনথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কী?

জুঁই: আমাদের খেলাটাই (অ্যাথলেটিকস) স্ট্রেনথ অ্যান্ড কন্ডিশনিংভিত্তিক। আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটা করেছি। ক্রিকেটে হয়তো অতটা নয়। এর ওপর একটা কোর্সও করা হয়েছে আমার। নতুন দায়িত্বে নারী ক্রিকেটের ফিটনেস নিয়ে কাজ করা হবে। কাজটা করতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি।

প্রশ্ন: নতুন দায়িত্ব, কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে করছেন?

জুঁই: এত দিন পর নিজেকে অন্য জায়গায় মেলে ধরতে চাই। নিজেকে চেনাতে চাই। এটা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জও। তবে চ্যালেঞ্জের চেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত বলতে পারেন। এর সঙ্গে অবশ্য নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন: অ্যাথলেটিকসে আপনার শুরুটা কীভাবে?

জুই: ১৯৯৮ সালে জুনিয়র মিটে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম ১০০ মিটার স্প্রিন্ট ও লং জাম্পে। দেশের দ্রুততম মানবী হয়েছি দুবার ২০০০ সালে প্রথম, ২০০২ সালে বাংলাদেশ গেমসে দ্বিতীয়বার। ঘরোয়া অ্যাথলেটিকসে লং জাম্পে আমার স্বর্ণপদকের সংখ্যা ১৩-১৪টি। প্রিয় ইভেন্ট ছিল লং জাম্প।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার?

জুঁই: ২০০৪ ও ২০০৬ দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে লং জাম্পে রৌপ্যপদক জিতেছিলাম। ২০০৪ সালে মালয়েশিয়া ১১তম এশিয়ান জুনিয়র অ্যাথলেটিকসে (অনূর্ধ্ব-২১) লং জাম্পে জিতেছি ব্রোঞ্জ। এ ছাড়া লংজাম্পে রৌপ্যপদক জিতেছি ২০০৪ ইসলামাবাদ সাফ গেমস ও ২০০৬ কলম্বো সাফ গেমসে। এর আগে ২০০০ সালে করাচিতে সাত জাতির আমন্ত্রণমূলক অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানবী হয়েছিলাম ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জিতে। তেহরানে তৃতীয় ইসলামিক গেমসে ৬০ মিটার স্প্রিন্টে জিতেছি ব্রোঞ্জ। আমার জানা মতে, এই অর্জন বাংলাদেশের আর কারও নেই।

প্রশ্ন: আপনিতো একজন ডক্টরও। পিএইচডি করেছিলেন কোথায়?

জুঁই: ইউনিভার্সিটি সায়েন্স মালয়েশিয়া থেকে এক্সারসাইজ অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্সের ওপর পিএইচডি করেছি। ভবিষ্যতে কী করব না করব, জানি না। অ্যাথলেটিকসকে তো ভালোবাসি, তাই এই লাইনে পিএইচডি করে রেখেছি। করোনার কারণে ডিগ্রি পেতে সময় লেগেছে। ডিগ্রির জন্য আমাকে ওখানে প্রায় চার বছর থাকতে হয়েছিল। ওখানে থেকে ক্লাস করতে হয়েছে। নিজের পরিশ্রম ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। অবশেষে সবকিছু সার্থক হয়েছে। আমি অনেক খুশি।

প্রশ্ন: সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারও পেয়েছেন?

জুঁই: সাফ, ইসলামিক গেমস, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসসহ নানা প্রতিযোগিতায় পদক জিতে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছি। অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে সরকার আমাকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার দিয়েছে।

প্রশ্ন: এরপর কি কোচিং লাইনে?

জুঁই: ২০১০ সালে ক্যারিয়ারে ইতি টেনে দিয়ে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করি কোচিংয়ে। আমার সৌভাগ্য যে বিকেএসপিতে নজরুল ইসলাম স্যারের মতো একজন কোচের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। অ্যাথলেটি হিসেবে যতটুকু আমার উন্নতি, সেটা হয়েছে এই কোচের জন্য। তিনি এত উঁচুমানের কোচ ছিলেন, অ্যাথলেটিকস নিয়ে এত জানতেন, কোচ হলে এমনই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন: কী কী কোচিং লাইসেন্স করেছেন?

জুঁই: জাম্পিংয়ের ওপর লেবেল-২ কোর্স করেছি। আমি নিজে জাম্পার ছিলাম। জাম্পই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা তাই জাম্পই বেছে নিয়েছি। জাম্প বেছে নেওয়ার আরেকটি কারণ রুমি ছাড়া জাম্পের ওপর দেশে বিশেষজ্ঞ কোচও নেই।

প্রশ্ন: দেশের অ্যাথলেটিকস নিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখেন?

জুঁই: স্বপ্ন দেখি দেশের অ্যাথলেটিকসের মান আরও বাড়বে। আগের মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আসবে স্বর্ণপদক। সেই স্বপ্ন নিয়েই এখন এগিয়ে চলা আমাদের।

প্রশ্ন: খেলাধুলায় মেয়েদের এগিয়ে আসা নিয়ে কী বলবেন?

জুই: আমাদের দেশে এখন ক্রীড়া পরিবেশ গড়ে উঠছে। আগে এ রকম ছিল না। আমি চাই, মেয়েরা এগিয়ে আসুক, ভালো জায়গায় যাক। মেয়েরা যাতে ভালো কিছু করতে পারে, তার জন্য কাজ করব।

ফুটবল উন্নতির 'টার্নিং পয়েন্ট' হোক হামজা

মোস্তফা তারিক আল বান্না

হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশে। এটা যে বাংলাদেশের মৃতপ্রায় ও গতিহারা ফুটবলের জন্য কত বড় আশীর্বাদ, সেটা বলে শেষ করা যাবে না। যেই হামজা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মাঠ কাঁপানো তারকা, তিনি খেলবেন বাংলাদেশ দলের হয়ে, লাল-সবুজ জার্সি গায়ে। বাংলাদেশের এক সময়ের জনপ্রিয় ও সম্ভাবনাময় ফুটবল নতুন করে গতি পাবে, সেটা আশাই করা যায়।

লাল সবুজের জার্সিতে খেলতে ১৭ মার্চ নিজ দেশে এসেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইংলিশ ফুটবলার হামজা। সিলেট থেকে নিজ গ্রাম হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার স্নানঘাটে পৌঁছার পর সেখানে তাকে দেওয়া হয়েছে সংবর্ধনা। ওইদিনই বিকালে পিত্রালয়ে পৌঁছান হামজা। পরে বাড়ির পার্শ্ববর্তী মাঠেই সংবর্ধনার আনুষ্ঠানিকতা সারেন স্নানঘাট গ্রামবাসী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তারকা ফুটবলার হামজা ও হবিগঞ্জ-১ আসনের সাবেক এমপি, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য শেখ সুজাত মিয়া।

এ সময় হামজা চৌধুরী সিলেটি ভাষায় বলেন, 'আপনারা সব যে আইছইন আমারে দেখবার লাগি, আমার ভালা লাগছে।' পরে তিনি 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে স্লোগানও দেন।

১৭ মার্চ যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার থেকে হামজা ও তার পরিবারের সদস্যদের বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের একটি বোয়িং দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। হামজার অবতরণের পর তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। হামজার আগমনকে কেন্দ্র করে বিমানবন্দরের আশপাশে বিরাজ করছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। হামজা তার স্ত্রী, সন্তান, মা ও ভাইদের নিয়ে বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে পিত্রালয় হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার স্নানঘাট গ্রামে যান। যাত্রাপথে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ইংলিশ ফুটবলারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ভক্ত-অনুসারীরা। তার আগমনকে ঘিরে নিজ এলাকায় পথে পথে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। হামজা চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করছে বাফুফে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ফুটবলই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। ঢাকা লিগের আকর্ষণ ছিল আকাশচুম্বী। ঢাকা মোহামেডান তো আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল। সে সঙ্গে সাবেক ইকবাল স্পোর্টিং ক্লাবের নাম পাল্টিয়ে হয় আবাহনী ক্রীড়া চক্র। বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের জনক বলা যায় আবাহনীকে। কারণ, তারা ভালো বিদেশি, ইউরোপীয় কোচ এনে নতুন স্টাইলে খেলা শুরু

করে। ফলে খুব দ্রুতই মোহামেডানের পর দেশের দ্বিতীয় জনপ্রিয় দল হয়ে উঠে আবাহনী। আবাহনী ও মোহামেডানের পর তৃতীয় সেরা দল হিসেবে পরিগনিত হয় গোপীবাগের ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব। পাকিস্তানি নাগরিক গফুর বেলুচ, স্বাধীনতার পর আর নিজ দেশে ফিরে যাননি। কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন ব্রাদার্সের। ফলে এই দলটিও খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এই তিন দলের পাশাপাশি বিজেএমসি, ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ওয়ান্ডারার্স ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, অগ্রণী ব্যাংক, আরামবাগ ক্রীড়া সংঘসহ বিভিন্ন দলও ভালো ফুটবল খেলে। সব মিলে বাংলাদেশের ফুটবল একটি ভালো পজিশনে চলে যায়। ভারত, মালয়েশিয়ার সেরা সেরা দলের বিরুদ্ধে জয় পায় বাংলাদেশের ক্লাব দলগুলো। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বাংলাদেশ বেশ সুনাম কুড়াতে থাকে। একবার প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে বাংলাদেশ দল পরাজিত করে দক্ষিণ কোরিয়ার সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলকে। যেখানে ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার তৎকালীন জাতীয় ফুটবল দলের ৬/৭ জন খেলোয়াড়। এমন দৃশ্য এখন ভাবাও তো স্বপ্নের ব্যাপার। বর্তমানকালে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় দলের বিপক্ষে মাঠে নামলেই বাংলাদেশ ৮/৯ গোল হজম করে। আর ভারত বা মালয়েশিয়ার কোনো দলের বিপক্ষে জয়ের কথাও তো ভাবতে পারে না। এমন সময়ে হামজা এসেছেন 'স্বপ্নের বীর' হয়ে। দর্শকরা আশা করছে, হামজায় বদলে যাবে বাংলাদেশের ফুটবল।

এবার হামজার আগমণকে ফুটবলে এগিয়ে যাওয়ার 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে মনে করা যেতেই পারে। সব খেলার উঠে আসার একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে। ক্রিকেটে বাংলাদেশ এখন দারুণ সময় পার করছে বিশ্ব অঙ্গনে। স্বাধীনতার পর একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশ যে ক্রিকেট খেলতে পারবে, সেটা বিশ্বাস করার মতো ছিল না। ১৯৭৬-৭৭ সালে ইংল্যান্ডের এমসিসি বাংলাদেশে সফর করে। যেটা ছিল কোনো বিদেশি দলের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সফর। তখন সেই দলটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয় দল তিন বা দুই দিনের ম্যাচেও ইনিংস ব্যবধানে হেরেছে। এর কিছুদিন পরই শ্রীলঙ্কার জাতীয় দল বাংলাদেশ সফর করে। এই দলটির বিপক্ষেও একই দশা হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয় দলের। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জিতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মূল পর্বে খেলার সুযোগ লাভ করে। এটাই ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়ার টার্নিং পয়েন্ট। এরপর ক্রিকেট আর থেমে থাকেনি। মাঝেমধ্যে ব্যত্যয় ঘটলেও বাংলাদেশ দল ধীর ধীরে বিশ্ব ক্রিকেটে একটা সমীহ জাগানো দলে পরিণত হয়েছে। এবার হামজার মতো ইংলিশ লিগ মাতানো তারকা যখন বাংলাদেশ দলের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাই এটাকে ফুটবলে উঠে আসার টার্নিং পয়েন্ট বলে ধরে নিতে হবে। তার প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে বাংলাদেশকে। শুধু হামজা একাই বাংলাদেশকে সাফল্য এনে দিতে পারবেন না। বাংলাদেশের সব খেলোয়াড়তে হামজার মতো হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই মিলবে সুফল।

ভুটানে খেলবেন মাসুরা পারভীন ও রুপনা চাকমা

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশের ফুটবলের আশার প্রদীপটা জ্বালিয়ে রেখেছেন নারী ফুটবলাররা, এটা বললে খুব বেশি বাড়িয়ে বলা হবে না। পরিসংখ্যানই মেয়েদের হয়ে কথা বলতে যথেষ্ট। বিশেষ করে সবশেষ দুই আসরে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী দলটির নাম বাংলাদেশ। সাবিনা খাতুনের দলটা এখন দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। যদিও সবশেষ সাফের শিরোপা জয়ের পর ঘটে গেছে নানা ঘটনা। জাতীয় দলের হেড কোচ পিটার বাটলারের প্রতি বিদ্রোহ করে বসেন দলের ১৮ জন সিনিয়র খেলোয়াড়। এরপর কোচ নতুনদের নিয়ে জাতীয় দল গঠন করেন। সেই দল সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে তাদের মাটিদে দুটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলে। দুটি ম্যাচেই পরাজিত হয় বাংলাদেশ দল। লম্বা ছুটিতে থাকা জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের ফিরতে আরও সময় লাগবে। তবে দলের বাইরে থাকা খেলোয়াড়রা কি সুযোগ পাবেন কি না, সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছোট সুখবর পেয়েছেন মাসুরা পারভীন ও রুপনা চাকমা। ভুটানে খেলতে যাচ্ছেন জাতীয় দলের এ অপরিহার্য খেলোয়াড়।

টানা দুইবার দক্ষিণ এশিয়ারসেরা হলেও নারী ফুটবলারদের এত দিন দেশের বাইরের ক্লাবগুলোয় খুব একটা খেলার সুযোগ হয়ে উঠে না। যদিও মাসুরা ও রুপনার সামনে সেই সুযোগ এলেও তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সেই অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে বাফুফের ছাড়পত্র পাওয়ার মাধ্যমে। বাফুফের ছাড়পত্র পাওয়ায় ভুটানের ক্লাবের হয়ে খেলতে এখন আর কোনো বাধা নেই এই দুই তারকা ফুটবলারের। ভুটানের ক্লাব ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের হয়ে খেলতে দেখা যাবে লাল-সবুজ দুই ফুটবলারকে। ভুটানে সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে জাতীয় দলের সিনিয়র ফুটবলার ডিফেন্ডার মাসুরা পারভীন বলেন, 'ভুটানের ক্লাব ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডের হয়ে খেলার কথা আমাদের দুজনের। সবচেয়ে ভালো খবর হচ্ছে ফেডারেশন আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছে। আমাদের ক্লাব নাসরিন এফসি ও ফেডারেশন থেকে দেওয়া কাগজপত্র ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে ভুটানে'।

বাফুফে সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার মাসুরা ও রুপনার বিষয়ে সার্বিকভাবে সহায়তা করছেন। ভুটানের নারী লিগ শুরুর বিষয়ে জানা গেছে, মধ্য এপ্রিলে লিগ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশের দুজনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। নতুন করে কোনো সমস্যা না হলে মাসুরা ও রুপনার খেলতে কোনো সমস্যা হবে না। দুজনের দল পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনও সাহায্য করেছেন। এ বিষয়ে বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ শুরুতে না করলেও পরে সিদ্ধান্ত বদলে ছাড়পত্র দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন, 'মূলত দেশের বাইরে খেলতে যাওয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মাসুরা আমাকে অনুরোধ করে বলেছিল, বিদেশের ক্লাবে খেলে আসলে ওরা উৎসাহিত হবে। আর সে কারণেই দুজনকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে এ সময়ে বাংলাদেশের কোনো খেলা নেই।'

বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের মধ্যে জাতীয় দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশি বিদেশি লিগে খেলেছেন। এছাড়াও সানজিদা খাতুন ভারতের ইস্ট বেঙ্গল এবং কৃষ্ণা রাণী সরকারের ভারতে নারী লিগের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। গত বছর ভুটানেরই আরেক ক্লাব এএফসি ওমেন্স লিগে খেলেছিলেন ঋতুপর্ণা চাকমা। সাবিনা খাতুন ওই ক্লাবের সঙ্গে থাকলেও নিবন্ধন জটিলতার কারণে পরে আর মাঠে নামতে পারেননি। বাফুফের নারী উইংয়ের পক্ষ থেকে ভুটানে খেলার বিষয়ে ছাত্র দেওয়ার কারণে অনেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যদিও কিরণ কয়েক মাস আগে জুনে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য বিদেশের লিগে খেলার জন্য এই দুজনকে না ছাড়ার যুক্তি দিয়েছিলেন। সিনিয়র ফুটবলাররা কোচ ইস্যুতে বিদ্রোহ করার পর সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেই এই বিষয়ে ফেডারেশন একটু নমনীয় হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৫ এপ্রিল শুরু হবে ভুটানের এবারের নারী লিগ। ক্লাব চাইলে মাসুরারা ঈদ উল ফিতরের আগেই থিম্ফুতে চলে যাবেন। আর যদি সেটা না হয় তাহলে ঈদের পরপরই ভুটানে যেতে পারেন তারা। প্রায় ৬ মাস ধরে চলবে ভুটানের নারী ফুটবল লিগ। এ সময়ের মধ্যে এই ফুটবলার বাংলাদেশ জাতীয় দলে ডাক পেলে সেখান থেকে এসেই খেলবেন বলে বাফুফে থেকে জানা গেছে। ভুটানের ক্লাব কেমন সম্মানী দেবে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়নি। মাসুরা-রুপনা সম্মানীকে গুরুত্ব না দিয়ে খেলার সুযোগ পাওয়াকে বড় করে দেখছেন। মূলত জাতীয় দলের ক্যাম্প ছুটি থাকায় এই সময়টায় নিজেকে খেলার মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন। ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড এই দুজনকে যে সম্মানী দেবে তার চেয়ে বেশি প্রস্তাব ভুটানের আরেকটি ক্লাব দিয়েছিল। ক্লাবকে কথা দেওয়ার কারণেই এই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন তারা দুজন।' এখন সুযোগ পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে, তারা কতটা সফল হবেন।

সীতাকুণ্ডে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

গত ১ মার্চ সীতাকুণ্ডে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি স্বাধীনতা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের জাফর নগর অপর্ণা চরণ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নুনাছড়া যুব সংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। খোশাল মহুরী বাড়ীকে ১-০ গোলে হারিয়ে নুনাছড়া স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টে ৩২টি দল অংশ নেয়। সৈয়দপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কাজী এনামুল বারীর সভাপতিত্বে পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মো. মোবারক হোসেন জামশেদের সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক লায়ন মো. আসলাম চৌধুরী।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

আরও ৫ ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা

মোরসালিন আহমেদ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) রাজনৈতিকমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন গড়ার লক্ষ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আরও পাঁচটি ক্রীড়া ফেডারেশনের নতুন অ্যাডহক কমিটি প্রকাশ করেছে। এর আগে দুই দফায় ১৬টি ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কারের অংশ হিসেবে মোট ২১টি ফেডারেশন নতুন অ্যাডহক কমিটির মুখ দেখল। জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর নানামুখী সংস্কারের মাধ্যমে সব খাত থেকে দুর্নীতি নির্মূলে চেষ্টা করছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ থেকে ক্রীড়াঙ্গনও বাইরে নয়। সেই তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের সর্বত্র ক্রীড়ায় পুনর্গঠনের চেষ্টা চলছে। তারই ফলশ্রুতিতে গত বছরের ২৯ আগস্ট ৫ সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে ফেডারেশনসমূহের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর ১৪ নভেম্বর প্রথম দফায় ৯টি ফেডারেশনের (ব্রিজ, টেনিস, স্কোয়াশ, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, বাস্কেটবল, দাবা ও হকি) অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। তারপর দ্বিতীয় দফায় ২৮ জানুয়ারি আরও ৭টি ফেডারেশনের (সাঁতার, ভারোত্তোলন, কারাতে, ভলিবল, টেবিল টেনিস, শরীর গঠন ও ফেন্সিং) অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এবার তৃতীয় দফায় ১৯ মার্চ এনএসসি সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি স্বাক্ষরিত ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ এর ধারা ২১ মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ওপর ক্ষমতাবলে এবং ধারা ২ (৪) ও ৮ বর্ণিত পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃত্ব বিদ্যমান (হ্যান্ডবল, জুডো, সাইক্লিং, রেসলিং ও রাগবি) নির্বাহী কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে ঘোষিত কমিটির মধ্যে হ্যান্ডবলে দীর্ঘ ৩৩ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা মো. আসাদুজ্জামান কোহিনূর ১৯ সদস্যের কমিটিতে জায়গা পাননি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বিদায়ী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাবেক জাতীয় দলের খেলোয়াড় সালাহউদ্দিন আহমেদ। অন্যদিকে রেসলিংয়েও ১৯ সদস্যের কমিটিতে কয়েক দশক ধরে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা প্রবীণ সংগঠক তাবিউর রহমান পালোয়ান বাদ পড়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুবুল আমিন জীবন। শুধু তা-ই নয়, রাগবির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করা মৌসুম আলীরও ১৭ সদস্যের রাগবির কমিটিতে জায়গা হয়নি। তাঁর জায়গা দায়িত্ব পেয়েছেন আখতার জামান। এ ছাড়া ১৭ সদস্যের জুডোর কমিটিকে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার হীরুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বেগম সৈয়দ জান্নাত আরা। ১৯ সদস্যের সাইক্লিংয়েও সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন এসেছে। মো. তাহেরুল আলম চৌধুরী স্বপনের জায়গায় এ দায়িত্ব পেয়েছেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। পাঁচটি অ্যাডহক কমিটিতে স্থান পাওয়া ৯১ জনের মধ্যে বেশির ভাগই সাবেক খেলোয়াড় ও সংগঠক রয়েছেন। এর পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

সভাপতি : মেজর জেনারেল সারোয়ার ফরিদ। সহসভাপতি : মীর আশরাফ আলী, মো. মজনু মোল্লা। সাধারণ সম্পাদক : সালাহউদ্দিন আহমেদ। যুগ্ম সম্পাদক : রাশিদা আফজালুন্নেসা। কোষাধ্যক্ষ : এম ডি খালেদ আনোয়ার। সদস্য : মো. গোলাম হাবিব, সেলিম মিয়া বাবু, মকবুল হোসেন, আকরাম হোসেন, ডালিয়া আক্তার, নাজমুন নাহার কাকলি, মিজানুল ইসলাম, মো. আমজাদ আকান্দ, মো. মীর খায়েরুজ্জামান, মাহবুব আলম চৌধুরী, তৈয়ব হাসান শামসুজ্জামান, প্রতিনিধি বাংলাদেশ আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন

সভাপতি : ফিরোজ আহমেদ। সহসভাপতি : কর্নেল অব. ওয়েজ হুদা, মীর আশরাফ আলী। সাধারণ সম্পাদক : সৈয়দ জান্নাত আরা। যুগ্ম সম্পাদক: এনায়েত আলী। কোষাধ্যক্ষ: রেজাউল করিম রবিন। সদস্য: সৈয়দ খালেদা আখতার, ফারহানা হালিম নাইস, আবু বক্কর সিদ্দিকী, আবু জুবায়ের মো. সালাহউদ্দিন, সেজান আহমেদ জাহান, মোজাফফর হোসেন মানিক, মুনিয়া হোসেন, প্রতিনিধি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিকেএসপি, বাংলাদেশ আনসার ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

সভাপতি : সাইফুল ইসলাম। সহসভাপতি : ব্যারিস্টার জিসান মহসিন, শেখ সেলিম বক্স। সাধারণ সম্পাদক : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। যুগ্মসম্পাদক : মো. আমজাদ খান। কোষাধ্যক্ষ : জিয়াউল হক। সদস্য : আলমগীর আলম, আবদুর রাজ্জাক, ফারহানা সুলতানা শিলা, আখতার হোসেন, রিয়াদ মাহমুদ ইসলাম, সুবির মিত্র, মো. আসাদ উদ দৌলা, সেবিকা মণ্ডল, আনোয়ার হোসেন, সুজাত বড়ুয়া, প্রতিনিধি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ও বাংলাদেশ আনসার।

বাংলাদেশ অ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন

সভাপতি : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অব. ফখরুদ্দিন হায়দার। সহসভাপতি : মো. আশিক সাঈদ, ইকবাল বিন আনোয়ার ডন। সাধারণ সম্পাদক : মাহবুবুল আমিন জীবন। যুগ্ম সম্পাদক : ফারুক উদ্দিন আহমেদ। কোষাধ্যক্ষ : মাসুদ আখতার মোবারকী। সদস্য : ড. ফারজানা আক্তার ভূঁইয়া, এস এ সালেক, এ কে এম শামসুজ্জামান, মোবাশ্বের আহমেদ, তামজিদ রহমান, মো. আবদুল কাদের, হাসনা হেনা হ্যাপি, শিরিন সুলতানা, আমিনুল ইসলাম, প্রতিনিধি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ আনসার ও বিকেএসপি।

বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন

সভাপতি : আবদুল্লাহ আল জহির স্বপন। সহসভাপতি : ব্যারিস্টার আনিস জামান, ইঞ্জিনিয়ার আবু মো. সাজ্জাদ। সাধারণ সম্পাদক: আখতার জামান। যুগ্ম সম্পাদক : সাদিম কাশেম। কোষাধ্যক্ষ : মালিক তালাহ ইসমাইল বারী। সদস্য : নাজমুন নাহার কাকলি, রাবিদ ইসলাম, রনক মোল্লা, মো. তানভীর হোসেন আপন, আজমিরা আক্তার, মো. শামিম, মো, সারোয়ার রাকিব, মো. আবদুল আলিম, মো. আশরাফ, এস এম গিয়াস উদ্দিন বাবর, প্রতিনিধি বাংলাদেশ আনসার।

দুই জীবনই দারুণ উপভোগ করছি : শাহনাজ পারভীন

ওমর ফারুক রুবেল

ফি দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ত হিমালয় পর্বত। পাহাড়ের উচ্চতা দেখে বড় হওয়া শাহনাজ পারভীন মালেকার জীবনেও ছাপ ফেলে। দেশের নারী কাবাডির জীবন্ত কিংবদন্তি এখন সাবেক এই খেলোয়াড়। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে ঢাকায় এসে দীর্ঘ ১৭ বছর খেলেছেন। ছিলেন জাতীয় নারী কাবাডি দলের অধিনায়ক। এখন কোচ হিসেবে কাজ করছেন এই দলের। খেলোয়াড়ি জীবনে এশিয়ান গেমস থেকে এনে দিয়েছেন ব্রোঞ্জ। এবার কোচ হিসেবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে আনলেন ব্রোঞ্জপদক। দুই জীবনের সেই গল্পই বললেন শাহনাজ পারভীন মালেকা।

প্রশ্ন: একসময় খেলোয়াড় হিসেবে পদক জিতেছেন। এবার জিতলেন কোচ হিসেবে। আপনার অনুভূতি কী?

শাহনাজ পারভীন মালেকা: এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ২০০৫ সাল থেকে জাতীয় নারী কাবাডি দলে খেলেছি। ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় দলের অধিনায়ক ছিলাম। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি দীর্ঘ ১৪ বছর। ২০২২ সাল পর্যন্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছি। ওই বছরেই আমাকে সহকারী কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় হাংঝু এশিয়ান গেমসের জন্য। তবে এবার ইরানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে প্রধান কোচ ছিলাম।

প্রশ্ন: তাহলে স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে?

শাহনাজ পারভীন: সব খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন থাকে অধিনায়ক হওয়ার। পরে অধিনায়ক থেকে কোচ হওয়ার। কোচ হয়ে ভালো কিছু এনে দেবে দেশকে, সেই স্বপ্নও দেখেন একজন ক্রীড়াবিদ। সেটাই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাই আমি বলব, আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

প্রশ্ন: খেলোয়াড় ও কোচ- দুই ভূমিকাতেই আন্তর্জাতিক পদক জিতেছেন-কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন?

শাহনাজ পারভীন: খেলোয়াড় হিসেবে যেটা জিতেছি, সেটাকেও এগিয়ে রাখব। আবার কোচ হিসেবে প্রথম পদক জিতেছি শিষ্যদের নিয়ে সেটাও এগিয়ে থাকবে। কারণ, দুই দায়িত্বে বোঝা কাঁধে নিয়ে পদক জেতার আনন্দ ও উচ্ছ্বাসই আলাদা। তাই আমি কোনটা থেকে কোনটা আলাদা করতে পারব না।

প্রশ্ন: ক্যারিয়ারে আপনার স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?

শাহনাজ পারভীন: আমার জীবনের স্মরণীয় একটি মুহূর্ত হলো ২০১০ সালে গুয়াংজুতে এশিয়ান গেমস থেকে দেশে ফেরার পর। আমরা বাংলাদেশের নারী কাবাডি গুয়াংজুতেই প্রথমবার কোনো এশিয়াডে পদক (ব্রোঞ্জ) জিতেছিলাম। আমি কাবাডির অধিনায়ক এবং গেমসে বাংলাদেশের স্বর্ণজয়ী ক্রিকেটের অধিনায়ক মো. আশরাফুলও ছিলেন। একই বিমানে একই ফ্লাইটে এসেছিলাম আমরা। ওই সময় তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমাদের রিসিভ করতে বিমানবন্দরে যান। আমাদের মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলেন। ওই মুহূর্তটা সাড়া জীবন মনে থাকবে। সেই মুহূর্তটাই আমার কাছে স্মরণীয়। যে স্মৃতি আমার এখনো মনে পড়ে।

প্রশ্ন: অধিনায়ক মালেকা না কোচ মালেকা–কে বেশি পরিপক্ব?

শাহনাজ পারভীন: মানুষ খেলোয়াড় থেকেই কোচ হয়। আমি আগে খেলোয়াড়ি জীবনে অনেক পদক জিতেছিলাম। এপর কোচিং ক্যারিয়ারে আসা। খেলোয়াড় থেকে কোচ হয়েছি। এটাই বড় পাওয়া। আমি মনে করি, দুই বিভাগেই আমি এখন বেশ পরিপক্ব।

প্রশ্ন: এক সময় ম্যাটে আপনার সতীর্থ ছিলেন। এখন তারাই আপনার শিষ্য। তারা আপনাকে কীভাবে দেখেন?

শাহনাজ পারভীন: রুপালী আক্তার, পলিসহ অনেকে এখনো দলে খেলছে। একসময় তাদের সঙ্গে খেলেছি, এখন ওদের কোচ আমি। বিষয়টি ভাবতেই অনেক ভালো লাগে। ওরা আমার ছোট বোনের মতো। ওরা আমার সব কথা শোনে। তাই আমার খুব ভালো লাগে ওদের সঙ্গে কাজ করতে।

প্রশ্ন: আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছু বলুন?

শাহনাজ পারভীন: খেলোয়াড়ি জীবন আমার খুব ভালো ছিল। আমি পঞ্চগড় তেঁতুলিয়ার মেয়ে। হিমালয়ের পাশ থেকে উঠে এসেছি। কারণ আমাদেও বাড়ি থেকে হিমালয় চোখে দেখা যায়। অনেক শীত থাকে ওখানে। আমি কখনো ভাবতে পারিনি, তেঁতুলিয়ার মেয়ে হয়ে কাবাডিতে এত দূর পর্যন্ত আসতে পারব। খেলোয়াড় থেকে অধিনায়ক এবং অধিনায়ক থেকে কোচ হবো। আমি একটানা ২০০৮ সাল থেকে '২২ পর্যন্ত অধিনায়কত্ব করেছি। এতটা ধৈর্য ধরে থাকা আমার জায়গায় অন্য কোনো মেয়েকে দেখতে পাইনি। যখন আমি খেলা ছেড়ে দিই, তখন আমাকে জাতীয় দলের কোচ দেওয়া হয়। আমার সেই অধিনায়কত্বেও দায়িত্বটা আরেকজন নিয়েছে। খারাপ লাগলেও এটাই নিয়ম। সবকিছু মিলিয়ে আমি যেন আরও ভালো করতে পারি, সে জন্য দোয়া করবেন।

প্রশ্ন: খেলোয়াড় জীবন, না কোচিং জীবন–কোনটা বেশি উপভোগ করছেন?

শাহনাজ পারভীন: খেলোয়াড়ি জীবন ও কোচিং জীবন–দুটোকেই এক সঙ্গে উপভোগ করেছি। কারণ, খেলোয়াড়ি জীবনে যেমন পদক দিয়ে দেশকে রাঙিয়েছি। তেমনি কোচ হিসেবেও পদক দিতে পারছি। সবাই দোয়া করবেন।

প্রশ্ন: এবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ছিল না দক্ষিণ কোরিয়া বা চায়নিজ তাইপের মতো দল। এতে কি আপনাদের পদক জেতাটা সহজ হয়েছে?

শাহনাজ পারভীন: আমাদের মেয়েরা যেভাবে খেলেছে, দক্ষিণ কোরিয়াও হেরে যেতে পারত। মেয়েরা দুর্দান্ত খেলেছে। তাই পদক জয়ের সব কৃতিত্ব আমি তাদেরই দেব।

অন্তহীন পথ পেরিয়ে লিনু গেঁথেছেন সিক্ত যূথীর মালা

দুলাল মাহমুদ

আমাদের জীবনের চৌহদ্দি খুব বেশি বিস্তৃত ছিল না। বলা যায়, আমাদের শৈশব-কৈশোর ছিল মূলত ফুটবলময়, ডানাময়, লিনুময়দের মধ্যে অনেকটাই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ফুটবলের বাইরে কামরুন নাহার ডানা, জোবেরা রহমান লিনুরা আমাদের নিরানন্দ জীবনে সৌরভ ছড়িয়েছেন। সেই কত বছর আগে থেকে তাঁরা হৃদয়ে গেঁথে আছেন। তারপর তো জানাশোনা হয়েছে। ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। টেবিল টেনিস তারকা লিনু তো বলতে গেলে আমাদেরই সমবয়সী। কিন্তু বয়সকে অতিক্রম করে তিনি সাফল্যের উচ্চতায় দ্রুত সবাইকে ছাপিয়ে যেতে থাকেন। আমরা যতই আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখার চেষ্টা করি, তিনি যেন ততই ইউক্যালিপটাস গাছের মতো নাগালের বাইরে চলে যেতে থাকেন। খুব অল্প বয়স থেকেই তিনি আলো ছড়িয়েছেন। তাঁর চেয়ে দ্বিগুণ বয়সীদের টেক্কা দিয়েছেন। বয়স যত বেড়েছে, ততই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। চকমকি পাথরের মতো চারপাশকে আরও বেশি আলোকিত করেছেন। একটা পর্যায়ে বয়সকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর চেয়ে কম বয়সীদের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছেন। কালের নিয়মে একটা সময় ঝলমলে মঞ্চ থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের কাছে বরাবরই একটা রহস্যময়ী হয়ে থাকে। যদিও কখনো মনে হয়েছে, তিনি আমাদের কাছে খোলা বইয়ের মতো। তাঁর সব কিছুই আমাদের জানা। বলতে গেলে তিনি আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে, আরে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই তো জানি না। খেলোয়াড় হিসেবে আমরা কেবল তাঁর ঔজ্জ্বল্য, তাঁর ঝলক, তাঁর দীপ্তি দেখেছি। তাঁর ক্রীড়াশৈলী, তাঁর স্ট্যাইল, তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মোহিত করে রেখেছে। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর দৃষ্টি আমাদের অন্তরে মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। তবে তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। তিনি কি তাঁর হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল নন?

ফিসফিসানি শুনেছি, দূর থেকে তাঁকে অনেকেই ভালোবাসেন কিংবা জীবনসঙ্গিনী হিসেবে তাঁকে প্রত্যাশা করেন, কিন্তু কেউই মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলার সাহস পান না। নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহীরা তাঁকে মনে করেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, হাত দিলেই পুড়ে যাবে। কেন পুড়ে যাবে? এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাইনি। তাঁর বুকে কি ভালোবাসা নেই? তাঁর মন কি কারও জন্য উন্মনা হয় না? বসন্তকালে, পূর্ণিমা রাতে কিংবা বৃষ্টিঝরা দিনে তাঁর হৃদয় কি কেমন কেমন করে না? না করার কারণ নেই। তাঁকে তো আবেগপ্রবণ, অনুভূতিশীল এবং যথেষ্ট রোমান্টিকই মনে হয়। তিনি রীতিমতো সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর লেখনিতে তো প্রেম আর বিরহের ছড়াছড়ি। তাহলে কেন তাঁকে উদাসীন ও নিরাসক্ত মনে হয়? নিজেকে কেন গুটিয়ে রাখেন? কোনো সম্পর্কে কেন জড়াননি? এর কি অন্তর্নিহিত কোনো তাৎপর্য আছে? না কি কাউকে তাঁর যোগ্য মনে করেন না? হতে পারে, খেলার মাঠে জয়ের আনন্দের মধ্যে যে অপার্থিব সুখ, সেটাকেই পরমার্থ মনে করেছেন। এর বাইরে অন্য কিছু কি তাঁকে আকৃষ্ট বা আমোদিত করতে পারেনি? এ নিয়ে অন্তহীন কৌতূহলই ছিল আমাদের সম্বল।

অবদমিত এই কৌতূহলটুকু ছাড়া তো তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানার সুযোগ ছিল না। তিনি তা আমাদের কখনো জানতে দেননি। যদিও তিনি জানাতে বাধ্য নন। তারপরও প্রিয়দর্শিনী এই ক্রীড়াবিদকে জানার অপেক্ষায় থেকেছি। একজন তারকাকে ঘিরে জানার আগ্রহ কখনো থিতিয়ে যায় না। আর তিনি যদি হন গ্ল্যামারগার্ল, তাহলে ঔৎসুক্য কখনোই ফুরায় না। বছরের পর বছর তাঁকে আমরা আলোকিত মঞ্চে দেখেছি। জীবন তো কেবল আলোময় বা মধুময় নয়। আলোর পথে যেতে হলে পর্যায়ক্রমে পেরিয়ে যেতে হয় কষ্টকর বা অন্ধকারের অনেকগুলো ধাপ। এটা সবারই জানা, আলোর উল্টোদিকেই থাকে অন্ধকার। মিষ্টতার বিপরীতে থাকে তিক্ততা। কষ্ট থাকে। দুঃখ থাকে। অশ্রু থাকে। বেদনা থাকে। বিষাদ থাকে। তাঁর জীবনে কি এইসব নেই? তা কী করে হয়? এতটা অনুভূতিহীন কি কেউ হতে পারে? তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁর লড়াই-সংগ্রাম, তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই তো আসলে তেমনভাবে জানি না। জানি না, তাঁর হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা। কেউ কি আসলে জানেন? এখন বোধকরি এ ধরনের প্রশ্ন অনেকখানি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। লিনুর জীবনের এই আলো-আঁধারি পর্ব অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে। যা জানার জন্য দীর্ঘদিন তাঁর অনুরাগীরা উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, তার বন্ধনমোচন ঘটেছে।

একটা আক্ষেপ বরাবরই রয়ে যায়, আমাদের দেশের ক্রীড়াবিদরা কেন যেন কলম ধরতে চান না। কেউ আত্মজীবনী লিখতে আগ্রহী হন না। হলেও প্রকাশের বিষয়টি এড়িয়ে যান। কত ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর ক্যারিয়ার তাঁদের। আমরা তাঁদের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা দেখি, এর আড়ালে থাকা অনেক কিছুই তো আছে, তার প্রায় সবটাই অজানা রয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পুরুষরাই যেখানে নির্বিকার, বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় সেখানে নারীরা আর কতটা সাহসী হবেন? যে কারণে আমরা শুধু তাঁদের জীবনসংগ্রামের ঘটনাবলী থেকে বঞ্চিত হই না, একই সঙ্গে হারিয়ে ফেলছি ক্রীড়াঙ্গনের দুর্লভ সব ইতিহাস। জীবনস্মৃতি লেখার ক্ষেত্রে কেন যে এই অর্গল?

কেন যে এই উদাসীনতা? নিজেকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে কেন এই কার্পণ্য? এমনটা জানার পরও লিনুর কাছে আমাদের প্রত্যাশা রয়ে যায়। লিনু সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তাঁর তো এ বিষয়ে অনাগ্রহ বা জড়তা থাকার কথা নয়। সাহসেরও কমতি নেই। তিনি চাইলে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। তাহলে কেন লিখছেন না? তাঁর লেখালেখি দেখে মনে হয়েছে, লিনু বোধকরি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সাহিত্যের সব রকম খাবারের স্বাদ নেবেন একটু একটু করে। কোনো একটি বিষয়ে নিমগ্ন থাকবেন না। তিনি কবিতা লিখেছেন। গল্প লিখেছেন। উপন্যাস লিখেছেন। নাটক লিখেছেন। কিন্তু ক্রীড়াবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও খেলাধুলা নিয়ে সিরিয়াসলি কিছু লিখতে আগ্রহী হননি। এত বর্ণাঢ্য ও বর্ণিল যাঁর জীবন, সেই জীবনকাহিনি কেন তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা জানবে না? তাঁকে নিয়ে কৌতূহলের তো কোনো কমতি নেই। সেই কৌতূহল কি মিটবে না? না কি গোপন কথাটি গোপন রাখতে চান? যাক, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন পর সেই আক্ষেপ ঘুচালেন। এবারের একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনজালের এপার-ওপার'।

এই গ্রন্থ অনেক আগেই প্রকাশিত হতে পারত। খেলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর লিনু লিখতে শুরু করে মাত্র এক মাসে সত্তর ভাগ লিখে ফেলেন। তারপর আলসেমির কারণে তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। যাহোক, লেখা শুরু করার প্রায় দুই যুগ পর গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখেছে। এটা অনেক বড় পাওয়া। এই গ্রন্থ লেখার একটা পটভূমি আছে। খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নিলে এক ধরনের অবসাদ কিংবা বিষাদ পেয়ে বসা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। হাতে ধরা ট্রফি বা গলায় ঝুলানো মেডেল, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, সাক্ষাৎকার আর মিডিয়ায় কভারেজের ফোকাসটা যখন নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন এমনটা হতেই পারে। যেটা মোটামুটিভাবে খ্যাতিমান বা বিখ্যাত সব ক্রীড়াবিদের জীবনেই ঘটতে পারে। অনেকেই সেটা সামাল দিতে না পেরে হতাশায় ভুগতে থাকেন। শূন্যতার অনুভূতি হতে থাকে। অন্যদের সঙ্গে লিনুর পার্থক্য হচ্ছে, তিনি এই অবসাদ থেকে পরিত্রাণের জন্য হাতে কলম তুলে নেন। ফেলে আসা জীবনকথা তাঁর মায়াবী কলমে বেগবান স্রোতের মতো কল্লোলিত হয়েছে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে কেন যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প মনে পড়ে যায়, 'আমার মন বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম'। কাহাকে পাইলাম। এ যে দুর্লভ, এ যে মানবী, ইহার রহস্যের কি অন্ত আছে।' আসলেই এই মানবীর গুণের যে সীমা নেই। তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে নিরাসক্ত মনে হলেও আবুল হাসানের কবিতার মতো করে বলতে ইচ্ছা করছে, 'সে এক পাথর আছে কেবলি লাবণ্য ধরে'। এই লাবণ্য তাঁর খেলায়, তাঁর সৌন্দর্যে তো আছেই; পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর কলমেও। প্রতিটি শব্দে শব্দে বাক্যে বাক্যে ছড়িয়ে আছে তার মাধুর্য। যে জন্য এত এত প্রতীক্ষা, তা যেন কানায় কানায় 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান'। তাঁর বুকে যে অনুক্ষণ বেজে চলে সুরের ধারা, তার নিদর্শন এই গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে গানে 'জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ধাপ তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তাতে এটুকু বলতে পারি, 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'। সাদা পিং পং বল, রঙিন নেট, সবুজ টেবিল আর কাঠের ব্যাটের এই শিল্পীর জীবন যে এত আনন্দময়, এত বর্ণময়, এক মাধুর্যময় তা এই গ্রন্থের পরতে পরতে উদ্ভাসিত হয়েছে। লিনুর জীবন কুঁড়ি থেকে ফুলে রূপান্তরিত হওয়ার সৌন্দর্য যেমন আমাদের অভিভূত করেছে, তেমনিভাবে তাঁর সুগন্ধে ভরে গিয়েছে মন। তাঁর শৈশবে যে মাজালি পোকার কামড় খাওয়া, বুড়ো আঙুল চোষা, বনবরই কুড়িয়ে খাওয়া, জাম গাছে উঠে দোল খাওয়া আছে, সেই স্মৃতিগুলো অন্যমনস্ক করে দেয়। কী অবলীলায়, কী স্বাচ্ছন্দ্যে, কী স্বতঃস্ফূর্ততায় গেঁথেছেন সিক্ত যূথীর মালা। পিতার সরকারি চাকুরির সুবাদে কাপ্তাইয়ের অবারিত সৌন্দর্যের কোলে, টিলায় ঘেরা সবুজ প্রকৃতির সিলেটের শাহজীবাজারে দুরন্তপনাময় জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতি আবিষ্ট করে দিয়েছে। শাহজীবাজারের থাকতে পিতার হাত ধরে যে খেলাটিতে তাঁর দীক্ষা হয়, সেই টেবিল টেনিস যে তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেবে, তা বোধকরি তিনি ভাবতে পারেননি। যে বয়সে সবাই পুতুল খেলা নিয়ে মেতে থাকে, সেই বয়সে পিংপং বলকে রপ্ত করার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। টেবিলের নাগাল না পেলেও নয় বছরের বালিকা জাতীয় প্রেস ক্লাবের একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রানারআপ ট্রফি জয় আর চারদিকে ক্যামেরার ফ্লাশ তাঁকে সম্মোহিত করে দেয়। সেই সম্মোহনের ঘোর আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। পারেননি বলে টেবিল টেনিস পেয়েছে এক রাজকন্যাকে। ১৯৭৫ সালে ঢাকায় থিতু হলে তাঁর আকাশটা অনেক বিস্তৃত হয়ে যায়। বিস্তৃত হয় তাঁর দুরন্তপনাও। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছেন ফুটবলও। নানান দিকে ছোটাছুটি করেছেন। টেবিল টেনিসে সাফল্যের পাশাপাশি খেলার সুবাদে কিশোরী বয়স থেকে একের পর এক ছুটতে থাকেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে। সমৃদ্ধ হতে থাকেন নানান রকম অভিজ্ঞতায়। কত রকমারি, কত ঝকমারি ঘটনা।

ঘটনাচক্রে লিনু আকৃষ্ট হন সাইক্লিংয়ে। তাতেও বাজিমাত করে দেন। তবে বিপরীতমুখী দুই খেলার চাপ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ায় সাফল্য সত্ত্বেও সাইক্লিং অব্যাহত রাখেননি। একইসঙ্গে পড়ালেখার তাগিদ তো ছিলই। সেটাও ফাঁকি দেননি। তবে তাঁর জীবনে সবার আগে ছিল টেবিল টেনিস। এটাকে ঠিক রেখে অন্য দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। ১৯৭৭ সালে সবচেয়ে কম বয়সে এককভাবে শিরোপা জয়ের যে রোমাঞ্চ তাঁকে উদ্দীপিত করে, তাঁর আকর্ষণে ছুটে গেছেন বার বার। তাই ২৭ বছর একটানা খেলে ১৬বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নাম লিখিয়েছেন 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'-এ। এই সাফল্য তো আর এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য তাঁকে যে অনুশীলন, পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়, তার খানিকটা নির্যাস এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হেরে গিয়ে কষ্ট পেয়েছেন, একান্ত নিভৃতে কেঁদেছেন, তারপর দৃঢ় প্রতীজ্ঞা নিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। খেলার সময় কুসংস্কারে ভুগেছেন, এমনকি হুজুরের কাছ থেকে পানিপড়া এনে খেয়েছেন। কখনো মানসিক চাপ আর শারীরিক পরিশ্রম সইতে না পেরে খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন, কিন্তু ঠিকই ফিরে এসেছেন। খেলার সঙ্গী কত কত জনের কথা স্মরণ করেছেন। সবাই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, যাঁরা কালের ইতিহাসে হারিয়ে গেছেন, এমন অনেকের কথাই তিনি মনে রেখেছেন। যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছেন, তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। এসেছে পরিবার-পরিজনদের কথা। কোথাও কোনো লুকোছাপা করেননি। আছে সংগঠক হিসেবে অম্লমধুর অভিজ্ঞতার বয়ান। সবই লিখেছেন নির্মোহভাবে।

তবে সুপারস্টার হওয়ার একটা যন্ত্রণা আছে, না চাইলেও সবার সঙ্গে একটা মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। দুই ভুবনের বাসিন্দার দুই রকম মানসিকতা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর যে মেয়েটি কিশোরী বয়সেই অন্যদের দ্রুত ছাড়িয়ে যান, তাঁর রুচি, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তো সবার সঙ্গে না মেলারই কথা। কত কিছুর মিশ্রণেই না গড়ে উঠেছেন একজন লিনু। অনেক কিছুর সমষ্টিতে নির্মিত হয়েছে তাঁর জীবন ও জীবনবোধ। তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কি এত সহজ? এজন্য তিনি হয়ে উঠেন অধরা এক স্বপ্ন। এমনটি হয়ে উঠায় তিনি হয়ে যান বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের বাসিন্দা। তিনি তো সংবেদনশীল এক নারী। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছটা দিয়ে সংসারী হতে চেয়েছেন। সেটা কাউকে বোঝাতে পারেননি। তিনি তো মনবিশারদ। অন্যের মনকে বুঝলেও তাঁর মনকে কেউ বুঝতে পারেননি। যে কারণে তাঁকে ভুগতে হয়েছে মনোবেদনায়। আক্রান্ত হয়েছেন নিঃসঙ্গতায়। তাতে পীড়িত বোধ করেছেন। হারিয়ে যেতে চেয়েছেন এই জীবন থেকে। শেষ অব্দি জীবনকে ভালোবেসেছেন। এমনকি কাউকে না কাউকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে চেয়েছেন। কিন্তু কেউ যেমন তাঁকে মুখ ফুটে বলার সাহস পায়নি, তিনিও বুকের মধ্যে গভীর ভালোবাসা লালন করলেও দুয়ে দুয়ে চার হয়ে মেলেনি। আসলে কোনো জীবনই পরিপূর্ণ হয় না। কোথাও না কোথাও অপূর্ণতা রয়ে যায়। লিনুর বুকের নিভৃতকোণে বোধকরি অহরহই বেজেছে লতা মঙ্গেশকর,

'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে/আমারই এ দুয়ার প্রান্তে/সে তো হায় মৃদু পায়/এসেছিল পারিনি তো জানতে।/সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি/হায়, সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি/তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি।/আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে।/সে যে আলো হয়ে এসেছিল কাছে মোর/আজ তারে আলেয়া যে মনে হয়।/এ আঁধারে একাকী এ মন আজ/আঁধারেরই সাথে শুধু কথা কয়।/আজ কাছে তারে ও আমি ডাকি গো/সে যে মরীচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো/ভাগ্যে যা আছে লেখা হায় রে/জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে'।

'জীবনজালের এপার-ওপার' গ্রন্থে অন্য এক লিনুকে চিনতে পারা যায়। এত অকপটে, এত চমৎকারভাবে নিজের জীবনকাহিনি তুলে ধরেছেন, তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনায়াসে টেনে নিয়ে যায়। খেলোয়াড়ি জীবনের মতো লেখার ক্ষেত্রেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। যদিও তাঁর গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে একটা ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা বোঝা আর না বোঝাটা এক ধরনের গোলকধাঁধা। মনে রাখতে হবে, জোবেরা রহমান লিনু একজন কবিও। তাঁর লেখায় রহস্য তো থাকবেই। পাঠকরা সেটা নিজের মতো করে বুঝে নেবেন। তবে গ্রন্থটি একনাগাড়ে পাঠ করে লিনুর মতো করে বলতে চাই, 'কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি'। তবে এই গ্রন্থের মাধ্যমে যেটুকু পেয়েছি, তা হৃদয়ের অনেক অপূর্ণতাকে দারুণভাবে ভরিয়ে দিয়েছে। আপনাকে কি দেবে না?

সাঁতারটা এশিয়ান পর্যায় তুলে আনতে চাইঃ শাহীন

মোরসালিন আহমেদ

'এসএ গেমস আমার টার্গেট নয়, আরও একটু ওপরের দিকে যেতে চাই। এশিয়ান পর্যায় পৌঁছুতে চাই। এ জন্য যা যা প্রয়োজন, সম্ভাব্য সব ধরনেরই চেষ্টা করব। এশিয়ান লেবেল টার্গেট থাকলে মানের দিক থেকে এসএ গেমস অটো কাভার হয়ে যাবে। তবে ওই পর্যায় পৌঁছুতে হলে আমাকে সময় দিতে হবে। ভবিষ্যতে ফেডারেশনে না থাকলেও দুই তিন বছর পর এর ফল পাওয়া যাবে। আগেরবার যখন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, তখন রাজনৈতিক কারণে অনেক কিছুই সম্ভব হয়নি। এবার অ্যাডহক কমিটির দায়িত্ব নিয়ে সে রকম প্রেসারে নেই। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সাঁতারকে সম্মানজনক পজিশনে রেখে যেতে চাই। খেলাটি এখন অনেক টেকনিক্যাল নির্ভর হয়ে গেছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে পিছিয়ে পড়ব। আধুনিকতার সংস্পর্শে নিত্য-নতুন আইডিয়া আর নতুনত্বের ছোঁয়ায় নতুন করে সাঁতার আঙিনা সাজাতে চাই।' সাঁতার নিয়ে খোলামেলাভাবে এ কথাগুলো বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান শাহীন। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। সাঁতারের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্নঃ আপনি যখন ২০০৮ সালে ফেডারেশনের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হয়ে এলেন, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। এবার যখন অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হলেন, তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এমন দুটি ক্রাইসিস মোমেন্টে দায়িত্ব পাওয়ার অনুভূতি কেমন?

মো. মাহবুবুর রহমান শাহীনঃ ক্রাইসিস মোমেন্টে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিষয় নয়, বিষয় হলো এ সময় কোনো প্রেসার থাকে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। যেমন এ সময়ে স্পন্সর পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ২০০৮ সালে যখন নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক হলাম, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল। আর এবার ২০২৫ সালে অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক হয়ে পেলাম অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আগেরবার ও এবার এ নিয়ে দুইবারই দেশের ক্রাইসিস পিরিয়ডে দায়িত্ব পালন আমার জন্য সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানি না। তবে সৌভাগ্য বহন করার জন্য চেষ্টা করছি।

প্রশ্নঃ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কারের অংশ হয়ে সাঁতারে আপনি কী ধরনের সংস্কার করতে চাচ্ছেন?

শাহীনঃ যখন কেউ দায়িত্ব পান বা দায়িত্ব নেন তাঁর ভালোও থাকে, খারাপও থাকে। আমাকে দেখতে হবে সংস্কারের মাধ্যমে সাঁতারের উন্নয়নে ভালো কোনটি, সেটা আমি নেব। আর যেটা খারাপ সেটি বর্জন করব। সর্বোপরি আমাদের কমিটিতে যাঁরা আছেন, তাঁদের সবার মতামত ও পরামর্শ নিয়ে ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

প্রশ্নঃ দায়িত্ব পালনে আগের কমিটি কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করেছে কি না, তা খতিয়ে তদন্ত করার উদ্যোগ নেবেন কি?

শাহীনঃ দেখুন, আমাদের সভাপতি মহোদয় হলেন বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান। প্রতিবছরের অডিট রিপোর্টসহ ফেডারেশনের যাবতীয় পেপার্সগুলো বরাবরই আপডেট থাকে। এখানে অনিয়ম বা দুর্নীতি করার সুযোগ নেই। তবে বিগত দিনে যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা হয়তো রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে এসেছিলেন। আমাদের কমিটির মেয়াদ কত দিনের জানি না। যদি দায়িত্ব পালনকালে কখনো কোন ফাইল দেখে সন্দেহ হয়, তাহলে কমিটির সবার মতামত নিয়ে তদন্ত করার বিষয়টি আসতে পারে।

প্রশ্নঃ সাঁতারে এমন কোন উদ্যোগ আগে নেওয়া হয়নি, যা আপনি এখন নিতে চাচ্ছেন?

শাহীনঃ বিভিন্ন সময় যাঁরা ফেডারেশন পরিচালনা করেছেন, তাঁরা সাঁতার উন্নয়নে চেষ্টা করেছেন। তবে বিগত বা তারও আগের কমিটি নানারকম উদ্যোগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে খেলাটিকে আরও বেগবান করে যেতে পারতেন। কিন্তু সেভাবে তাঁরা কোনো উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নেননি। আমি সাঁতারে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করব। আমরা তিনটা ইভেন্টে (সাঁতার, ওয়াটারপোলো, ডাইভিং) আলাদাভাবে জাতীয় দল গঠন করব। তিনটি ইভেন্টের জন্য তিনজন বিদেশি কোচ আনব। আগে দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ পার্ক তেগুনকে এনেছিলাম। তাঁর মতো একজন কোচ দরকার। কোচ আনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পছন্দ দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান ও সিঙ্গাপুর। হয়তো অচিরেই তা জানতে পাবেন।

প্রশ্নঃ আর কোনো নতুন চমক আছে কি?

শাহীনঃ পরিকল্পনার মধ্যে পথশিশু রয়েছেন। যাঁরা রাস্তায় ভিক্ষা করছেন, ভবঘুরের মতো ঘুরছেন, পাঁচটি-দশটি টাকা পাওয়ার আশায় সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদের নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে। যাঁদের উচ্চতা ভালো, শারীরিক গঠন ভালো, পরিশ্রম করতে জানেন, এমন পথশিশু বেছে বেছে সাঁতারে আনতে চাই, সাঁতারু বানাতে চাই। তাঁদের কাজই হবে আবাসিক ক্যাম্পে থাকা-খাওয়া আর সাঁতার শেখা, টেনিং করা, প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। সেখান থেকে যদি একজনকেও ভালো মানের সাঁতারু বানাতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আমাদের বড় সার্থকতা।

প্রশ্নঃ যেকোনো গেমস বা প্রতিযোগিতায় ফিনিসিং একটা বড় ফ্যাক্টর। ফিনিসিংয়ের অভাবে অনেক কাঙ্ক্ষিত পদক হাতছাড়া হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটাই কি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড?

শাহীনঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখুন, দক্ষিণ এশীয় সাঁতারে আমরা ভালো পজিশনে আছি। কিন্তু হাইটের কারণে মার খাচ্ছি, ফিনিসিং ভালো হচ্ছে না। কাঙ্ক্ষিত পদক পাচ্ছি না। এখন থেকে প্রতিভা অন্বেষণ হোক বা তৃণমূল প্রশিক্ষণ হোক কিংবা জাতীয় দল গঠনের ক্ষেত্রেই হোক, সাঁতারুদের উচ্চতাকেই বেশি গুরুত্ব দেব। সাঁতারুদের উচ্চতা বেশি হলে টেকনিক্যালি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ২০১০ সালে ঢাকায় মাহফুজা খাতুন শিলা এসএ গেমসে কম লম্বার কারণে কয়েক মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য স্বর্ণপদক জিততে পারেননি। বডি এগিয়ে থাকলেও ভারতীয় আর শ্রীলঙ্কান মেয়েরা অনেক লম্বা হওয়ায় ফিনিসিংয়ে তাঁরা হাত এগিয়ে দিয়ে ফিনিসিং বোর্ড স্পর্শ করায় লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছেন। কাজেই আমাদের চেষ্টা থাকবে মেয়েদের উচ্চতার ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪, ৫, ৬ ইঞ্চি আর ছেলেদের ৬ ফুট ১ বা ২ ইঞ্চি।

প্রশ্নঃ আগামী বছর পাকিস্তানে এসএ গেমস। সেখানে

১৯৮৯ ও ২০০৪ সালে একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম। কিন্তু সবশেষ ২০১৯ সালে নেপালে স্বর্ণই জিততে পারেননি সাঁতারুরা। কাজেই এ গেমস সামনে রেখে বিশেষ কোনো পরিকল্পনার কথা ভেবেছেন কি?

শাহীন: অফিশিয়ালিভাবে এখনো কোনো দিক নির্দেশনা পাইনি। তবে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি আগামী ২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি পাকিস্তানে এসএ গেমস হবে। সে অর্থে মাত্র ৮ মাস বাকি! তবে আমাদের চোখ আরও ওপরে। জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে ওয়ার্ল্ড সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। এরপর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। পরের বছর এশিয়ান গেমস, এসএ গেমস রয়েছে। এ মুহূর্তে আমাদের ভাবনা ওয়ার্ল্ড সুইমিং। সেখানে টাইমিং পারফরম্যান্স বেটার করাই হবে মূল লক্ষ্য। খুব সহসা বিদেশি কোচ চলে এলে এসএ গেমসের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে এগোব। তার আগে সামনে যেসব প্রতিযোগিতা পাব সবকটিতে সাঁতারুদের পাঠিয়ে ওই গেমসের ওয়ার্মআপটা এগিয়ে রাখতে চাই।

প্রশ্ন: সাঁতারে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণে কতটা কী করলেন?

শাহীন: দেশসেরা সাঁতারুরা কমবেশি সবাই সার্ভিসেস টিমে জব করছেন। সেখানে তাঁরা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা পান। তবে যাঁরা ক্লাব পরিচালনা করছেন, তাঁরা কিন্তু সিংহভাগই আর্থিক সংকটে ভোগেন। তাই আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে ক্লাব পর্যায়। যখন আগে সাধারণ সম্পাদক ছিলাম তখন পরিমাণে কম হলেও ক্লাবগুলো অনুদান পেত। পরবর্তী কমিটি ধাবাবাহিকতা বজায় রাখেননি। অনুদানটা আবার চালু করতে চাচ্ছি। তৃণমূলে যাঁরা কোচ আছেন, তাঁদের আর্থিকভাবে সহায়তার কথা ভাবছি। সাঁতার বাঁচিয়ে রাখতে হলে, প্রচার প্রসার ঘটাতে হলে এমন উদ্যোগের বিকল্প নেই। যাঁরা খেলা পরিচালনা করছেন, তাঁদের দিকেও আমাদের দৃষ্টি রয়েছে। সারা বছর পুলে সাঁতার রাখতে চাই। টেনিং ফ্যাসিলিটিজ বাড়াতে চাই। বিদেশি কোচের পাশাপাশি স্থানীয় কোচ দিয়ে জাতীয় দল, জুনিয়র দল ও বয়সভিত্তিক দলের অনুশীলন-প্রশিক্ষণ নিয়মিতকরণ করতে চাই। যোগ্যতার মাপকাঠিতে সাঁতারুদের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। তাঁদের আর্থিক বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাই। স্থানীয় কোচ ও রেফারিদের মানোন্নয়নে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট দিয়ে আপগ্রেড করার উদ্যোগ নেব। আমরা যে কয়দিনই ফেডারেশনে থাকি না কেন, সেখানে একটা পেশাদারিত্ব আনতে চাচ্ছি।

প্রশ্ন: দেশে তিনটি এসএ গেমস আর একবার এশিয়ান সুইমিং ছাড়া দীর্ঘ দিন কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট আয়োজনে কি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

শাহীন: দায়িত্ব বুঝে পেয়েছি ঠিকমতো দুই মাস হয়নি। এখনো গুছিয়ে ওঠিনি। এখনো ইলেক্ট্রনিকস স্কোরবোর্ড ব্যবহার উপযোগী করতে পারিনি। অনেক দিন ধরে সাঁতারুরা অনুশীলনে নেই, টুর্নামেন্টে নেই। ছোটোখাটো একটা গ্যাপ পড়ে গেছে। তাই এ মুহূর্তে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজন নিয়ে ভাবছি না। তারচেয়ে বরং বিদেশে টুর্নামেন্টে পাঠাতে পারলে সাঁতারুরা বেশি উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন: এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছিলাম। মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সের ইলেকট্রনিকস স্কোরবোর্ড দীর্ঘ দিন ধরে অকেজো। আধুনিক যুগে দেশের সাঁতার এখনো হ্যান্ডটাইমিংয়ে ভরসা। এমনকি পশ্চিম গ্যালারি থেকে পুলের দুই তিন লেনও ঠিকমতো দেখা যায় না। জাতীয় কমপ্লেক্সের এমন দুর্দশা কি দেখেছেন?

শাহীন: যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তা সাঁতারের মানোন্নয়নে অন্তরায়, যা থেকে আমরা প্রকৃত টাইমিং জানতে পারছি না, সাঁতারুরা কে কেমন পারফরম্যান্স করছেন। হ্যান্ডটাইমিংয়ে কখনো পারফেক্ট টাইম বোঝা যায় না। আমাদের অ্যাডহক কমিটি ঘোষণার পর দিন ২৯ জানুয়ারি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব মো. আমিনুল ইসলাম এনডিসি-এর সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষাৎ ও সুইমিং কমপ্লেক্সের ইলেকট্রনিকস স্কোরবোর্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তখন সচিব মহোদয় আশ্বস্থ করেছেন, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে স্কোরবোর্ড পুরোপুরি ব্যবহার যোগ্য হয়ে উঠবে। আর হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, পশ্চিম গ্যালারিতে যাঁরা দর্শক সারিতে থাকেন, তাঁদের পুলের দুই থেকে তিন লেন দেখতে সমস্যা হয়। এটি মূলত নির্মাণ ত্রুটির জন্য এমনটি হয়েছে। এ নিয়েও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে।

প্রশ্ন: পল্টন সুইমিংপুলও তো মানসম্পন্ন নয়। এ নিয়ে কিছু ভেবেছেন?

শাহীন: আগে যখন দায়িত্বে ছিলাম, তখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে বলেছিলাম, পল্টনে (ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম-সংলগ্ন) এভাবে পুল ফেলে না রেখে এমন মূল্যবান জায়গায় এটিকে 'ইনডোর স্টেডিয়াম' করা যেতে পারে। যেখানে বহুতল ভবন করে সুইমিংপুল, ক্রীড়াবিদদের আবাসন ব্যবস্থা, জিম, ইনডোর গেমসের ভেন্যু ও যেসব ফেডারেশনের নিজস্ব কার্যালয় নেই, তাদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া আনুষঙ্গিক অনেক কিছু করা সম্ভব। বর্তমানে এটা পরিত্যক্ত একটা পুল। এখানে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর মতো নয়। যারা সাঁতার জানেন না, এমন নবিশ সাঁতারু ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সাঁতার শেখানোর জন্য এবং সৌখিন সাঁতারুদের সাঁতার কাটার জন্য পুলটা চালু রেখেছি।

প্রশ্ন: বিভাগ ও জেলা পর্যায় পঁচিশটির মতো সুইমিংপুল রয়েছে। সেখান থেকেও তেমন সাঁতারু উঠে আসছে না। এমনকি সিংহভাগ পুলগুলো ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ যদি হয় অবস্থা, তাহলে সাঁতার এগোবে কী করে?

শাহীন: ওই সব পুলগুলো জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে। এখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের পুলগুলো বছরের বেশির ভাগ সময়ই খালি পড়ে থাকে। সেখানে সাঁতার কার্যক্রম খুব একটা দেখা যায় না। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোনো কোনো পুলের টাইলস খসে গেছে। কোনো কোনো পুলের পাইপ ভেঙে গেছে। কোনো কোনো পুলে পানি নেই। আবার কোনো কোনো পুল দেখে মনে হবে, পরিত্যক্ত কোনো স্থাপনা। আমার প্রস্তাবনা থাকবে, যতগুলো পুল হয়েছে সেগুলো বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের অধীনে দেওয়া হোক। তাহলে আমরা বিশেষ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী সাঁতারটাকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করতে পারব।

প্রশ্ন: আমরা জানি, সুইমিংপুল রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই বিশ্বজুড়ে ২৫ মিটার পুলের প্রচলন বাড়ছে। তাতে কম জায়গা লাগছে, রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কমে আসছে। এমন পরিকল্পনা কি করা যায় না?

শাহীন: আমাদের দেশে প্রত্যেকটিই ৫০ মিটারের সুইমিংপুল। তাতে জায়গা বেশি লাগছে, নির্মাণ ব্যয় বেশি হচ্ছে, আবার রক্ষণাবেক্ষণেও বেশি খরচ পড়ছে। ঠিকই বলেছেন, বিশ্বজুড়ে ২৫ মিটার পুলের প্রচলন বাড়ছে। শুধু তা নয়, ওইসব পুলে এখন ওয়ার্ল্ড সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপও হচ্ছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যয় কমিয়ে আনার জন্য আমরাও ওই ধরনের পরিকল্পনা করতে পারি। দেশে যেসব ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ হচ্ছে কিংবা রয়েছে সেগুলোর মালিকানা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। তারা যদি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ চান, তাহলে আমরা পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু না চাইলে তো পরামর্শ দিতে পারি না।

প্রশ্ন: দায়িত্ব পালন শেষে সাঁতার কোথায় রেখে যেতে চান?

শাহীন: এসএ গেমসে আমাদের সাফল্য আছে। কোনো বছর স্বর্ণপদক পেয়েছি, কোনো বছর পাইনি। আমার টার্গেট এসএ গেমস নয়, এশিয়ান পর্যায়। বেশ কিছু ইভেন্টে ওই পর্যায় সাফল্য পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে ব্যাকস্ট্রোক ও ব্রেস্টস্ট্রোক অন্যতম। আমার চেষ্টা থাকবে বিদেশি কোচের আওতায় দেশে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিদেশের মাটিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ। আমি যে কয়দিনই দায়িত্বে থাকি না কেন, সাঁতারকে এশিয়ান পর্যায় রেখে যেতে চাই।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

- সম্পাদক, ক্রীড়াজগত

একটু যত্ন নিলে আরও ওপরে উঠতে পারতাম : সেন্টু

মোরসালিন আহমেদ

আন্তর্জাতিক আঙিনায় আমাদের যথেষ্ট ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। ফলে দক্ষিণ এশীয় গেমসের বাইরে কারাতেকাররা ঠিক সেভাবে এক মুঠো সম্ভাবনার রোদ্দুর হয়ে উঠতে পারছেন না। একটু উদাহরণ টেনে বললে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়, কারাতে এ উপমহাদেশের পরাশক্তি ভারতের কথা না হয় বাদই দিলাম; কিন্তু অন্য যেসব দেশ রয়েছে তারা যোজন যোজন এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান কারাতের আরেক পরাশক্তি ইরানে গিয়ে প্র্যাকটিস করছে। নেপাল করছে ইন্দোনেশিয়ায়, শ্রীলঙ্কা করছে মালয়েশিয়ার। আর আমরা করছি এনএসসি টাওয়ারের সিঁড়ি কোঠায়! এমন পরিবেশ থেকে যদি এসএ গেমসে এই (৭টি স্বর্ণপদক) রেজাল্ট আনতে পারি, তাহলে আমাদের দিকে ক্রীড়া নীতিনির্ধারকরা আর একটু যত্ন নিলে আরও উপরে উঠতে পারতাম। এভাবেই বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন সার্চ কমিটির মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের অ্যাডহক কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবেক তারকা কারাতেকা, কোচ ও অন্তপ্রাণ ক্রীড়া সংগঠক সপ্তম ড্যান মো. মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু। পনের বছর পর ফের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথাগুলো জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। কারাতের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : কারাতে আপনার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

মো. মোয়াজ্জেম হোসেন সেন্টু : ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রথম জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা থেকেই খেলে আসছি। বর্তমান সভাপতি শাহজাদা আলম ও কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর হাসান আমরা এক সঙ্গে জাতীয় পর্যায় খেলা শুরু করি। প্রথম দু' তিন বছর অবশ্য সাফল্য পাইনি। তবে ১৯৮৫ সালে এসে প্রথম সাফল্যের মুখ দেখি। ৫৫ কেজি কুমিত ইভেন্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে স্বর্ণপদক জিতেছিলাম। সেই থেকে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তারপর ১৯৮৫-১৯৮৭ সালে টানা তিন মৌসুম মোহামেডানের (মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড) হয়ে ফেডারেশন কাপ জিতেছি। এরপর ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে মোহামেডানের হয়ে দুইবার কারাতে লিগ জিতেছি। কিন্তু খেলার চেয়ে কোচিং এর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ায় ১৯৯১ সাল পর্যন্ত খেলাধুলা করেছি।

প্রশ্ন : তাহলে কোচিং ক্যারিয়ারে জড়ালেন কখন?

সেন্টু : আশি দশকে যখন খেলাধুলা করতাম তখন থেকে একটু-আর্ধটু করে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু। সে সময় আমরা কারাতে মোহামেডান (মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড) টিম গঠন করি। আবার বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) টিম করেছিলাম। একই সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ টিম তৈরি করেছিলাম। সার্ভিসেস সংস্থার কর্মকর্তারা আমাদের দিয়ে টিম করাতেন। টিম পরিচালনারও দায়িত্ব দিতেন। মোটামুটি এ তিন টিমের খেলোয়াড় জোগাড় করা

থেকে শুরু করে ট্রেনিং করানো–সবটাই দেখভাল করতে হত। এভাবেই কোচিং এর দিকে ঝুঁকে পড়ি। সে সময় আবাহনীও (আবাহনী লিমিটেড) অংশ নিত।

প্রশ্ন : কিন্তু সংগঠক বনে গেলেন কীভাবে?

সেন্টু : মোহামেডান তখন ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেখানে কারাতে ছিল না। আমরাই নিজ উদ্যোগে কারাতে টিম করে খেলতাম। যখন সাফল্য পাওয়া শুরু হলো তখন মোহামেডান কারাতে কমিটি গঠন করে। ১৯৮৭-৯০ সাল মেয়াদি কমিটিতে আমাকে সেক্রেটারি করা হয়। এভাবেই সাংগঠনিকভাবে জড়িয়ে পড়ি। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বাহরুল হাসান সবুজ।

প্রশ্ন : সাংগঠনিকভাবে জড়িয়ে পড়ার পর আবার জাপানে গিয়েছিলেন কেন?

সেন্টু : ১৯৯১ সালে কারাতে ডিপ্লোমা করতে দেড় বছরের জন্য জাপান গিয়েছিলাম। সেখানে ওয়ার্ল্ড সোতোকান কারাতে ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে ডিপ্লোমা কোর্স কমপ্লিট করি। তখন আমাদের ট্রেনিং করাতেন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট কোচ হিরো কাজু কানাজাওয়া। আমার খেলোয়াড়ি জীবনের স্বপ্নই ছিল, আহ্ তাঁর কাছে যদি কোনো দিন ট্রেনিং করতে পারতাম। আলহামদুলিল্লাহ। সে সুযোগ হয়েছিল। ব্যয়বহুল এ ডিপ্লোমা কোর্সের পেছনে সাবেক মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও মোহামেডানের সভাপতি আবদুল মোনেম সাহেবের বিশেষ অবদান ছিল। এরপর ২০০১ সালেও আবার দেড় বছরের জন্য দ্বিতীয়বারের মতো বিশেষ কোর্সে অংশ নিতে জাপান গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন কারাতেকা ছিলেন। কিন্তু সোতোকানে ডিপ্লোমা। ব্যাপারটা বুঝলাম না। কারাতে ও সোতোকানের মধ্যে পার্থক্য কী?

সেন্টু : ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন হচ্ছে কারাতের কেন্দ্রবিন্দু। এই ফেডারেশনের আন্ডারে তাদের রুলস অনুযায়ী কয়েকটি শাখা রয়েছে। যেমন সোতোকান, সিতোরিউ, ওয়াদোকাই, গোজোরিউ। এগুলোর কম্বাইন্ড নিয়েই হলো ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন সবসময় ওয়ার্ল্ড কারাতে ফেডারেশন ফলো করে। এ খেলায় আসতে হলে কোনো না কোনো ছেলেমেয়েকে সোতোকান, সিতোরিউ, ওয়াদোকাই, গোজোরিউ যেকোনো একটি ফলো করতে হয়।

প্রশ্ন : তবে সংগঠক হিসেবে ফেডারেশনে এলেন কবে?

সেন্টু : একসময় কারাতে ও জুডো একত্রে ছিল। ২০০১ সালে জুডো থেকে বেরিয়ে কারাতে ফেডারেশন হয়। এরপর ২০০৬ সালে ফেডারেশনের প্রথম নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। এ সময় খেলাটি ঢাকাকেন্দ্রিক না রেখে তৃণমূল পর্যায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। এর মধ্যে চারবার বিভাগীয় কারাতে প্রতিযোগিতা করেছিলাম। ঢাকার বাইরে প্রথমবার চট্টগ্রামে জাতীয় কারাতে প্রতিযোগিতা জেলা পর্যায় নিয়ে গিয়েছিলাম। জাপান অ্যাম্বাসির সহায়তায় জাপান কাপ করেছিলাম। এমন কি, ২০১০ সালে এসএ গেমসে বেস্ট রেজাল্ট ছিল ৪টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৩টি তাম্রপদক। আমি মনে করি, এটাই ছিল কারাতের স্বর্ণযুগ। এ সময় স্পন্সর হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ইলেক্ট্রা ইন্টারন্যাশনাল ও ব্যাংক এশিয়া। কিন্তু পরবর্তী কমিটি এ ধারাবাহিকতায় বজায় রাখতে পারেনি।

প্রশ্ন : এরপর তো সহসভাপতিও হয়েছিলেন। সময়টা কেমন কেটেছিল?

সেন্টু : ২০১০-১৮ সাল পর্যন্ত ফেডারেশনে ছিলাম না। তবে ৮ বছর পর ২০১৮-২০২৪ সাল পর্যন্ত ফেডারেশনের সহসভাপতি ছিলাম। এ সময় আগের কমিটির চেয়ে ফেডারেশন সচল রাখতে চেষ্টা করেছিল। ২০১৯ সালে নেপালে এসএ গেমস সামনে রেখে আমাকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ১২টি তাম্র পেয়েছিলাম। ২০১০ সালেও ঢাকা এসএ গেমসে কোচ ছিলাম।

প্রশ্ন : ফের ১৫ বছর পর সাধারণ সম্পাদক হয়ে ফেরার অনুভূতি কেমন লাগছে?

সেন্টু : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়ায় সার্চ কমিটির মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক হওয়ার অনুভূতির চেয়ে যে কারণে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা পালন করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। কারাতে নতুন করে আবার প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা করব। বিভাগীয় কারাতে, জাপান কাপ ফের শুরু করার চেষ্টা করছি। প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে চাচ্ছি। ফেডারেশনের কার্যক্রমগুলো নিয়মিতকরণের চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : আপনি একটা সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসেছেন। কারাতে কি ধরনের সংস্কার করতে চান?

সেন্টু : অতীত নিয়ে ঘাটতে চাই না। তবে দায়িত্ব পালনে যদি বিদায়ী কমিটির কোনো অনিয়ম চোখে পড়ে, তাহলে কমিটির সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। বলতে পারেন, আমিও তো আগের কমিটিতে ছিলাম। কিন্তু দেখতে হবে একজন সহসভাপতির দায়িত্ব কতটুকু এবং একজন সাধারণ সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষের কাজের পরিধি কতটা। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সবে মাত্র দায়িত্ব নিয়েছি। নতুন করে অডিট করব। সেখানে অনিয়ম বা দুর্নীতি পেলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

প্রশ্ন : বিদায়ী কমিটি ফান্ড কেমন রেখে গিয়েছিল?

সেন্টু : দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্যাংকে সাড়ে ১৫ লাখ টাকা ব্যালেন্স পেয়েছি। এর বাইরে কারাতের কিছু ক্রীড়াসামগ্রী পেয়েছি। তবে কোনো ঋণ রেখে গেছে কি না, ফাইলপত্র ঘেটে দেখতে হবে।

প্রশ্ন : একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে 'নো মানি, নো রান'। সে অর্থে স্পন্সর কেমন পাচ্ছেন?

সেন্টু : কারাতে কখনোই নির্দিষ্ট কোনো স্পন্সর প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি। যখন যাঁরা কমিটিতে এসেছেন, তখন তাঁরা হয় নিজেদের গাটের টাকা খরচ করে চালিয়েছেন, নয়তো পারসোনাল রিলেশনের কারণে দু-চারটে স্পন্সর পেয়েছেন। তবে স্পন্সর-সংক্রান্ত গত মিটিংয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। পবিত্র ঈদুল ফিতরের পর স্পন্সরের খোঁজে জোরেশোরে নামব। আমরা যাঁরা কমিটিতে আছি, সবাই মিলে বছরে চলার মতো প্রয়োজনীয় স্পন্সর জোগাড়ে সম্ভব হব।

প্রশ্ন : গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরে নতুন কোনো পরিকল্পনা করেছেন কি?

সেন্টু : ফেডারেশনের নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমাকে নতুন কিছু করে দেখাতে হবে। এ মুহূর্তে যাঁরা দেশসেরা, যাঁরা উদিয়মান ও যাঁরা উঠতি কারাতেকা রয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিশেষ প্রশিক্ষণ, দেশের বাইরে নিয়মিত অংশগ্রহণ ও নানা রকম সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। আন্তর্জাতিক কারাতে আমাদের রেজাল্ট বরাবরই ভালো। তবে টাইম টু টাইম চেঞ্জিং না এলে সেটা ধরে রাখা সম্ভব নয়। আমার প্রথম টার্গেট এসএ গেমসে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করা। এরপর এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ের অবস্থান তৈরি করা। এর বাইরে যেসব আন্তর্জাতিক কারাতে রয়েছে, সেখানে সাফল্য অর্জন করা।

প্রশ্ন : আগের প্রশ্নে আপনি পরিকল্পনার কথা বলছিলেন, কিন্তু কারাতের যেখানে নিজস্ব ভেন্যু নেই সেখানে এ খেলার ভবিষ্যৎ কী?

সেন্টু : এ খেলার যদি ভবিষ্যৎ না-ই থাকত তাহলে নিশ্চয়ই এসএ গেমসে কারাতেকাররা স্বর্ণপদক জিততে পারতেন না। আন্তর্জাতিক আঙিনায় আমাদের আরও ভালো করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ভেন্যুর জন্য ঠিকমতো টুর্নামেন্ট করতে পারছি না, ন্যাশনাল টিমকে সারা বছর প্র্যাকটিসে রাখতে পারছি না, নানা রকম কার্যক্রম চালাতে পারছি না। হাজারো সমস্যার মধ্যে এগিয়ে চলেছি। তবে আমরা কারাতে ফেডারেশনের জন্মলগ্ন থেকে নিজস্ব ভেন্যুর জন্য দাবি করে আসছি। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য ৪৩ বছর পেরিয়ে গেলেও তা পাইনি। তারপরও ভেন্যুহীন কারাতেকাররা তাদের সাধ্যমতো আন্তর্জাতিক সাফল্য এনে দিচ্ছেন। নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাজ করছেন। আমার বিশ্বাস বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ বিবেচনায় রাখবেন।

প্রশ্ন : প্রকৃত অর্থে কারাতে কতটা এগিয়ে বলে মনে করেন?

সেন্টু : আপনি যদি পরিসংখ্যান ঘেটে দেখেন তাহলে কারাতের উন্নতিটা শুরু হয়েছিল ২০০৬ সাল থেকে। যার প্রাপ্তি মিলেছে ২০১০ সালে এসএ গেমসে সর্বোচ্চ ৪টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য আর ৩টি তাম্রপদক। ওই গেমসে আমরা কারাতের পদক তালিকায় ভারতের ওপরে ছিলাম। কিন্তু ২০১০ সালের পর কারাতে ক্রমশ: পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। পরিসংখ্যান দেখলেই বুঝতে পারবেন ওই সময় কতটা আন্তর্জাতিক সাফল্য এসেছে? এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কারণ, তখন আমি ফেডারেশনের ছিলাম না। তবে ২০১৮ সালের পর দেশের কারাতে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ফলে ২০১৯ সালে নেপালে এসএ গেমসে ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ১২টি তাম্রপদক এসেছে। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে আরও ভালো রেজাল্ট করার সামর্থ্য রয়েছেন কারাতেকারদের। এ ছাড়া আমাদের প্রতিটি জেলায় এক-দুজন করে মানসম্পন্ন কোচ রয়েছেন। আমাদের জাজ অ্যান্ড রেফারির মানও ভালো। তাঁরা ওয়ার্ল্ড কাপ, এসএ গেমস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নজির রেখেছেন।

প্রশ্ন : কারাতেকা, কোচ ও সংগঠক–কোনটিতে নিজেকে সফল মনে হয়?

সেন্টু : নিজেকে একজন সফল কোচ ভাবতে ভালো লাগে। ন্যাশনাল টিমে ১১ বছরের কোচিং ক্যারিয়ারে বাংলাদেশ এসএ গেমসে যে ৭টি স্বর্ণপদক জিতেছে, তার কোচ ছিলাম আমি। প্লেয়ার হিসেবে নিজের কথা কি আর বলব। খেলোয়াড়ি অবস্থায় ক্লাব, সংগঠন করতে গিয়ে ক্যারিয়ার বড় করতে পারিনি। সংগঠক বলতে অতীত অভিজ্ঞতা আমার বড় সম্পদ। একবার করে প্রতিদিন ফেডারেশনে আসতে হয়। পড়ন্ত বেলায় এমন দায়িত্ব পালনে এনজয় করছি।

প্রশ্ন : দায়িত্ব পালন শেষে কারাতে কোথায় রেখে যেতে চান?

সেন্টু: এখন আমার ৬২ বছর চলছে। আমার শেষ ইচ্ছা হচ্ছে যেকোনো গেমসকে টার্গেট করে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ১০ থেকে ১২ জনকে দেশের বাইরে লংটার্ম ট্রেনিংয়ে পাঠানো। সেটা হতে পারে এশিয়ান গেমস কিংবা ওয়ার্ল্ড কারাতে। সেখান থেকে অন্তত একটা পদক দেশকে উপহার দিতে পারলে আমার ৪২ বছরের কারাতের সাধনা সফল হবে। আমি চলে গেলেও যেন লংটার্ম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা থাকে, তা করে যাব।

ডেভেলপমেন্ট কাপ নারী হকি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

৪৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. মো. ইসমাইল
২. শিরিন আক্তার
৩. ৬টি

৪৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

মো. জাকির উল্লাহ পাতা
সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। **-সম্পাদক**

৪৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ২। অন্যয় নাহা, প্রযত্নে- বোয়াল খালী গণী স্টোর, চেরাগী পাহাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩। মো. সাইফুল ইসলাম, হোল্ডিং নং-৯৯, রোড- ১৩১, হাউজিং এস্টেট খালিশপুর, খুলনা; ৪। মোছা. আইরিন আক্তার, হোল্ডিং- ৯৯, রোড- ১৩১, হাউজিং এস্টেট, খালিশপুর, খুলনা; ৫। ত্রিদীপ দস্তিদার, ২৭৭/এ আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৬। রূবি চৌধুরী, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, আন্টরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৭। সাবিকুন নাহার ঐশী, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা) গ্রাম- জামালপুর, ডাকঘর- বরইয়ারহাট, থানা- জোরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম; ৮। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ৯। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফ্রি স্ট্রিট স্কুল, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, ঢাকা; ১০। গিয়াস উদ্দিন, (সঃ শিঃ) লর্ড হার্ডিঞ্জ মা.বি., লালমোহন, ভোলা; ১১। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট- বাখরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ১২। নাজমুল ইসলাম (নাঈম) ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি-১৫, ঢাকা; ১৩। ইশরাত জাহান শোভা, এমএস আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৪। উম্মে হাবিবা, আলী সাহরদী, বন্দর, নারয়ণগঞ্জ; ১৫। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ১৬। মোহেদী হাসান মামুন, জিয়নপুর, চড়িভাংগা, জিয়নপুর, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ; ১৭। বিনিয়া বিথি বন্নি, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৮। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৯। মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএল সি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২০। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, বায়তুল শরিফ মাদ্রাসা, ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২১। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ২২। জাহিদুল ইসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ২য় শিফট, ইলেকট্রিক্যাল ডিপা. টাঙ্গাইল, পলিটেকনিক্যাল ইঞ্জি. টাঙ্গাইল; ২৩। মো. পাভেল, পিতা-শুভ মিয়া, গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া, থানা- ঘিওর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৪। মেহেদী হাসান, বাসা-জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২৫। রূবি দস্তিদার, ডিজি ভবন, ৯ নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকারদিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২৬। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ২৭। মো. জহুরুল ইসলাম, গ্রাম- খামার, উপজেলা- বাগমাড়া, জেলা- রাজশাহী।

'পাক্ষিক ক্রীড়াজগত' পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে। - সম্পাদক

'ক্রীড়াজগত' কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১৮ সংখ্যা ■ ১ এপ্রিল ২০২৫

প্রশ্ন : এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা প্রতিযোগিতায় ওপেন বিভাগে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?

প্রশ্ন : এশিয়ান জোনাল ৩.২ দাবা প্রতিযোগিতায় নারী বিভাগে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?

প্রশ্ন : আগামী নারী এবং পুরুষ দাবা বিশ্বকাপে বাংলাদেশের কে কে খেলবেন?

উত্তর : ১) .....

উত্তর : ২) .....

উত্তর : ৩) .....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : .....

.....

.....

মোবাইল : .....

বাংলাদেশ উশু কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠন

মেজবাহ উদ্দিন-সভাপতি ও মো. আনোয়ার হোসেন-সাধারণ সম্পাদক

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ উশু কোচেস অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৫-২৬ সালের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে মেজবাহ উদ্দিনকে (ঢাকা) সভাপতি ও মো. আনোয়ার হোসেনকে (সিলেট) সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। অন্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল আলম রোমান (ঢাকা), সহসভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ ইবনে হায়দার চৌধুরী জনি (চট্টগ্রাম), রেজাউল করিম সাদী (ঢাকা), আশরাফুল আলম সুমন (নোয়াখালী), গৌর কর্মকার (দিনাজপুর), মো. ইসমাইল (ঢাকা), মো. আল আমিন (কিশোরগঞ্জ), যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম নুরুল আমিন (ঢাকা), মো. রাসেল আহমেদ (ঢাকা), মো. মোতাহার হোসেন (মাগুরা), কোষাধ্যক্ষ জিয়াউল হক জিয়া (কক্সবাজার), সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর আব্দুল্লাহ খান জিশান (চট্টগ্রাম), মো. লিটন (ঢাকা), দপ্তর সম্পাদক বাবুল আহমদ রুবেল (হবিগঞ্জ), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. ওমর ফারুক মাসুম (ঢাকা), যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক আমির হোসেন (রাজশাহী), ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রেজাউল করিম সুমন (ময়মনসিংহ), সমাজ কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. রুহুল আমিন (কিশোরগঞ্জ), মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছা. শিখা খাতুন (রংপুর)। কার্যনির্বাহী সদস্য মো. শাহীন (বরিশাল), সাজু উদ্দিন (চট্টগ্রাম), মো. তানজির আলম রিয়াদ (বগুড়া), ক্যসিং মং মারমা (বান্দরবান), মো. জাহিদ হোসেন (লক্ষ্মীপুর), মো. রোমান (নরসিংদী), মো. ইসমাইল হোসেন (যশোর), কামরুল হাসান (কুমিল্লা), আফসানা আক্তার রিতু (ঠাকুরগাঁও) ও মো. ইমদাদুল কবির (রাঙামাটি)।

রফিকুল ইসলাম কামাল

চলমান ডিপিএলের ১২ অধিনায়কের সঙ্গে ফটোসেশনে সামনের সারিতে সবার বাঁয়ে আজিজুল হাকিম তামিম

ছোট তামিমের বড় অর্জন

মো. রেজাউল হক

ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের এবারের আসরে প্রথম ম্যাচেই ১০৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরে গেছে শিরোপাপ্রত্যাশী ও তারকা সমৃদ্ধ মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তা-ও আবার এই প্রথম প্রিমিয়ারে উঠে আসা গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের কাছে, তরুণদের প্রাধান্য দিয়েই গড়া হয়েছে যে দলটি। মজার ব্যাপার হলো উভয় দলেরই অধিনায়কের নাম 'তামিম'! মোহামেডানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তামিম ইকবাল এবং গুলশানের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলা তামিম ইকবাল তো বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত এক চরিত্র, পাশাপাশি আজিজুল তামিম নামটিও কি একটু পরিচিত মনে হচ্ছে? হওয়ারই কথা, তিনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বেই গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ।

জুনিয়র টাইগারদের শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখার মিশনে ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন 'ছোট' তামিম, ৫ ইনিংসে ৮০.০০ গড়ে ১টি সেঞ্চুরি ও ২টি হাফ সেঞ্চুরির সাহায্যে করেছিলেন দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৪০ রান, পাশাপাশি স্পিনের ক্যারিশমায় ১৮.২৫ গড়ে নিয়েছিলেন ৪ উইকেট। সর্বাধিক ১০৩ রানের ইনিংসটি খেলেছিলেন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে দুবাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন নম্বরে নেমে। সেটি ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে তাঁর প্রথম ম্যাচ। সুবাদে রেকর্ড গড়েন আজিজুল হাকিম তামিম, হয়ে যান যুব ওয়ানডে অভিষেকে সেঞ্চুরি করা বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান।

সেই 'ছোট' তামিম এবার রেকর্ড করেছেন আরেকটি ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ঘরোয়া লিস্ট 'এ' অভিষেকে অধিনায়কত্ব করার বিরল কীর্তি গড়েছেন তিনি। প্রতিবেদনের শুরুতে গুলশান ক্লাবের হাতে যে মোহামেডান-বধের ম্যাচের কথা বলা হয়েছে, সেটি ছিল আজিজুল তামিমের লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে জীবনের প্রথম ম্যাচে। আর ওই ম্যাচেই কি না, গুলশানের নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে টস করেছেন তিনি। ডিপিএল শুরুর কয়েক দিন আগেই গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন তাঁকে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেন। প্রথমে একটু বিস্মিত হলেও সানন্দে রাজী হতে দ্বিধা করেননি আজিজুল। মোহামেডানকে হারানোর পর আবাহনী ও অগ্রণী ব্যাংকের কাছে পরপর দুই ম্যাচে হারা গুলশান ক্লাব এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রূপগঞ্জ টাইগার্স ও পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে উপর্যুপরি জয় তুলে নেয়। এরমধ্যে পারটেক্সের সঙ্গে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে আজিজুল তুলে নেন লিস্ট 'এ' ক্যারিয়ারের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি (৭৯ বলে ৬ বাউন্ডারি ও ৩ ছক্কার সাহায্যে ৬২ রান) এবং জিতে নেন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। প্রথম ৫ ম্যাচের ৩টিতেই জেতা গুলশান ক্লাব এবারের ডিপিএলে 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে চমক দেখাতে পারবে বলে অনেকে মনে করছেন।

যশোরের ছেলে আজিজুল হাকিম তামিমের বয়স কাগজে-কলমে এখনো ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। যুব এশিয়া কাপজয়ী এই অলরাউন্ডারের নেতৃত্বেই সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পরবর্তী অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলবে বাংলাদেশ, যেটি আগামী বছর যুগ্মভাবে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। বয়সভিত্তিক দলের অধিনায়কত্ব পাওয়ার পরপরই আজিজুলের হাতে সিনিয়রদের তথা প্রিমিয়ার লিগের কোনো দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ক্রিকেটে 'স্বভাবজাত নেতা' বলে যে একটা কথা প্রচলিত আছে, সেটির কতটা বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন আজিজুল সেটিই দেখার বিষয়।

মাস চারেক আগে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতে দেশে ফেরার পর পরই অবশ্য বড়দের ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পেয়ে যান আজিজুল হাকিম তামিম। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে তাঁকে দলভুক্ত করে খুলনা বিভাগ। প্রথম বারের মতো বড় কোনো ঘরোয়া আসরে খেলতে নেমে দারুণভাবে চেনাতে সক্ষম হন নিজের জাত। খুলনার জার্সি গায়ে ৯ ইনিংসে ২৬.৩৩ গড়ে দলের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩৭ রান আসে আজিজুলের ব্যাট থেকে, ২টি হাফ সেঞ্চুরি ও ১৩৬.৯৯ স্ট্রাইকরেট জানান দেয় তাঁর 'ইম্প্যাক্ট'। মুলত এনসিএল টি-টোয়েন্টির পারফরম্যান্সের কারণেই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) শেষ মুহূর্তে তাঁকে দলে ভেড়ায় রংপুর রাইডার্স। কিন্তু দলটির হয়ে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। ফেবারিট হয়েও বিপিএলে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় রংপুর, পাশাপাশি ৪ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৩ ইনিংসে 'ডাক' মেরে সবমিলিয়ে মাত্র ৫ রান করে চরম হতাশ করেন আজিজুল হাকিম। সাফল্যের রথে চড়তে চড়তে মুদ্রার অন্য পিঠটাও দেখে নিয়েছেন দ্রুত।

তারপর এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে লিস্ট 'এ' ক্যারিয়ারের সূচনা ম্যাচ থেকেই নবাগত গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। ৪, ২ ও ১২- প্রথম তিন ম্যাচে উইকেটে সেভাবে দাঁড়াতেই না পারা আজিজুল চতুর্থ ম্যাচে ৪০ রানের মোটামুটি ইনিংস খেলার পর আত্মবিশ্বাসের ডানায় ভর করে পঞ্চম ম্যাচে এসেই পেয়েছেন হাফ সেঞ্চুরির (পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে মিরপুরে ৭৯ বলে ৬২) দেখা। বাংলাদেশের ক্রিকেটে তামিম ইকবাল অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির আগেই জাতীয় দলে নাম লিখিয়েছিলেন বাঁহাতি ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম। এবার বয়সভিত্তিক পর্যায় থেকেই আলোচিত আরেক 'তামিম', আজিজুল হাকিম; যিনিও বাঁহাতি উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান। 'বড়' তামিমের সঙ্গে টস করার মাধ্যমে লিস্ট 'এ' ক্যারিয়ার শুরু করা 'ছোট' তামিম পূর্বসূরির দেখানো পথে হেঁটে লাল-সবুজ জার্সি গায়ে লম্বা সময় দেশকে সার্ভিস দিতে পারেন কি না, তা ভবিষ্যতের হাতেই তোলা রইল।

জেলা লিগগুলো নিয়মিত আয়োজন করাই প্রধান লক্ষ্য

- ইকবাল হোসেন, বাফুফে জেলা লিগ কমিটির চেয়ারম্যান

বাংলাদেশের ফুটবলে যে কয়েকটি অর্জন রয়েছে সেখানে রয়েছে ইকবাল হোসেনের নাম। ১৯৯৪ সালে মিয়ানমারে মোনেম মুন্নার নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর ১৯৯৯ সালে প্রথম সাফ গেমস ফুটবলের স্বর্ণজয়ী দলে ছিলেন এই মিডফিল্ডার। জাতীয় দলে কয়েকবার ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনর (বাফুফে) জেলা ফুটবল লিগ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন। গাজীপুর জেলা থেকে উঠে আসা এই ফুটবলার অগ্রনী ব্যাংক দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করে ঢাকা আবাহনী, ঢাকা মোহামেডান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র, ব্রাদার্স ইউনিয়নের হয়ে খেলেছেন। ১৯৯৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৬, অনূর্ধ্ব-১৯ দল হয়ে জাতীয় দলে খেলেছেন ২০০১ সাল পর্যন্ত। সুর্দশন এই ফুটবল সংগঠকের সাথে নিজের ও বাফুফের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন- **মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল**

প্রশ্ন : প্রথমবারের মতো বাফুফের জেলা লিগ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন। নতুন পাওয়া দায়িত্বে কতটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছেন?

ইকবাল হোসেন : আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো জেলা লিগকে সচল করা। আর এটা শুধু আমার নয়, বাংলাদেশ ফুটবলর ফেডারেশনেরও চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে প্রতিটি জেলায় চিঠি ও বাইলজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে লিগ করতে। শুরুতে প্রথম বিভাগ লিগ এরপর দ্বিতীয় বিভাগ লিগ করতে। এ ক্ষেত্রে যদি কারো কোনো অসুবিধা হয়, লিগ চালাতে কিংবা স্পন্সর পেতে অসুবিধা হয় আমরা চেষ্টা করবো তাদের সহযোগিতা করতে।

প্রশ্ন : কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় পুরো দায়িত্বটাই বলা চলে আপনার। এখানে সফল হতে নিজে থেকে আলাদা কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কী?

ইকবাল হোসেন : পরিকল্পনা বললে লিগ নিয়মিত করতে যা যা প্রয়োজন, সবই করা হবে। আর ফেডারেশনের পক্ষ থেকে লিগ চালাতে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতা করবে। লিগ চালাতে পুরো টাকাটা আমরা দিতে পারব না। জেলা ফুটবল অ্যাসেসিয়েশনের সভাপতিও কমিটির মধ্যে থাকবেন। আমরা যতটুকু পারি, সহযোগিতা করব, স্পন্সর এনে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। তাদের এই সময়ের মধ্যে লিগ শুরু করতে বলা হয়েছে। কারও যদি মাঠের কোনো সমস্যা হয় সেটা সমাধানে বাফুফে কাজ করবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। সর্বোপরি লিগটাকে আমরা বাধ্যতামূলক করে দিচ্ছি। ফুটবল ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকতে হলে তাকে লিগ চালাতে হবে। কম দল নিয়ে হলেও লিগ চালাতে হবে। আপনার দায়িত্ব হলো লিগ পরিচালনা করা আমার দায়িত্ব হলো দেখাশোনা করা।

প্রশ্ন : আমরা দূর থেকে এই পদে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটা দেখি সেটা হলো, ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএফএ) সঙ্গে একই সঙ্গে কাজ করা। আপনার কাছে কী মনে হয়?

ইকবাল হোসেন : ডিএফএ শুরু হওয়ার পর থেকে সমস্যার শুরু বিষয়টা এমন নয়। মূলত ডিএসএ'র সঙ্গে কিছু ঝামেলা থাকায় সম্যাসাটা হয়ে থাকে। মাঠ সমস্যাটা এখানে বড়। একটা মাঠে অনেক খেলা হয়ে থাকে। এখানে মাঠটাকে ভাগাভাগি করে খেলতে হয়। অন্য খেলাগুলো বেশি থাকলে আমরা সময় নিয়ে প্রয়োজনে দুই মাস পরে লিগ করব। যত সমস্যাই হোক না কেন লিগটাকে খেলতেই হবে, এটা কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। এরপর লিগ শেষ করে এর হিসাব, পরিসংখ্যান ফুটবল ফেডারেশনে জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন : ফুটবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই তো বলে থাকেন ডিএফএ গঠিত হওয়ার পর থেকেই সারাদেশের জেলা ফুটবলের এই করুণ দশা। আপনিও কি তাই মনে করেন?

ইকবাল হোসেন : এখানে ডিএফএকে পুরোপুরি দোষারোপ করলে হবে না। ডিএসএও ঠিকমতো লিগ করতে পারছে না। মূলত সমন্বয়ের অভাবেই এমনটি হয়েছে বলে মনে করি। আশা করি এই সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্ন : আপনার নিজ জেলা গাজীপুরে লিগের কি অবস্থা। সেখানে গত কয়েক বছরে কি লিগ নিয়মিত মাঠে গড়িয়েছে, নাকি নামকাওয়াস্তে ছিল আয়োজন?

ইকবাল হোসেন : গাজীপুরে অনেক বছর লিগ হয়নি। আমি গাজীপুরে গিয়ে বলে এসেছি লিগ আয়োজনের ব্যবস্থা করতে। ডিএফএ থেকে একটি কমিটি করে পঠিয়েছিল, সেটি অনুমোদন হয়ে গেছে। এই কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে করা হয়েছে। আমি বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের সঙ্গেও কথা বলেছি। আশা করছি ঈদের পর বসে গাজীপুরে লিগ শুরু করে দিতে পারবে। লিগ শুরুর ক্ষেত্রে এক-দুই নম্বরে চলে আসতে পারে গাজীপুর।

প্রশ্ন : জেলা লিগগুলোকে নিয়মিত করতে নিজ থেকে কি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি লিগ শুধু আয়োজনের জন্যই করা এসব বিষয়ে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে কি?

ইকবাল হোসেন : পরিকল্পনার কথা তো আপনাকে বললাম। আমার কাছে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে লিগ শুরু করা। আর মনিটরিং তো আমরা করবোই। প্রত্যেক জেলা ডিএফএ ও বিভাগে যারা রয়েছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে। লিগটা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, সেটা দেখা বিভাগেরও দায়িত্ব, তাদেরও জবাব দিতে হবে। বিভাগের মাধ্যমে আমরা একটা সমন্বয় কমিটি করে দেব। সেই কমিটি ফুটবল ফেডারেশনে জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন : জেলা লিগ নিয়ে ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কী। আর সারা দেশের জেলা লিগের আগের জৌলুস ফিরিয়ে আনতে বাফুফের পাশাপাশি আপনার কী ভাবনা?

ইকবাল হোসেন : পরিকল্পনা তো অবশ্যই রয়েছে। সব কটি জেলায় লিগ শেষে আমাদের ইচ্ছা আছে চ্যাম্পিয়ন দলগুলোয় নিয়ে চ্যাম্পিয়ন কাপ করব। সেখানকার চ্যাম্পিয়ন দলকে ফেডারেশন কাপ কিংবা বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ করে দেব। আর যেভাবে পরিকল্পনা করেছি, সেভাবে করতে পারলে লিগের জৌলুস ফিরে আসবে। আর চ্যাম্পিয়ন কাপের চ্যাম্পিয়ন দলকে বাফুফের কাউন্সিলরশিপ দেওয়ার অনুরোধ করব ফেডারেশনের কাছে। জেলা লিগ কমিটির মিটিংয়েও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন। দলগুলোকে যদি টার্গেট দেওয়া হয় যে বাংলাদেশ থেকে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে কাউন্সিলরশিপ দেওয়া হবে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছি আমরা।

প্রশ্ন : ঢাকার ফুটবলের পাশাপাশি জেলা লিগগুলোর জন্য বড় সমস্যা পৃষ্ঠপোষক। জেলা লিগের জন্য কি এটাও বড় সমস্যা বলে মনে করেন। তা ছাড়া জেলা লিগ থেকে আলাদা কি কোনো আবদারের কথা শোনা যায়?

ইকবাল হোসেন : এটা তো কিছুটা আছেই। তবে চেষ্টা করলে যে স্পন্সর পাওয়া যাবে না এমনটি নয়। স্পন্সরকে আমি বড় সমস্যা মনে করি না। এখানে ইচ্ছা আর আন্তরিকতাই সবচেয়ে বড় বিষয়।

প্রশ্ন : আগামী ১ বছর পর সারা দেশের জেলা লিগকে কোথায় দেখতে চান?

ইকবাল হোসেন : প্রথমত, লিগটা চালু করার মাধ্যমে নিয়মিত করতে চাই। আগামী এক বছর পর লিগটা নিয়ম করে চালু হওয়াটা অগ্রাধিকার থাকবে। লিগটা চালু হওয়াই আমার বড় লক্ষ্য। লিগ পরিসমাপ্তি হওয়ার পর তাকে প্রতিবছরই লিগ খেলতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার মেয়াদের শেষে জেলা লিগের অবস্থাটা কোথায় দেখতে চান?

ইকবাল হোসেন : আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা থাকবে লিগটা যেন নিয়মিত মাঠে গড়ায় এবং শেষ হয়।

প্রশ্ন : এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। আগামী ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাচ বাছাইয়ের ম্যাচ বাংলাদেশের। এই ম্যাচ নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

ইকবাল হোসেন : দেখেন বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ মানেই বিশেষ কিছু, ক্রিকেটে যেমন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। সাফের মধ্যে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা সব সময়ই অন্য রকম থাকে। যেহেতু ম্যাচটায় ভারতে অনুষ্ঠিত হবে, তবু ম্যাচটায় আমাদের ভালো কিছু করার সুযোগ রয়েছে। যদিও ভারত বেশ শক্তিশালী দল, তারা আমাদের চেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে থাকে। ওদের লিগের কাঠামো আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। তাদের ওখানে আই লিগ চলে। তবু আশা করছি বাংলাদেশ ভালো করবে।

প্রশ্ন : এই ম্যাচেই তো অভিষেক হতে যাচ্ছে হামজা চৌধুরীর। তাঁর উপস্থিতিতে দলে কি কোনো পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করেন?

ইকবাল হোসেন : হামজা চৌধুরীর কারণে ম্যাচটা আমাদের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ছেলেরা যখন ভারতের সঙ্গে খেলতে নামে তখন বাড়তি প্রত্যাশা নিয়ে নামে। হামজা আসায় আমাদের বড় বড় প্রেরণা হতে পারে এই ম্যাচ। যদিও ফুটবল একক কোনো খেলা নয়, এগারো জনের খেলা। হামজার যোগদানের ফলে আমাদের মেন্টালিটি অনেক শক্ত হবে। এই বিশ্বাসেই আমাদের ছেলেরা ভালো কিছু করতে পারবে।

প্রশ্ন : হামজার পাশাপাশি আরও তো অনেকে আসতেছে, এটা তো ফুটবলের জন্য ভালো খবর?

ইকবাল হোসেন : হামজা চৌধুরীর পাশাপাশি ফাহমেদুলও এসেছেন। এরপর নতুন আরেকটা ছেলে এসেছিল রিয়াদুল। ভবিষ্যতে সংখ্যাটা বাড়বে আর শক্তিশালী হবে আমাদের জাতীয় দল।

প্রশ্ন : জাতীয় দল দীর্ঘদিন ধরে সাফল্যহীন রয়েছে। অথচ দেশিদের সঙ্গে মিলে প্রবাসী খেলোয়াড়রা যে খুব খারাপ একটা দল হয়েছে সেটা বলা যায় না। বারবারই কেন এমন হচ্ছে?

ইকবাল হোসেন : জাতীয় দল সাফল্যের জন্য চেষ্টা করছে। মেয়েদের ফুটবল নিয়ে এত আলোচনা কারণ তারা সাফে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছেলেরা যদি ৫/৭টা ম্যাচ জিতে যায় তাহলে দেখবেন সিনারিটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফুটবলের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে সাফল্য, আপনাকে জয় পেতেই হবে।

প্রশ্ন : ১৯৯৯ সালের সাফ গেমসের পর ২০০৩ সালের সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এরপর আর বলা মতো সাফল্য নেই কেন?

ইকবাল হোসেন : সাফল্য তো এক দিনে আসবে না, সময় দিতে হবে খেলোয়াড়দের। তাদের চেষ্টার ফসল হিসেবে আশা করি আমরা সাফল্য পাব।

প্রশ্ন : ১৯৯৪ সালে মিয়ানমারে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। এরপর ১৯৯৯ সালে সাফ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন দলের একজন সদস্য আপনি। তখনকার দলের সাথে এখনকার দলের কী কী পার্থক্য দেখেন আপনি?

ইকবাল হোসেন : জাতীয় দল তো সব সময় সাফল্য পাবে এমনটা নয়। আমরাও অনেক চেষ্টা করে সাফল্য নিয়ে এসেছিলাম। তবে আপনাকে একটা কথা বলি, আমাদের কিন্তু অবনতি হয়নাই। অন্যরা এগিয়ে গেছে, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ আগের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমরা যে মালদ্বীপকে হালি হালি গোলে হারাতাম সেটা কি এখন সম্ভব হচ্ছে? নিয়মিত খেলার মধ্যে থাকলে আশা করি এখনকার জাতীয় দলও সাফল্য পাবে। কারণ খেলোয়াড়রা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তাতে করে দেশের কথা ভেবে হলেও যেন সাফল্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : জাতীয় দলের ম্যানেজার হিসেবেও বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি যখন খেলেছেন আর এখন যারা খেলছে, দুই দলের মধ্যে মূল পার্থক্য কী আর খেলোয়াড়দের নিবেদনই কমে গেছে?

ইকবাল হোসেন : পার্থক্য তো কিছু আছে। আমরা উন্নতি না করলেও আশপাশের দেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের নিবেদন নিয়ে কোন প্রশ্ন রাখতে চাই না। তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে সাফল্য পেতে।

প্রশ্ন : একজন সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে জাতীয় দলকে সার্ভিস দেওয়ার মতো খেলোয়াড় কী পাইপ লাইনে রয়েছে বলে মনে করেন?

ইকবাল হোসেন : পাইপ লাইনের খেলোয়াড় আছে। আপনি চিন্তা করেন এখনকার খেলোয়াড়রা কতটা ভাগ্যবান যে তারা প্রতিবছর লিগ খেলতে পারছে। এমনও দেখা যায় লিগ শেষ হতে না হতেই নতুন দল খোজা শুরু হয়ে যায়। প্রতিবছর লিগ পাচ্ছে টাকা পাচ্ছে তারা তো ভাগ্যবান। আর পাইপ লাইনে খেলোয়াড় তো তৈরি করবে ক্লাব। আপনি বলেন তো কয়টা ক্লাবের একাডেমি আছে, মাঠ আছে। ফেডারেশনের দায়িত্ব হচ্ছে খেলোয়াড়রা কোথায় খেলবে এটা নিশ্চিত করা। খেলোয়াড় তৈরি থেকে শুরু করে বাকি কাজগুলোতো ক্লাবের। বাংলাদেশের ক্লাবের তো বয়সভিত্তিক দলই নেই। নতুন কমিটি স্কুল ফুটবল দিয়ে খেলোয়াড় বের করে আনবে। সারা বছর খেলা থাকলে ভালোমানের খেলোয়াড় বের করে আনা কঠিন কিছু হবে না।

প্রশ্ন : আপনার সময় যেমন ছিল এখন তার চেয়ে বেশি স্ট্রাইকার সংকট রয়েছে। ক্লাবগুলো তাই বাধ্য হয়ে বিদেশিদের দিকে হাত বাড়ায়। দক্ষ গোল স্কোরার পেতে হলে কী করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

ইকবাল হোসেন : আমার মনে হয় দেশের স্ট্রাইকাররা ভয় পায়। দলে বিদেশি খেলোয়াড় থাকলে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একাদশে জায়গা করে নিতে হবে। আর বেশি টাকা পাওয়ার আশায় বড় ক্লাবে গিয়ে বসে না থেকে যে ক্লাবে নিয়মিত খেলতে পারবে সেখানে খেলা উচিত। আমি খেলোয়াড়দেরকে এটাই অনুরোধ করব, তোমরা নিয়মিত খেল, যেখানে নিজেকে শো করতে পার সেখানে যাও, টাকাই সব না। দক্ষ গোল স্কোরার যেমন ক্লাবগুলো তৈরি করবে, খেলোয়াড়দেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে গোল করতে হবে, দলকে জেতাতে হবে।

প্রশ্ন : গাজীপুর জেলা থেকে আপনাদের সময়ে যে মানের খেলোয়াড় ছিল এখন সেটা নেই কেন। কী কারণে এমনটি হতে পারে বলে মনে করেন?

ইকবাল হোসেন : একটা জেলায় ৯/১০ বছর লিগ না হলে খেলোয়াড় কোথা থেকে আসবে? উপজেলায় একটা ছেলে প্র্যাকটিস করছে, কিন্তু তার খেলার কোনো জায়গা নেই। নিয়মিত লিগের কোনো বিকল্প নেই। যত বেশি লিগ হবে তত খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন : বলতে দ্বিধা নেই, গাজীপুরের ফুটবল আর আগের অবস্থানে নেই। নিজ জেলা ফুটবলের এই দুরবস্থা কি আপনাকে কষ্ট দেয় না?

ইকবাল হোসেন : অবশ্যই কষ্ট দেয়। খেলা হলেই ভালোমানের খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে। জেলা থেকে ঢাকার ক্লাব ফুটবলে খেলবে। একটা সময় একাধিক খেলোয়াড় ঢাকা লিগের পাশাপাশি জাতীয় দলে খেলেছে। জুনিয়র-সিনিয়র সব জায়গাতেই ছিল। আমি, রজনী (রজনী কান্ত বর্মন), মঞ্জু (আশরাফুল কাদের মঞ্জু) খেলেছেন।

প্রশ্ন : দেশের একমাত্র জেলা হিসেবে গাজীপুরে জাতীয় ফুটবল দলের তিন অধিনায়ক ছিলেন?

ইকবাল হোসেন : এটা তো অনেক গর্বের বিষয়। আমি, আজমত ভাই আর রজনী। এটা বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলাতে নেই। খেলার জায়গা বন্ধ হয়ে গেলে তো আর নতুন কেউ উঠে আসছে না। নতুন কমিটি কী করতে পারবে জানি না, তবে খেলা খেলতে হবে।

প্রশ্ন : গাজীপুর জেলার ফুটবলকে সাজাতে আপনার কোনো পরিকল্পনা কিংবা পরামর্শ রয়েছে কি?

ইকবাল হোসেন : সব পরিকল্পনার সেরা পরিকল্পনা হচ্ছে লিগ আয়োজন করা। ১২/১৫টা দল না হোক ৮টা দল নিয়ে হলেও লিগ করতে হবে। ৩/৪ বছর লিগ হলেই দেখবেন কত খেলোয়াড় বেরিয়ে আসছে। আমাদের জেলায় অনেক খেলোয়াড় আছে যারা কোথাও খেলার কোনো সুযোগ পায় না।

লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ইতিবাচক মানসিকতা

ইকরামউজ্জমান

খেলা, খেলোয়াড় ও সংগঠক নিয়ে ভাবাবেগ উসকে দেওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এটি ক্রীড়াঙ্গনের জন্য ক্ষতিকর। বিভাজন আর বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক সৃষ্টি ক্রীড়াঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ অবস্থানকে দুর্বল করে। বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ক্রীড়াঙ্গন শুধু সৌন্দর্য নয় এটাই প্রত্যাশিত। ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং পদক্ষেপকে না বুঝে, চিন্তা-ভাবনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়াটার মধ্যেই নেতিবাচক মানসিকতা প্রশ্রয় পায়। যে সব ঘটনা ঘটলে লক্ষ্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, সেই সব ঘটনার সম্ভাবনায় আকাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকার নামই উদ্বেগ।

মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে নীতি, অধিকার এবং আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য। ইতিহাসের পালাবদল হয়েছে। আমরা যারা '৭১-এর তরুণ ছিলাম সবার মনে এক পরিপূর্ণতার অনুভূতি হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারা সবাইকে একটি গৌরব ও আত্মমর্যাদা দিয়েছে। দুঃখের বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা এবং মূল্যবোধকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। কেনো এত বছর পরও ন্যায়পরায়ন ও সমতাভিত্তিক ক্রীড়াঙ্গনের অভিজ্ঞতা থেকে জাতি বঞ্চিত এই প্রশ্নের উত্তর তো দিতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে। নতুন প্রজন্ম তো চায় নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্রীড়াঙ্গন। বর্তমানে ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের অবস্থান কোথায়–এই প্রসঙ্গ অর্থহীন। আমরা কোন লক্ষ্যে যাত্রা করতে চাচ্ছি, সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রজন্ম চায় ক্রীড়াঙ্গনের মধ্যে দেশকে দেখতে।

আমাদের উল্টোপাল্টা চিন্তা-ভাবনা, পরশ্রীকাতরতা, ক্রীড়াঙ্গনকে ঘিরে 'মেকী' আত্মতৃপ্তি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ক্রীড়াঙ্গন ব্যক্তি সমষ্টি আর তথাকথিত 'সিন্ডিকেটের' কাছে তো সব সময় জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। দেশটা তো সবার স্বপ্ন ঘেরা। ক্রীড়াঙ্গনও তাই। লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি টেকসই ভালো ক্রীড়াঙ্গন। খেলোয়াড়-ক্রীড়াবিদরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, কাবাডি, আর্চারি, শুটিং এবং অন্যান্য যে খেলায় যখনি ভালো করবে, সেই আনন্দ তো সবাই মিলে একসঙ্গে উপভোগ করার কথা।

দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ফুটবলে আছে বাঙালির সুমহান ঐতিহ্য এবং অতীত। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে বাঙালির ফুটবল দক্ষিণ এশিয়ার গণ্ডিতেও দারুণভাবে পিছিয়ে আছে। গত বাইশ বছরেও দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে শিরোপা জয় অধরা থেকে গেছে। এই আঞ্চলিক ফুটবলে যদি বাফুফে নতুন চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ভালো করার উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়–তাহলে তো এটি হবে দেশের ফুটবলে নতুন জাগরণ। আর এই জাগরণ বাংলাদেশের ফুটবলকে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাফুফে উদ্যোগ নিয়েছে জন্মসূত্রে বাংলাদেশি ফুটবলার যাঁরা ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে আছেন, তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মেধা এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। বাংলাদেশ জাতীয় দলে। এটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেশে দেশে নতুন কোন কিছু নয়। ফিফার অনুমতি স্বাপেক্ষে ইউরোপ, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন খেলোয়াড়রা বিভিন্ন দেশের হয়ে। অনেকে খেলছেন নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে। সম্প্রতি জন্মসূত্রে বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়া এবং খেলানোর উদ্যোগে বিরোধিতা এবং বিতর্ক সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। কেনো সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনা থেঢ়েক বের হয়ে এসে দেশের বৃহত্তর ফুটবলের স্বার্থের কথা ভাবছেন না ফুটবল সংশ্লিষ্ট একদল। বাঁকা চোখে সস্তা প্রচারণার খেলায় কেউ কেউ মেতে উঠেছেন। এটি দুঃখজনক। ক্লাব ফুটবলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান তথা 'এএফসি লাইসেন্স' নিশ্চিত করতে পারেনি গত দুই বছর দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও জনপ্রিয় ক্লাব। যারা 'পাবলিক খাওয়ানোর' খেলায় মেতে উঠেছেন তারা তো এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার নন। দেশের হয়ে খেলতে আসলে দেশের ফুটবল ধ্বংস হয়ে যাবে–এটি কেমন কথা। আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি মানে বিশ্ব ফুটবল মিডিয়ায় বাংলাদেশের ফোকাস। স্থানীয় খেলোয়াড়রা আলোকিত হবেন। তাদের জন্য খুলে যাবে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার।

আমরা চাই ফুটবল প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং খেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যদের কাছ থেকে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ। ফুটবল মুক্ত হোক নিবুদ্ধিতা থেকে। মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন।

বাফুফের বর্তমান গভর্নিং বডির প্রতি আস্থা রেখে অনেকগুলো বছর পর ফিফা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়েছে। অসম্মান এবং বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি মিলেছে। আর্থিক সুশাসন, শৃঙ্খলা, পেশাদারত্ব এবং জবাবদিহি নিশ্চিত হোক বর্তমান কমিটির প্রতিশ্রুতি। বাফুফে এখন পারবে ফিফার কাছে স্পেশাল প্রজেক্টের জন্য আবেদন করতে। আর্থিক ব্যবস্থা খাতে অনিয়মের পরিণাম কত খারাপ হতে পারে এতগুলো বছর ধরে সবাই টের পেয়েছেন। 'ন্যাড়া বেল তলায়' গেলে কি হতে পারে এই অভিজ্ঞতা ফুটবল সংগঠকদের হয়েছে। আলোর পথযাত্রী একজন প্রবীণ ফুটবল সংগঠক বলেছেন মানসিকতায় পরিবর্তন আসলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যাবে।

॥দুই॥

ক্রিকেট একে একে পাঁচটি উজ্জ্বল দেউটি নিভে গেছে বলা যায়। বর উঠেছে হায়, হায় কী হবে। আর এই রব উঠার পেছনে কারণ হলো ক্রিকেট বোর্ড ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, লক্ষ্য নির্ধারণ করে তো কাজ করেনি। কোনো খেলোয়াড় তো সব সময়ের জন্য নয়–তাকে তো এক সময় সরে যেতেই হবে–তার শূন্যস্থান পূরণের জন্য স্বল্পমেয়াদি মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি যে কাজটি করার কথা ঋণমুক্ত ও ধনী ক্রিকেট বোর্ড সেই কাজটি করেনি। তারা শুধু ফোকাস করেছে স্বল্প সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। আর তাই মনে হচ্ছে মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়বে। মিডিয়া দারুণ সোচ্চার। ঠেলাঠেলি আর দোষারোপের স্টোরির পানে দারুণ বাতাস। অথচ সময় থাকতে যদি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো–তাহলে ব্যাপারটা হতো অন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মতো। বলা হয় নতুন করে দল পুনর্গঠনের কাজ চলছে। কিছু সময় লাগবে পুরোপুরি 'সেট' হতে। ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেটের উন্নতির জন্য উল্লেখ করার মতো কাজ করেনি। ক্রিকেট তো জুয়া খেলা নয়। ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্লেষক ও ধারা ভাষ্যকার নাসির হুসেইন বলেছেন 'বাংলাদেশ ১৫ বছর আগে যা ছিল তাই আছে, আর এই ১৫ বছরে আফগানিস্তান যেভাবে এগিয়েছে এটি উল্লেখ করার মতো। তারা যদি এই টেম্পার ধরে রাখতে পারে তা হলে ক্রিকেটে বিশ্ব বিজয়ী হতে তাদের সময় লাগবে না।'

এদিকে গত ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদীন ফাহিম একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন 'পুরোনোদের যেতেই হবে। গত কিছুদিন আমরা কিছু খেলোয়াড়কে দেখেছি, যাঁরা যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে জাতীয় দলে খেলার। সংবাদমাধ্যমে দেখি অনেকের কথা উঠে আসে, এ কেন দলে নেই, ও কেন দলে নেই। এর মানে যারা চলে যাবে, তাদের বিকল্প আমাদের হাতে আছে। নতুনদের ওপর আস্থা রাখলে তামিম-মাহমুদদের বিকল্প পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেন নাজমুল। তাঁর কথা হলো যদি মনে করি নতুন যাঁরা আসছে, তারা যোগ্য নয়, যারা চলে যাচ্ছে তাদের মতো কোনো দিন হওয়া সম্ভব নয়, তা হলে আমার মনে হয় না আর কোনো দিন নতুন খেলোয়াড় উঠে আসবে না, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, যাঁরা নতুন, তাঁরাও ভালো। এবং বিশ্বাস করতে হবে যোগ্য হিসেবেই তারা এখানে এসেছে।'

মেহেদী হাসান মিরাজ বলেছেন–মাশরাফি, সাকিব, তামিম, মুশফিক, মাহমুদউল্লারা দেশের ক্রিকেটকে দীর্ঘ অনেক বছর সার্ভ করেছেন, তারা খেলাটিকে একটি ধাপে নিয়ে গেছেন। আমাদের কাজ হবে খেলাটিকে আরেক ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ এত বছরেও বড় ট্রফি জিততে পারেনি। বড় ট্রফি জিততে পারলে দেশের ক্রিকেট শুধু অনুপ্রাণিত হবে না অল্প সময়ের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে। জয় শুধু অনুপ্রাণিত করে না–আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। রাইট ডিরেকশনে ক্রিকেট চলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিরাজ আমাদের ক্রিকেটে আগামী দিনে অনেক বড় আশা–তার কথায় আলাদা গুরুত্ব আছে। আগামী দিনের ক্রিকেটকে অন্যভাবে দেখার প্রত্যাশা।

এ ছবি কার-৬০০-এর সঠিক উত্তর
ক্রিকেটার
শান্ত

এ ছবি কার-৬০০ বিজয়ী
ইশরাত জাহান শোভা
এমএস আলী রোড
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। -সম্পাদক

এ ছবি কার-৬০০ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। মো. জহুরুল ইসলাম, গ্রাম- খামার, উপজেলা- বাগমাড়া, জেলা- রাজশাহী; ২। মো. জাকির উল্লাহ পাতা, সাধারণ সম্পাদক, ক্রীড়াজগত পাঠক ফোরাম, ঢাকা জেলা; ৩। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা- ২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর; ৪। তপন নাহা, প্রযত্নে- বোয়ালখালী, গণি স্টোর, চেরাগী পাহার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৫। পারুল আক্তার হোল্ডিং নং-৯৯, রোড- ১৩১, হাউজিং এস্টেট খালিশপুর, খুলনা; ৬। রোহতামুল হক (সুদীপ), মিরপুর-১, আনসার ক্যাম্প, ঢাকা; ৭। রাজীব সেন, ৩১ নং চকবাজার, মোহাম্মদ আলী শাহ্ লেন, ইমামগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম; ৮। বেবী দস্তিদার, কে.বি আমান আলী রোড, বড় মিয়ার মসজিদ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম; ৯। মোছা. নাসরিন আক্তার, হোল্ডিং নং-৯৯, রোড- ১৩১, হাউজিং এস্টেট খালিশপুর, খুলনা; ১০। মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, প্রযত্নে- ওবায়েদ উল হক ভবন (২য় তলা), গ্রাম- জামলপুর, বরইয়ারহাট, মীরসরাই, চট্টগ্রাম-৪৩২৬; ১১। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ১২। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফ্রি স্ট্রিট স্কুল, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, ঢাকা; ১৩। গিয়াস উদ্দিন, (স.শি.) লর্ড হার্ডিঞ্জ মা.বি., লালমোহন, ভোলা; ১৪। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট.- বাখরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ১৫। নাজমুল ইসলাম (নাঈম) ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি-১৫, ঢাকা; ১৬। ইশরাত জাহান শোভা, এমএস আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ১৭। উম্মে হাবিবা, আলী সাহরদী, বন্দর, নারয়ণগঞ্জ; ১৮। বিনিয়া বিথি বন্নি, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৯। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২০। মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২১। আফিয়া আফরিন, গ্রাম- নয়াপাড়া, পোস্ট- গয়হাটা, থানা- নাগরপুর, জেলা- টাঙ্গাইল; ২২। সোমা রায়, ১ নং মোমিন রোড, সাত্তার ম্যানসন, চেরাগী পাহাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। মেহেদী হাসান মামুন, গ্রাম- জিয়নপুর, চড়িভাঙ্গা, পোস্ট- জিয়নপুর, থানা- দৌলতপুর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ২৪। খাদিজাতুল কোবরা (তারিন), প্রযত্নে- মাহাবু, বায়তুল শরিফ মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২৫। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ২৬। জাহিদুল ইসলাম, ৪র্থ বর্ষ, ২য় শিফট, ইলেকট্রিক্যাল ডিপা. টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল; ২৭। মেহেদী হাসান, বাসা- জ/৩, চতুর্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ২৮। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা।

এ ছবি কার-৫৯৭ বিজয়ী
শামীম খান

এ ছবি কার?-৬০২

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'। .....-সম্পাদক

ছবিটির নাম.....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা.....

.....

.....মোবাইল.....

নিউরন স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

উত্তর আগ্রাবাদের নিউরন স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে আলোর জুটি সংঘ ৭ উইকেটে এইচ পি রাইডার্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় আলোর জুটি সংঘের আবরার মাহমুদ লতফি, সেরা ব্যাটসম্যান হাজী সাহেব ডোমিনেটসের সৈকত চিকু, সেরা বোলার এইচ পি রাইডার্সের বায়েজিদ। চ্যাম্পিয়ন আলোর জুটি সংঘকে ট্রফিসহ নগদ ১৮ হাজার টাকা এবং রানার্স আপ এইস পি রাইডার্সকে ট্রফিসহ নগদ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সবুজবাগ আবাসিক এলাকা মাঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন আব্দুল করিম, ব্যারিস্টার এম মোস্তাক হোসেন, অ্যাডভোকেট গালিব চৌধুরী ও পানওয়ালা পাড়া সমাজকল্যাণ পরিষদের মোহাম্মদ জাফর (সর্দার)। সভাপতিত্ব করেন নিউরন স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন।

সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাক হাবীবুল্লাহ

ভারত জিতেছে, পাকিস্তানও স্বস্তি পেয়েছে

ইকরামউজ্জমান

দুবাইয়ে ভারত নিজ হোম গ্রাউন্ড বানিয়ে যেভাবেই হোক অপরাজিত থেকে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয় করে গায়ে সাদা 'ব্লেজার' পরার স্বপ্ন বাস্তবে বাস্তবায়িত করেছে। অধিনায়ক রহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারত টানা দুটি আইসিসি টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতল। এই জয় নিশ্চয়ই শেষবারের মতো (২০১৭) ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে পরাজয় এবং ২০২৩ সালে নিজ দেশে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজয়ের ভারকে হালকা করেছে। এবার নিয়ে ভারতের এটি সপ্তম আইসিসি ট্রফি জয়। এর মধ্যে আছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ দুটি, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি তিনটি এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুটি। ভারতের ক্রিকেট সামনে তাকাচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা শুধু দেশে নয় বিদেশেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জিতছে।

নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারত নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করেছে ৪ উইকেটে। এতে ট্রফি থেকে গেল আবারও এশিয়ার ঘরে। ভারত শক্তিশালী এবং ভারসাম্য দল। কিছু তারকা খেলোয়াড় মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জ্বলছেন। ভারত ট্রফির লড়াই শুরু করেছে 'হট ফেবারিট' হিসেবে বিভিন্ন ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। একই স্থানে অবস্থান করে, একই স্টেডিয়ামে তৈরি উইকেটে সবগুলো খেলার সুযোগ নিশ্চিত করা তো বিরাট বিষয়। অন্য দলগুলো তো স্বাগতিক পাকিস্তান উইকেটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর উড়ে এসে দুবাইয়ের কন্ডিশনে খেলেছে। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার বলেছেন আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমরা একটি দল হিসেবে এগিয়ে গিয়েছি।

ভারত সেমিফাইনালে পরাজিত করেছে অস্ট্রেলিয়াকে যারা এককভাবে সবচেয়ে বেশি (দশটি) আইসিসি ট্রফি জয় করেছে। দুবাইয়ের উইকেটে ভারত চারজন স্পিনার নিয়ে খেলেছে এবং ফলও পেয়েছে। পরিসংখ্যানে লক্ষণীয় হয়েছে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে ভারতীয় স্পিনাররা বেশি কার্যকরী হয়েছেন। প্রতিপক্ষ দলগুলো কিন্তু ভারতের বিপক্ষে এত স্পিনার নিয়ে ক্রিকেট যুদ্ধে নামেনি। উইকেট থেকে সুবিধা ভারত কাজে লাগিয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্বাগতিক দেশ পাকিস্তান। ভারত জিদ ধরেছে তারা কোনো মতেই পাকিস্তানে খেলতে যাবে না। তারা খেলবে অন্য নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আর সেটি দুবাই। স্বাগতিক পাকিস্তানের বক্তব্য হলো আইসিসি তো নিরাপত্তা এবং অন্য সব রকম বিষয়ে সবুজ সংকেত নিশ্চিত করার পরই পাকিস্তান স্বাগতিক দেশ হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে। ভারতকে পাকিস্তানে খেলতে হবে কোনো রকম অন্যায় আবদার চলবে না। পাকিস্তান তো আইসিসির ইভেন্টে অংশ নিতে ভারতে যায় তা হলে ভারত কেনো পাকিস্তানে আসবে না। ভারত তার তথাকথিত ক্রিকেট কূটনীতি থেকে সরে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তে অটল। মুশকিলে পড়েছে আইসিসি। ক্রিকেট তো বড় ব্যবসা। ভারত যদি না খেলতে আসে আর পাকিস্তানে যদি নাছোড়বান্দার ভূমিকা থেকে সরে না আসে তাহলে অনেক মুনাফার ইভেন্ট শেষ পর্যন্ত লোকসানের খাতায় নাম লেখাবে। শুধু তা-ই নয়, অংশগ্রহণকারী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইসিসির সমস্যা হলো ক্রিকেট বাণিজ্যের 'বস' ভারতকে কখনো নাখোশ বা চটাতে চায় না। কেনো চাইবে গরু এবং দুধ উভয় হারাতে। এদিকে পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজন মানেই আইসিসি ইভেন্ট আবার ২৯ বছর পর ফিরে আসা। পাকিস্তান এবং তার ক্রিকেট বোর্ড যেটির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। পাকিস্তানের হিসাবও এখানে সহজ ছিল না। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের মতবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যদি ট্রফির খেলা এশিয়ার বাইরে অন্য কোনো দেশে স্থানান্তর করা হয় তাহলে তো পাকিস্তানের প্রত্যাশার 'অপমৃত্যু' ঘটবে। শুধু তাই নয় ক্রিকেট বাণিজ্য ছাড়াও দল হিসেবে ভারত যে স্বপ্ন দেখছে–তা বাইরের কন্ডিশনে বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। আর পাকিস্তান যদি ভালোয় ভালোয় ট্রফি খেলা সম্পন্ন করতে পারে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এটি অনেক বড় বিজয় এবং স্বস্তি। আর তাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান অনড় অবস্থা থেকে সরে এসে ভারতকে তার ইচ্ছানুযায়ী দুবাইয়ে খেলার ক্ষেত্রে রাজি হয়েছে। স্বাগতিক দেশ কিন্তু পাকিস্তানই থেকে গেছে। এতে করে ভারতের গ্রুপের দেশগুলো বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কেননা স্বাগতিক দেখে থাকবে, এখানে খেলবে শুধু ভারতের বিপক্ষে খেলার জন্য তাদেরকে কয়েক হাজার মাইল দূরে গিয়ে খেলতে হবে এবং আবার পাকিস্তানে ফিরে আসতে হবে।

আইসিসি ওয়ানডে সংস্করণের বিশ্বকাপের আলাদা গুরুত্ব এবং মর্যাদা আছে। সবশেষ ১৯৯৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল পাকিস্তান। এরপর গত ২৯ বছর আর পাকিস্তানে আইসিসি কোনো ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ হলো নিরাপত্তার অভাব। ২০০৮ সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু নিরাপত্তা শঙ্কায় বিভিন্ন দল উদ্বেগ জানাতে শুরু করলে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির খেলা পাকিস্তান থেকে সরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যায়। খেলা হয়েছে ২০০৯ সালে।

পাকিস্তানে ক্রিকেট মহাবিপদে পড়ে ২০০৯ সালে। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের বাইরে শ্রীলঙ্কা দলের টিম বাসে সন্ত্রাসী হামলা চালায়। এতে ছয়জন পুলিশ দুইজন পথচারী এবং বাসে অবস্থানকারী কয়েকজন ক্রিকেটার আহত হন। সেদিনই শ্রীলঙ্কান দল বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ফিরে যায়। এই ঘটনা ক্রিকেট বিশ্বকে নাড়া দেয়। সন্ত্রাসী হামলার পর পরবর্তী ছয় বছর আইসিসি কোনো সদস্য দেশ আর পাকিস্তানে যায়নি খেলতে। এরপর ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ে দলের পাকিস্তান সফরের মাধ্যমে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরে আসে। ২০১৭ সালে পাকিস্তান দেশে পিএসএল আয়োজন করে। এতে বিদেশি ক্রিকেটাররা অংশ নিয়েছেন। এরপর থেকে ভারত ছাড়া প্রতিটি টেস্ট খেলুড়ে দল এবং আইসিসি সহযোগী সদস্য দেশ পাকিস্তানে যেয়ে দ্বিপক্ষীয় এবং ত্রিদেশীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে–কোনো সমস্যা হয়নি। ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে যেতে না চাইলেও অন্যান্য খেলার দলগুলো কিন্তু পাকিস্তানে যাচ্ছে এবং খেলায় অংশ নিচ্ছে। সম্প্রতি সাউথ এশিয়ান গেমস ফেডারেশন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী সাফ গেমস পাকিস্তানে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও গেমস আয়োজনের ক্ষেত্রে তার সরকারের সম্মতির কথা জানিয়েছে।

ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে খেলতে যেতে চায় না এর পেছনে নিরাপত্তার চেয়ে ভূরাজনীতির প্রভাবই বেশি বলে মনে হয়। এই দুই দেশের ক্রিকেট মানেই উভয় দেশের রাজনীতিবিদদের জন্য নিত্য কার্যকলাপের বাইরে সক্রিয় হয়ে উঠা। প্রতিবেশী দুটো দেশের মধ্যে ক্রিকেটকে ঘিরে অদ্ভুত এক ধরনের 'ইগো' সমস্যা আছে।

নবম চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে। আইসিসির প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানে আয়োজন, নিরাপত্তা এবং আতিথিয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পাকিস্তানও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে তারা খেলাটাকে কত বেশি ভালোবাসে। দেশ ক্রিকেট মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছে বড় কাচুমাচু অবস্থায়। এরপরও দর্শকদের ক্রিকেট প্রীতিতে ভাটা পড়েনি।

নিজ দেশে এতদিন পর আইসিসির ক্রিকেট ফিরে এসেছে। তবে মাঠে পাকিস্তান ছিল ভীষণ বিবর্ণ। বিষয়টিকে প্রাক্তন ক্রিকেট 'গ্রেট' এবং ক্রিকেট অনুরাগীরা মেনে নিতে পারেননি। তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে দলটি। বৃষ্টির বদৌলতে ১ পয়েন্ট জুটেছে। পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকাদের বক্তব্য হলো 'জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পথযাত্রী ক্রিকেটকে সবাই মিলে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।'

শব্দজট-৬২৩

মু	স্তা	ফি	জু	র	র	হ	মা	ন
মি		ল						বি
মু		সি	না	লো	জা	ফ	টা	
ল		ম						ক
হ		স্স		শা	কি	ব	খা	ন
ক			কৌ	র				ও
সৌ		জ		জা	ই	দা		য়ে
র	মে	শ						
ভ			পি	টা	র	জে	ম	ম

শব্দজট-৬২৫

১								২
	৩							
৪								
		৫						
	৬							
৭								

শব্দজট-৬২৩ বিজয়ী

মো. জহুরুল ইসলাম
গ্রাম- খামার, উপজেলা- বাগমাড়া,
জেলা- রাজশাহী।

শব্দজট-৬২৩ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। -সম্পাদক

শব্দজট-৬২৩ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। আক্কাছ হোসেন, চরমোল্লাজী, চতলাবাজার, লালমোহন, ভোলা; ২। রাশিদা বেগম, ৭/৮ এ ফ্রি স্ট্রিট স্কুল, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, ঢাকা; ৩। গিয়াস উদ্দিন, (স.শি) লর্ড হার্ডিঞ্জ মা.বি., লালমোহন, ভোলা; ৪। সুমাইয়া আক্তার, গ্রাম+পোস্ট- বাখরপুর, থানা+জেলা- চাঁদপুর; ৫। । নাজমুল ইসলাম (নাঈম) ৯/আই সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার, ধানমণ্ডি-১৫, ঢাকা; ৬। ইশরাত জাহান শোভা, এমএস আলী রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; ৭। উম্মে হাবিবা, আলী সাহরদী, বন্দর, নারয়ণগঞ্জ; ৮। আফিয়া আফরিন, গ্রাম- নয়াপাড়া, পোস্ট- গয়হাটা, থানা- নাগরপুর, জেলা- টাঙ্গাইল; ৯। বিনিয়া বিথি বন্নি, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১০। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১১। মো. আবদুল মান্নান (অব), সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার অগ্রণী ব্যাংক লি, পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১২। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, বায়তুল শরিফ মাদ্রাসা, ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ১৩। মো. পাভেল, পিতা- শুভ মিয়া, গ্রাম- মাইলাগী মধ্যপাড়া, থানা- ঘিওর, জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৪। মেহেদী হাসান, বাসা জ/৩, ৪র্থ তলা, মনোহরখালী, বন্দর অফিসার্স কলোনী, সদরঘাট, চট্টগ্রাম; ১৫। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা রোড, খুলনা; ১৬। মো. জহুরুল ইসলাম, গ্রাম- খামার, উপজেলা- বাগমাড়া, জেলা- রাজশাহী; ১৭। তমশ্রী নাহা, বোয়ালখালি গণি স্টোর, চেরাগী পাহাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৮। ডিবি ভবন, ৯ নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৯। জয়শ্রী সেন, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২০। ইসমাইল হুসাইন শিহাব, শিক্ষার্থী, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ইইই, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বরিশাল; ২১। অমিত দস্তিদার (মন) দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ আসকারদিঘীর পাড়, জামাল খান কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২২। রাজীব সেন, কেবি আমান আলী রোড, বড় মিয়ার মসজিদ, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম; ২৩। রূপম দস্তিদার, ১নং মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড়, জামাল খান, আন্দর কিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০।

শব্দজট-৬২২ বিজয়ী
মেহেদী হাসান মামুন

নাম .....

ঠিকানা .....

.....

.....

মোবাইল .....

শব্দজট ৬২৫-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি :
১। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি-২০২৫ এ শতক করা বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান। ৩। বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক । ৫। বাংলাদেশি দ্রুততম মানব। ৬। বাংলাদেশি দ্রুততম মানবী। ৭। বাংলাদেশ নারী জাতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচ।

সূত্রঃ উপর-নিচ
২। বাংলাদেশ নারী জাতীয় ফুটবল দলের হেড কোচ। ৪। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান।

আক্কাছ হোসেন, গ্রামঃ চরমোল্লাজী, পোঃ চতলাবাজার
থানাঃ লালমোহন, জেলাঃ ভোলা-৮৩৩২।

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

উপেক্ষিত শামীম পাটোয়ারি

মো. মনির উদ্দিন

ওডিআই থেকে বিদায়ের কথা মাথায় রেখে বিসিবির ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। পরে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দেন এই বর্ষীয়ান ব্যাটসম্যান। অন্তত মাহমুদউল্লাহর জায়গায় হলেও শামীম হোসেন পাটোয়ারির নাম যোগ হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য এমনিতেও বিসিবির নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকার দাবীদার ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও কী কারণে যেন রাখা হয়নি। সাদা বলের ক্রিকেটে ফিনিশার কিংবা বিগ হিটিং অ্যাবিলিটির কথা মাথায় রেখে শামীম পাটোয়ারিকে চুক্তির সর্বনিম্ন ক্যাটাগরিতে রাখলেও সেটি অন্যরকম তাৎপর্য বহন করতো। এমনিতে তাঁকে বিশ ওভারের ক্রিকেটের 'বিশেষজ্ঞ' বলাই যায়। সিনিয়র তারকাদের বিদায়ের মিছিলে সামনের পালাবদলের পালায় তিনি তো ফিরতে পারেন বাংলাদেশের ওয়ানডে দলেও।

গত ডিসেম্বরে সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে দুই বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে সিরিজ জিতে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল টাইগাররা। বাংলাদেশের ওই অবিস্মরণীয় জয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন শামীম পাটোয়ারি। হয়তো খুব বড় স্কোর করতে পারেননি, কিন্তু এই সংস্করণের ক্রিকেটের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'ইনটেন্ট' ছিল অসাধারণ যা ম্যাচে প্রবল 'ইম্প্যাক্ট' সৃষ্টি করেছে। শামীম প্রায় এক বছর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন রাঙান আগ্রাসী ব্যাটিং করে। কিংসটাউনের গায়ানার স্লো উইকেটে প্রথম দুই ম্যাচে শেষ দিকে নেমে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন যা বাংলাদেশের সিরিজ জয়ে রেখেছে বড় অবদান। প্রথম ম্যাচে সাতে নেমে ক্যারিবীয় বোলারদের আচ্ছাসে পিটিয়ে মাত্র ১৩ বলে ১ বাউন্ডারি ও ৩ ছক্কায় খেলেন ২৭ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। শুরু থেকে ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশ শামীমের ওই ইনিংসের ওপর ভর করে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেটে ১৪৭ রান তুলে পরে বোলারদের দাপটে ৭ রানের নাটকীয় জয় তুলে নেয়। দ্বিতীয় ম্যাচে 'কৌশলগত কারণে' একধাপ পিছিয়ে শামীমকে নামানো হয় ব্যাটিং অর্ডারের আট নম্বরে। প্রথম ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন, এবার সেখান থেকে শুরু করে অপরাজিত থাকেন ৩৫ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের শাষণ করে খেলা তাঁর ১৭ বলের ঝড়ো ইনিংসে ছিল ২টি চার ও ২টি ছয়ের মার। ৭ উইকেটে ১২৯ রান করা বাংলাদেশ ওই ম্যাচটা ২৭ রানের ব্যবধানে জিতে সিরিজের নিষ্পত্তি করে ফেলেছিল সেখানেই। একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত নিয়মরক্ষার শেষ তথা 'ডেড রাবার' ম্যাচে অবশ্য ২ রানে আউট হয়ে গিয়েছিলেন শামীম।

বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সি গায়ে এখন পর্যন্ত শামীম পাটোয়ারি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন ২২টি। ১৭ ইনিংসে মোট রান ৩১১, গড় ২২.৭১, স্ট্রাইকরেট ১২৫.৬৯, সর্বোচ্চ ৫১। যে ১৭ বার ব্যাটিংয়ে নেমেছেন, ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচেই (২০২১ সালের জুলাইয়ে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৩ বলে ২৯ এবং একই ভেন্যুতে দ্বিতীয় ম্যাচে ১৫ বলে অপরাজিত ৩১) ২০০-র বেশি স্ট্রাইক রেট ছিল শামীমের এবং ২০০ উর্ধ্ব স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন সবশেষ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচেও। এর ফলে রেকর্ডের পাতায় উঠিয়ে ফেলেছেন নিজের নাম। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার ২০০ ছাড়ানো স্ট্রাইক রেটের ইনিংস খেলার রেকর্ড এটি। যে রেকর্ডে শামীম ছুঁয়েছেন লিটন দাসকে। কমপক্ষে ২৫ রানের ইনিংসকে মানদণ্ড ধরেই করা হয়েছে এই হিসাব। শামীম ১৭ ইনিংসে ৪ বার ২০০ প্লাস স্ট্রাইক রেটের ইনিংস খেললেও লিটন এ পর্যন্ত খেলেছেন মোট ৯৩ ইনিংস। অর্থাৎ শামীমের যেখানে গড়ে প্রতি চার ইনিংসে একবার ২০০ ছুঁয়েছে স্ট্রাইক রেট, লিটন তা করেছেন প্রতি ২৩ ইনিংসে। কমপক্ষে ২৫ রানের ইনিংসে তিনবার ২০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে এই রেকর্ডে বাংলাদেশের তৃতীয়সেরা মাহমুদউল্লাহ। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা মাত্র ২৬ বার ২০০ স্ট্রাইক রেটে ২৫ বা এর বেশি রানের ইনিংস খেলেছেন। এই সংস্করণে বাংলাদেশের ব্যর্থতার পাল্লা কেন ভারী হচ্ছে সেটির প্রমাণও দিচ্ছে এই পরিসংখ্যান। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে ২০০ ছোঁয়া স্ট্রাইক রেটের ইনিংসের এই হিসেবে বাংলাদেশই সবার নিচে। বাংলাদেশের চেয়ে কম টি-টোয়েন্টি খেলা আয়ারল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা ৩৬ বার ২০০ স্ট্রাইক রেটে ২৫ ছুঁয়েছেন। এক্ষেত্রে ৯৪ বার ২০০ স্ট্রাইক রেটের ইনিংস নিয়ে সবার ওপরে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের পর দেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও (বিপিএল) বেশ ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন শামীম পাটোয়ারি। চমক দেখিয়ে রানার্সআপ হওয়া চিটাগং কিংসের হয়ে মিরপুর, সিলেট ও চট্টগ্রাম তিন মাঠেই পেয়েছেন রান; খেলেছেন বেশ ক'টি মারকুটে ও ম্যাচ জয়ী ইনিংস। গত বিপিএলে বন্দর নগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১৫ ম্যাচের ১৫ ইনিংসে ২২.০৭ গড় ও ১৫৯.২৯ স্ট্রাইকরেটে শামীমের সংগ্রহ ছিল আসরের নবম সর্বোচ্চ ২৫২ রান, যেখানে ২টি হাফ সেঞ্চুরির মধ্যে ৪৭ বলে ৯ বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায় সাজানো সর্বোচ্চ ৭৯ রানের ইনিংসটি খেলেছিলেন কোয়ালিফায়ারে ফরচুন বরিশালের

বিপক্ষে।

যদিও সংস্করণ ভিন্ন, টি-টোয়েন্টির জায়গায় ওয়ানডে। তারপরও সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের অপরিহার্যতা দেখিয়েই যাচ্ছেন শামীম পাটোয়ারি। চলমান ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুরু থেকেই কথা বলছে তাঁর ব্যাট। এবার প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের জার্সিতে হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন প্রথম দুই ম্যাচেই। প্রথম ম্যাচে সাত নম্বরে নেমে মাত্র ২ রানের জন্য মিস করেছেন সেঞ্চুরি, তাও দল জিতে যাওয়ায়। কিন্তু যে দৃঢ়তা আর সাহসিকতায় ৯৮ রান করেছেন শামীম, সেটি অনেকের চোখে রান তাড়ায় বিপর্যয়ের মুখে ডিপিএলের ইতিহাসের অন্যতম ম্যাচজয়ী ইনিংস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে রূপগঞ্জ টাইগার্সের দেওয়া ২১৭ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে ১১৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল প্রাইম ব্যাংক। সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখে দলকে জেতান শামীম হোসেন। মুলত পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদকে (৩৭ বলে অপরাজিত ২৮) নিয়ে অষ্টম উইকেটে ১০৭ রানের অবিস্মরনীয় জুটি গড়ে পরাজয়ের শঙ্কা উড়িয়ে দলকে জিতিয়েই ড্রেসিংরুমে ফেরেন তিনি। এক পর্যায়ে জয়ের জন্য প্রাইম ব্যাংকের প্রয়োজন ছিল ৭ রান। সেঞ্চুরির জন্য শামীমের দরকার ১২। রূপগঞ্জ টাইগার্সের অকেশনাল অফস্পিনার আল আমিন জুনিয়রের প্রথম বলে বাউন্ডারি মারেন শামীম এবং দুই বল পর মারেন ছক্কা। প্রাইম ব্যাংক ৩ উইকেটে জিতে যায় ৩২.৪ ওভারেই। ৮৩ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় 'বাঁধাই করে রাখার মতো' অপরাজিত ৯৮ রানের ইনিংসের সুবাদে শামীমের হাতে অনুমিতভাবেই ওঠে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। দ্বিতীয় ম্যাচে পারটেক্স স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে শামীমের ব্যাট থেকে আসে ৬০ বলে ৬৯ রান, যদিও এদিন তাঁর দল প্রাইম ব্যাংক ম্যাচটা হেরে যায়।

২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপ জয় করেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। বিশ্বজয়ী জুনিয়র টাইগারদের অন্যতম যোদ্ধা ছিলেন শামীম হোসেন পাটোয়ারি। বয়সভিত্তিক পর্যায় থেকেই বাঁহাতি মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে আলো ছড়ানো এই তরুণ বিশ্বকাপের পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করে জায়গা করে নেন জাতীয় দলে। ২০২১ সালের ২৩ জুলাই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হারারে মাঠে টি-টোয়েন্টি অভিষেকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নাম লেখান শামীম। লাল-সবুজ জার্সি গায়ে বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই ১৩ বলে ২৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে আগমনীবার্তা জানান দেওয়ার পরের ম্যাচে একই ভেন্যুতে একই প্রতিপক্ষের সঙ্গে করেন ১৫ বলে অপরাজিত ৩১। সময়োপযোগী দুটি ইনিংসের সৌজন্যে দ্রুতই টি-টোয়েন্টির আদর্শ ব্যাটসম্যানের 'তকমা' পাওয়া শামীম অবশ্য এই সংস্করণে নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি। অন্যভাবে দেখলে থিতু হওয়ার পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে কিছু ইনিংসের ব্যর্থতায় তাঁকে দল থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। যে কারণে ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হয়নি শামীমের।

২০২৩ সালে আবারো তাঁকে দলে ফেরানো হয় এবং মোটামুটি পারফর্মও করেন। এক ফাঁকে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের মাধ্যমে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হয় শামীমের, তবে টুর্নামেন্টের চার ম্যাচ (১১, ১৬, ৫, ১; চার ইনিংসে ৮.২৫ গড়ে ৩৩) খেলে বলার মতো কিছু করতে পারেননি। ওদিকে আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর দুই টি-টোয়েন্টিতে রান করতে না পারায় আরও একবার ফেলে দেওয়া হয় 'বাতিল'-এর খাতায়! ফলে গত বছরের শুরু থেকে ছিটকে যান দলের বাইরে এবং এজন্য যুগ্মভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শামীম খেলতে পারেননি। একজন সম্ভাবনাময় তরুণ মারকুটে ব্যাটসম্যানকে টি-টোয়েন্টির জন্য আদর্শ মনে করার পরও তাঁকে পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিয়ে আন্তরিকতায় সেভাবে লালন করা হয়নি এবং এই সংস্করণের পরপর দুটো বিশ্বকাপে উপেক্ষা করা হয়েছে, বাংলাদেশের ক্রিকেটের সিস্টেমে যে কতটা গলদ বিরাজ করছে সেটা বোঝার জন্য এই একটি উদারণই যথেষ্ট!

এমনিতে বিগ হিটার হলেও এটা সত্যি যে শামীম পাটোয়ারির ব্যাটিংয়ে অনেক ফাঁকফোঁকর আছে। বেশিরভাগ সময় বলকে টেনে এনে ফাইন লেগের দিকে মারার দৃষ্টিকটু ও বিপজ্জনক প্রবণতা স্পষ্ট। তাছাড়া কয়েকটি ডট বল দিলে উইকেটে বেশ ছটফট করেন, ভুগেন স্বাচ্ছন্দ্যতার অভাবে। প্রতিভাবান ও ন্যাচারাল হিটার হলেও ব্যাটিং নিয়ে কাজ করে উন্নতির সুযোগ রয়েছে তাঁর। কিন্তু সেজন্য প্রপার সিস্টেমে থাকতে হবে, নাকি? জাতীয় দলে এভাবে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকলে তো তাঁর মেরে খেলার আত্মবিশ্বাসই তৈরি হবে না, উল্টো যা আছে তা নষ্ট হবে। পায়ের নিচে শক্ত মাটি না থাকলে স্বপ্নের বিস্তৃতিই বা হবে কতটুকু? সবশেষ মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ওয়ানডে ছেড়েছেন। এর ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের পঞ্চপাণ্ডব যুগের অবসান হয়েছে। অবশ্য মুশফিক টেস্টে খেলবেন। রঙিন পোশাকের ক্রিকেটে এখন শামীমরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। যত যাই হোক, তাঁদের দিকেই চেয়ে থাকতে হবে।

বিসিবির ২০২৫ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে শামীমের নাম না থাকা সত্যিই বেমানান। টি-টোয়েন্টির কথা চিন্তা করে তাঁকে অন্তত সর্বনিসমন 'ডি' ক্যাটাগরিতে হলেও রেখে মাসে দুই লাখ করে টাকা বেতন দিলে নিশ্চয় বিসিবির কোষাগার ফাঁকা হয়ে যেত না! বরং তাঁর প্রতি যে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সুদৃষ্টি আছে সেটাই মূর্ত হয়ে উঠতো যা শামীম পাটোয়ারিকে নিশ্চয় আরও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারতো।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন (মাসুম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৭
ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭
দৈনিক আজাদ ৩০ জুন ১৯৬৭
পাক পিডব্লিউডি দলের পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন
পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব-২ রহমতগঞ্জ এমএফএস-১
(আত্মঘাতী, সুজা) (বেলাল)

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টেডিয়ামের স্থনীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একমাত্র খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ২-১ গোলে রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। পাক পিডব্লিউডি দলের ইহা দশটি খেলায় ১৪ পয়েন্ট লাভ। রহমতগঞ্জ দল ১১টি খেলায় ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। গতকাল খেলায় পিডব্লিউডি দলের খেলোয়াড়েরা অপেক্ষাকৃত সমঝোতাপূর্ণ খেলা প্রদর্শন করেন। রহমতগঞ্জ দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার দরুন তাহাদের দুটি পয়েন্ট নষ্ট করিতে হয়। খেলার তিন মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা বিপক্ষ দলের ফাকা গোল পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন। ১২ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের পুরোভাগে খেলোয়াড়েরা একটি সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করিয়া গোলমুখে রাইট আউট নাজিরের নিকট বলটি আসিলে তিনি গোল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পরবর্তী ছয় মিনিটের মধ্যে রহমতগঞ্জ গোল করিবার আরও কয়েকটি সুযোগের অপব্যবহার করে। খেলার একুশ মিনিটের সময় পাক পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজার একটি শট রহমতগঞ্জ দলের স্টপারের পায়ে টোকা লাগিয়া স্বীয় দলের গোলে প্রবেশ করে (১-০)। বিরতির চার মিনিট পূর্বে রহমতগঞ্জ দলের রাইট ইন শাহজাহানের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া সেন্টার ফরোয়ার্ড বেলাল গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। প্রথমার্ধে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বিরতির ছয় মিনিটের পর পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা একটি দর্শনীয় শটের বারে বাহির দিয়া চলিয়া যায়। এক মিনিট পর রহমতগঞ্জ দলের লালু ও পিডব্লিউডি দলের আবিদের মধ্যে একটি সংঘর্ষের ফলে আবিদ হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ায় সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের ১৩ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের লেফট ইন গফুরের একটি তীব্র শট পাক পিডব্লিউডি দলের গোলরক্ষক নির্ভরতার সহিত রক্ষা করেন। বিরতির ২৪ মিনিট পর রহমতগঞ্জ দলের লেফট আউট নওয়াবের একটি তীব্র শট ক্রসবারে লাগিয়া ফিরত আসে। এক মিনিট পর পাক পিডব্লিউডি দলের রাইট ইনেরা একটি চমৎকার লব হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা হেড করিয়া সীয় দলকে অগ্রগামী করেন (২-১)। দ্বিয়ার্ধের ৩০ মিনিটের সময় পাকিস্তান পিডব্লিউ ক্লাব : রেজা, হামিদ, ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী, আবিদ, বিমল, ধীরেন, গণি, সুজা, বাবুল, মঞ্জুর।
রহমতগঞ্জ এমএফএস : বরকত, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, কায়কোবাদ, নাজির, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়া।
রেফারি : নওয়াজ আলম।

দৈনিক আজাদ ১ জুলাই ১৯৬৭
ইপিআইডিসির আরেকটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট
ইপিআইডিসি- ০ ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব-০

স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের চরম উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ইপিআইডিসি দল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করিয়াছে। এই পয়েন্ট নষ্ট করায় ইপিআইডিসি দল লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় আরও একধাপ পিছাইয়া পড়িল।

দুই দলের অবস্থান

দল	খেলা	জয়	পরাঃ	ড্র	পয়েন্ট
ইপিআইডিসি	১১	৭	০	৪	১৮
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	১১	৬	১	৪	১৬

ইপিআইডিসি দলের খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই জয়লাভের চেষ্টা করিলেও দলীয় জয়লাভের জন্য সমঝোতা পূর্ণ খেলা পরিবেশন করিতে না পারায় এবং বিপক্ষ দলের গোলমুখে গোল করিবার বহু সুযোগের অপব্যবহার করায় একটি পয়েন্ট হারাইতে হয়। পক্ষান্তরে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়সূলভ মনোভাব বজায় থাকায় তাহারা একটি পয়েন্ট ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

খেলার বিবরণ

পিচ্ছিল মাঠে খেলা, শুরু ৩ মিনিট পর ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন হাশেমের একটি দর্শনীয় ভলিশট বারের বাহির দিয়া চলিয়া যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে ইপিআইডিসি দলের লেফট আউট গাজী পায়ে ব্যথা পান। খেলার ১২ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লাহ চমৎকারভাবে একটি বল সম্মুখে ঠেলিয়া দেন কিন্তু হাশেম উহা বারের ওপর দিয়া মারিয়া দেন। দুই মিনিট পর ভিক্টোরিয়া দলের রাইট আউট ইউনুস লেফট ইন আজিমকে একটি বল দিলে আজিম উহা হইতে গোল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। খেলার পনেরো মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট ব্যাক সাইফুদ্দিন পায়ে ব্যথা পাওয়ায় তাহাকে রাইট আউটে খেলিতে দেখা যায়। নিয়মিত রাইট আউট সলিমুল্লা ব্যাকে চলিয়া আসেন। চব্বিশ মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের লেফট ইন হাশেমের একটি তীব্র শট দুর্ভাগ্য বশত: পার্শ্ববারে লাগিয়া ফিরত আসে। বিরতির পূর্ব মুহূর্তে ইপিআইডিসি দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল করিবার বহু চেষ্টা করেন কিন্তু ভিক্টোরিয়া দলের রক্ষণভাগের বিশেষ করিয়া গোলরক্ষকের নির্ভরতার দরুন প্রথমার্ধ গোলশূন্য অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

বিরতির পর

বিরতির পর ভিক্টোরিয়া দল হাওয়ার অনুকূল হইতে আক্রমণ শুরু করেন। সাত মিনিট পর ভিক্টোরিয়া দলের লেফট আউট টিপুর একটি চমৎকার বলই ইপিআইডিসি দলের গোল রক্ষক হাকিম নির্ভরতার সহিত প্রতিহত করেন। দ্বিতীয়ার্ধের সতেরো মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের হাশেমের একটি নিশ্চিত গোল হইবার শট ভিক্টোরিয়া দলের রাইট ব্যাক দেবীনাশ গোল রেখা হইতে হেড করিয়া রক্ষা করেন। পরবর্তী মিনিটে ভিক্টোরিয়া গোলরক্ষক নিশ্চিত একটি গোল রক্ষা করেন। ত্রিশ মিনিটের সময় ভিক্টোরিয়া দলের ইউনুসের একটি শট বারের ওপর দিয়া চলিয়া যায়। খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ইপিআইডিসি : হাকিম, আমিন, গফুর, শরফুদ্দিন, আলী, হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, প্রতুল, আসলাম, হাশেম, গাজী।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব : ইকবাল, দেবীনাশ, সালেহ, সাদেক, আলী মোহাম্মদ, লতিফ, ইউনুস, ইউসুফ, কবির, আজিম, টিপু।
রেফারি : নেওয়াজ আলম।

আজাদ ও পুলিশ দলের পয়েন্ট বণ্টন
আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব- ১ পুলিশ এসি-১

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ও পুলিশ এসি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত গতকাল শুক্রবার প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় উভয় দল পয়েন্ট বণ্টন করিয়া লইয়াছে।

দৈনিক আজাদ ২ জুলাই ১৯৬৭
মোহামেডান স্পোর্টিং দলের বিজয় অভিযান অব্যাহত
ঢাকা মোহামেডান-৩ ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব- ০
(হাফিজ উদ্দিন, তোরাব আলী, শামসু)

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার শীর্ষে অবস্থানকারী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকাল শনিবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ৩-০ গোলে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের খেলাটি উপভোগ করিতে মাঠে উল্লেখযোগ্য লোক সমাগম হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়েরা অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলেও খেলায় দীর্ঘ সময় বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার দরুন গোল করা সম্ভবপর হয় নাই। শেষার্ধের সতেরো মিনিট পর্য্যন্ত বিপক্ষ দলের বহু আক্রমণধারা প্রতিহত করিবার পর ওয়ান্ডারার্স দলের খেলোয়াড়েরা পরিশ্রান্ত হইয়া পরেন। যাহার ফলে পরবর্তী তেরো মিনিটের মধ্যে পরপর তিনটি গোল হয়। মোহামেডান স্পোর্টিং দলের রক্ষণভাগের জহির, তোরাব আলী, কাদের, পিন্টু ও গফুর দৃঢ়তার সহিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। গোলরক্ষক নুরুন্নবীর সহজ ও স্বাভাবিক খেলা সহযোগী খেলোয়াড়দের উৎসাহদানে সহায়তা করেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে খেলার প্রচেষ্টা কেহই করেন নাই, তবে ব্যক্তিগতভাবে সকলের যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

ওয়ান্ডারার্স দলের খেলোয়াড়েরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে বিচলিত না হইয়া অপরাপর দিন অপেক্ষা উন্নত খেলা প্রদর্শন করেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সুষ্ঠু আদান প্রদানে সমঝোতা বজায় থাকিলে খেলার ফলাফলে কিছুটা পরিবর্তন হইত। রক্ষণভাগে স্টপার নবী বক্স, লেফট ব্যাক আসলাম ও লেফট হাফ ইসমাইল রোশো দৃঢ়তার সহিত বিপক্ষ দলের আক্রমণ দ্বারা প্রতিহত করেন।

খেলার বিবরণ

প্রথমার্ধে গোলশূন্যভাবে শেষ হইবার পর দ্বিতীয়ার্ধের সতোর মিনিটের সময় মোহামেডান দলের রাইট আউট প্রতাপের একটি কর্নার শট বিপক্ষ দলের গোলমুখে পড়িলে একটি জটলা সৃষ্টি হয়। জটলার মধ্যে লেফট ইন হাফিজ উদ্দিন হেড করিয়া দিনের প্রথম গোলটি করেন (১-০)। আট মিনিট পর মোহামেডান স্পোর্টিং দলের স্টপার তোরাব আলী একক প্রচেষ্টায় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের ডজ দিয়া তীব্র একটি শটের সাহায্যে পরবর্তী গোলটি করেন (২-০)। খেলার শেষ হইবার পাঁচ মিনিট পূর্বে বিজয়ী দলের শেষ গোলটি করেন সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু (৩-০)।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের প্রথম চারটি দলের অবস্থান

দল	খেলা	জয়	পরাঃ	ড্র	পয়েন্ট
ঢাকা মোহামেডান	১১	৯	০	২	২০
ইপিআইডিসি	১১	৭	০	৪	১৮
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব	১১	৬	১	৪	১৬
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব	১১	৪	২	৫	১৩

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নুরুন্নবী, জহির, তোরাব আলী, জাকারিয়া পিন্টু, কাদের, গফুর, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, হাফিজ উদ্দিন, মুসা।
ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, রিয়াজ, ইসমাইল রোশো, আনসার, ওয়াসী, সাদেক, মন্টু, তসলিম।
রেফারি : জেড আলম।

দৈনিক আজাদ ৩ জুলাই ১৯৬৭

সন্দেহজনক গোলে ইপিআইডিসি দলের মূল্যবান পয়েন্ট অর্জন

ইপিআইডিসি- ১ রহমতগঞ্জ এমএফএস-০

(জব্বার)

গতকাল রোববার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের একটি সন্দেহজনক গোলে ইপিআইডিসি দল ১-০ গোলে রহমতগঞ্জ এমএফএস দলকে পরাজিত করিয়া মূল্যবান দুটি পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটের সময় বিজীয় দলে লেফট ইন জব্বার একমাত্র গোলটি করেন। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত ইপিআইডিসি দলের খেলোয়াড়েরা তরুন রহমত গঞ্জ দলের বিরুদ্ধে অতি নিম্নমানের খেলা প্রদর্শন করেন। তরুণ রহমতগঞ্জ দলের খেলোয়াড়েরা গতকাল অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করেন। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষ দলের পুরোভাগে খেলোয়াড়দের দৃঢ়তার সহিত প্রতিহত করেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়েরা বল লইয়া বিপক্ষ দলের গোলমুখ পর্যন্ত লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেও গোল করিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিতে হয়।

রেফারি আক্রান্ত

খেলা শেষে এক শ্রেণীর উশৃঙ্খল দর্শক রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়া রেফারি ও লাইনম্যানের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত তাহারা রেফারি সমিতির তাবুতেও ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে।

খেলার বিবরণ

পিচ্ছিল মাঠে খেলার দশ মিনিটের সময় রহমতগঞ্জ দলের লেফট আউট নয়া একটি বল সম্মুখে ঠেলিয়া দিলে রাইট ইন শাহজাহান উহা আয়ত্তে আনিতে সক্ষম না হওয়ায় রাইট আউট নাজির বলটি ধলেন ও পরে বাহিরে মারিয়া দিয়া একটি গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। প্রথমার্ধের অবশিষ্ট সময়ে রহমতগঞ্জ দলের পুরোভাগে খেলোয়াড়েরা গোল করিবার বহু সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে ব্যর্থ হন।

জয়সূচক গোল

দ্বিতীয়ার্ধের দুই মিনিটের সময় ইপিআইডিসি দলের রাইট আউট সলিমুল্লাহর একটি লব হইতে লেফট ইন জব্বার অফ সাইডে থাকিয়া হেড করিয়া জয়সূচক গোলটি করেন। পরবর্তী দুই মিনিটের মধ্যে রেফারি ও লাইন্স ম্যানের মধ্যে আরও একটি মতানৈক্য দেখা যায়।

রেফারিদের দায়িত্ব

খেলার সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির জন্য রেফারি ও লাইন্সম্যানের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। খেলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা যাহাতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তাহা নজর রাখা উচিত।

ইপিআইডিসি : হাকিম, নুরুল আমিন, গফুর, আমিন, হাফিজ, মুসা, সলিমুল্লাহ, প্রতুল, হাশেম, জব্বার, টুলু।
রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, নাজির, কায়কোবাদ, শাহজাহান, বেলাল, গফুর, নয়া।
রেফারি : নওয়াজ আলম

পাক পিডব্লিউডি দলের ৩-১ গোলে জয়লাভ

পাক পিডব্লিউডি ক্লাব- ৩ ওয়ারী ক্লাব- ১

(বাবুল-২, ওয়াহিদুজ্জামান-১)

আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত গতকাল রবিবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় পাক পিডব্লিউডি দল ৩-১ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ী দলের রাইট আউট বাবুল ২ টি ও সেন্টার হাফ ওয়াহিদুজ্জামান ১টি গোল করেন।

দৈনিক আজাদ ৫ জুলাই ১৯৬৭

পিডব্লিউডির বিরুদ্ধে মোহামেডান দলের ৫-০ গোলে জয়লাভ

ঢাকা মোহামেডান-৫ পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব- ০

(রসুল বক্স, শামসু, হাফিজ, কাদের, মুসা)

স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উভয় দলের প্রথম রাউন্ডে শেষ খেলায় শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব গতকাল মঙ্গলবার ৫-০ গোলে পাক পিডব্লিউডি দলকে পরাজিত করিয়াছে। ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মোট ১২টি খেলায় ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করিয়া লীগের প্রথম পর্যায়ের খেলা শেষ করিয়াছে। শক্তিশালী ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলায় সর্বক্ষণ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাখে। খেলার শেষ দিকে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া খেলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় খেলার স্বাভাবিক সৌন্দয সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। রেফারি জনাব গোলাম হোসেন পরিচালক হিসেবে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাহার সতর্ক দৃষ্টির অভাবে খেলোয়াড়দের মধ্যে রেষারেষি ভাব বৃদ্ধি পায়। উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অশোভন আচরণ খেলা পরিচালনায় অন্যতম বাধা স্বরূপ হইয়া পরে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে।

খেলার বিবরণ

হাওয়ার অনুকূলে থাকিয়া পাক পিডব্লিউডি দলের ধীরেন প্রথম আক্রমণ রচনা করেন। তার একটি দৃঢ়তাপূর্ণ শট মোহামেডান দলের গোলরক্ষক নুরুন্নবী নির্ভরতার সহিত রক্ষা করেন। খেলার সাত মিনিটের সময় মোহামেডান দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসুর একটি দর্শনীয় শট বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক ড্রাইভ দিয়া কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন। প্রতাপ কর্নার শট করিলে বলটি গোলমুখে পড়ে। পাক পিডব্লিউডি দলের স্টপার হেড করিয়া বলটি সম্মুখে আগাইয়া দিলে রাইট হাফ রসুল বক্স বাম পা দিয়া তীব্র একটি শটের সাহায্যে প্রথম গোলটি করেন (১-০)। সতেরো মিনিট পর মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসার একটি লব প্রতাপ হেড করিয়া বারের ওপর দিয়া বাহিরে মারিয়া দেন। প্রথমার্ধের সাতাশ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট আউট মুসার একটি পাস হইতে সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু দর্শনীয়ভাবে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)।

বিরতির পর

দ্বিতীয়ার্ধের সাত মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড শামসু বিপক্ষ দলের ব্যাক সীমানার বাহিরে লেফট ইন হাফিজকে একটি বল ঠেলিয়া দেন। হাফিজ উহা হইতে অতি সহজেই স্বীয় দলের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করেন (৩-০)। পাঁচ মিনিটের পর পাক পি ডব্লিউ ডি দলের স্টপার ওয়াহিদ নিষিদ্ধ সীমানায় মোহামেডান দলের রাইট আউট প্রতাপকে ফাউল করায় রেফারি পেলান্টির নির্দেশ দেন। বিজয়ী দলের লেফট হাফ কাদের কোণাকুনি এক শটের সাহায্যে পরবর্তী গোলটি করেন (৪-০)।

দৈনিক বল প্রয়োগ

বিরতির কুড়ি মিনিট পর হইতে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে দৈনিক বল প্রয়োগ করিয়া খেলিতে দেখা যায় এবং খেলা পরিচালক ও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনিতে ব্যর্থ হন।

দ্বিতীয়ার্ধের উনত্রিশ মিনিটের সময় মোহামেডান দলের লেফট আউট মুসা একক প্রচেষ্টায় পরবর্তী গোলটি করেন (৫-০)। পরবর্তী মিনিটে পিডব্লিউডি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড সুজা গোল পরিশোধের একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নুরুন্নবী, জহির, তোরাব আলী, জাকারিয়া পিন্টু, রসুল বক্স, কাদের, প্রতাপ, আবদুল্লাহ, শামসু, হাফিজ, মুসা।

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব : রেজা, হামিদ, ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী, আবিদ, বিমল, বাবুল, গণি, সুজা, ধীরেন, মঞ্জুর।

রেফারি : গোলাম হোসেন।

(চলবে)

এই সিরিজ এশিয়াডে পদক জিততে সাহায্য করবে–ঘনশ্যাম

ওমর ফারুক রুবেল

তিনি নিয়মিত ভারতের প্রো-কাবাডি লিগে খেলে থাকেন। তাই দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ঘনশ্যাম রোকা মাগারকে নেপাল জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক মাস আগে নেপালে অনুষ্ঠিত নেপাল কাবাডি লিগেও অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। ঢাকাতেও বাংলাদেশ-নেপাল কাবাডি সিরিজেও তাঁর খেলা নজর কেড়েছে দর্শকদের। সেই ঘনশ্যামের মুখে নেপাল কাবাডি দলের আগামীর ভাবনা তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন : ঢাকায় খেলে কেমন লাগছে আপনার?

ঘনশ্যাম রোকা মাগার : খুব ভালো লাগছে। অভিজ্ঞতাও ভালো হয়েছে। এখানে আমাদের খুব আতিথেয়তাও দিয়েছে আয়োজকরা।

প্রশ্ন : সিরিজ হেরেছেন। দলের খেলায় কি সন্তুষ্ট আপনি?

ঘনশ্যাম : আমাদের দল খুব তরুণ একটি দল। তরুণ হলেও তাঁরা দারুণ খেলেছে, প্রতিপক্ষ যখন বাংলাদেশের মতো অভিজ্ঞ একটি দল।

প্রশ্ন : সিরিজ হারার কারণ কী বলে মনে হয় আপনার?

ঘনশ্যাম : আমার মনে হয়, আমরা খুব একটা খারাপ খেলিনি। দুয়েকটা ম্যাচতো খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে। যার ফল দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। তবে টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা ছিল আমাদের। তাই প্রথম এবং শেষ তিনটি ম্যাচ হেরেছি। আমরা এসব সমস্যা কিন্তু খুঁজে বের করে তা সমাধানের চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : শুনেছিলাম, রেফারিং নিয়ে কিছু অভিযোগও ছিল আপনাদের?

ঘনশ্যাম : রেফারিং নিয়ে আমাদের কোচ লোক বিষ্ট সাহেব অনেক কিছুই বলেছেন। তবে আমার না। টুকটাক কিছু সমস্যা থাকতে পারে। বাকি সব ঠিক আছে।

প্রশ্ন : এই টুর্নামেন্ট থেকে কী শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন?

ঘনশ্যাম : আমাদের কিছু ভুল ছিল, যা শুধরাতে হবে। আশা করি সামনের দিকে তা ঠিকঠাক হবে। অনেক কিছু শিখলামও।

প্রশ্ন : শুনলাম, এখানে এসে না কি এক ম্যাচ জিতেই নিজেদের সফল মনে করছেন?

ঘনশ্যাম : দেখুন, বাংলাদেশ এক সময় এশিয়াডে নিয়মিত পদক জিতেছে। এসএ গেমসেও তারা নিয়মিত পদক পাচ্ছে। এই দলটির বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের মধ্যে একটিতে আমরা জিতেছি। এটি আমাদের বড় সাফল্য।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ও নেপালের কাবাডির মধ্যে কী পার্থক্য দেখেন আপনি?

ঘনশ্যাম : বাংলাদেশ অভিজ্ঞ ও তরুণ একটি দল। যেখানে আমরা কেবল তরুণ দল, তেমন অভিজ্ঞ নয়।

প্রশ্ন : ভারতের নিয়মিত প্রো-কাবাডির খেলোয়াড় আপনি। আপনার প্রশংসা করে অনেকে। বিষয়টি কেমন উপভোগ করেন?

ঘনশ্যাম : আমি খুব ফিল করি। কাবাডি দলগত খেলা। দলের সবাইকে ভালো করতে হয়। এককভাবে কিছু করা যায় না। তবে আমি চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দিতে। তাই হয়তো যারা খেলা দেখেন, তারা প্রশংসা করে থাকেন।

প্রশ্ন : নেপালে তো ফুটবল ও ক্রিকেট খুবই জনপ্রিয় খেলা। কাবাডির জনপ্রিয়তা কেমন?

ঘনশ্যাম : ফুটবল খুবই জনপ্রিয়। ক্রিকেটও ইদানীং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, ধীরে ধীরে কাবাডি জনপ্রিয় হচ্ছে।

প্রশ্ন : নেপাল প্রথমবার কাবাডি লিগের আয়োজন করেছে। এতে কতটা লাভবান আপনারা?

ঘনশ্যাম : ভারতের প্রো-কাবাডির পর, আমাদের নেপালেই কাবাডি লিগ হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পেয়েছেন। আমাদের নেপাল কাবাডি খেলোয়াড়দের জন্য ভালো সুযোগ হলো এটি। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম কোন দেশের খেলোয়াড়রা কেমন খেলে।

প্রশ্ন : এসএ গেমস বা এশিয়ান গেমসে আপনাদের লক্ষ্য কী?

ঘনশ্যাম : আমাদের একমাত্র লক্ষ্য পদক জেতা। এশিয়ান গেমসে পদক চাই। মেয়েরা পেয়েছে। এবার ছেলেদেরটাও চাই। আমরা চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : আগামী বছরের জানুয়ারিতে পাকিস্তানে এসএ গেমস। লক্ষ্য কী?

ঘনশ্যাম : ২০১০ সালে আমরা নেপাল পুরুষ কাবাডি দল একবার ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম। এবার পাকিস্তানে সেই পদক পুনরুদ্ধার করতে চাই। তাই পাকিস্তানে পদক জেতার জন্যই যাব। ভেঙে বলতে গেলে আসন্ন এসএ গেমসে আমরা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিততে চাই। এবার আমরা প্রথমবার বাংলাদেশকে হারিয়েছি। এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি আমরা। অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। এ ছাড়া এই সিরিজ এশিয়াডে আমাদের পদক জিততে সাহায্য করবে।

জাতীয় হকি দলে ভাই-বোন রকি-রাত্রি

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

যে সব তরুণের হাতে এখনো হকির আশার প্রদীপটা নিভু নিভু করে জ্বলছে তাদেরই একজন রাকিবুল হাসান রকি। বয়সভিত্তিক দলের গণ্ডি পেরিয়ে এখন জাতীয় দলে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। স্টিক আর বলের কারিকুরিকে ভালবেসে হকিতে এসেছে তারই বোন ফারদিয়া আক্তার রাত্রি। ভাই-বোনের মিশেলে নতুন এক আগ্রহ তৈরি হয়েছে খেলাটিকে নিয়ে। দুই ভাই এমনকি তিন ভাইয়েরও একই খেলায় মাঠ মাতানোর রেকর্ড বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে রয়েছে। তবে হকিতে ভাই-বোন মিলে খেলার ঘটনা আগে ঘটেনি, যা হকি ফেডারেশনের অনেক কর্মকর্তা বেশ গর্বের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে বলছিলেন।

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে পবিত্র রমজান মাসেও মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে আলাদা করে একজনকে দেখা গেল, তিনি ফারদিয়া আক্তার রাত্রি। কিশোরগঞ্জের এই মেয়ের পুরো দৃষ্টিই ছিল বড় ভাই রকির দিকে। রকি এসবকে পাত্তা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে অনুশীলন করছিলেন। দুই ভাইবোনই একই সঙ্গে অনুশীরন করছিলেন। অন্যদিকে দলের অনুশীলন দেখছিলেন হকি ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল হাসান। ফেডারেশনের সদস্য শহিদুল্লাহ দোলনও নিবিড়ভাবে অনুশীলন প্রত্যক্ষ করছিলেন। পুরুষ দলের অনুশীলনের বিশেষত্ব তুলে দলে দোলন বলেন, 'বাংলাদেশের হকিতে নতুন একটি ঘটনা ঘটে গেল। হকিতে এবারই প্রথম ভাই-বোন জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে খেলছেন। আগে অনেক ভাই-ভাই ঘরোয়া আসরের পাশাপাশি জাতীয় দলেও খেলেছে। কিন্তু ভাই-বোনের সম্মিলন এটাই প্রথম'। রকি দেশের প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। জাতীয় দলের পাশাপাশি বয়সভিত্তিক বিভিন্ন দলেও খেলেছেন। এরই মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপ হকিতে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। রকি ইতহাস গড়া সেই দলের একজন গর্বিত সদস্য। আর সে কারণেই রকিকে নিয়ে গৌরব আর অহংকারের শেষ নেই বোন রাত্রির কাছে, 'রকি ভাই অনেকদিন ধরেই হকি খেলছেন। বিষয়টি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আমরা ভাই-বোন মিলে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াতে পেরেছি। এখন দেশের জন্য ভাল কিছু করতে চাই। ভাইবোনেরে পরিচয়টা তাই এখন ভুলে যেতে চাই'।

মূলত দেশের জন্য কতটা দিতে পারছেন সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাত্রির কাছে। রকি-রাত্রির পরিবারের অনেকেই বিভিন্ন খেলার সঙ্গে জড়িত। তাদের ফুফু রোকেয়া পাঠান হ্যান্ডবল, ভলিবল খেলেছেন। রকি-রাত্রিদের পরিবারের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বড় দুই বোন খেলেছেন। পিংকি হ্যান্ডবল আর লিনা অ্যাথলেটিস ট্র্যাকে দৌড়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক জয়ের কৃতিত্বও দেখিয়েছেন তারা। মূলত বড় বোন লিনার স্বামীই, রাত্রির দুলাভাই রকিকে হকিতে আনতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একইভাবে রাত্রিও হকিতে এসেছেন। ২০১৬ সালে কিশোরগঞ্জের আরজত আতরজান উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে স্কুল হকি খেলতে শুরু করেন। ২০২৩ সালে ওমানে অনুষ্ঠিত ফাইভ এ সাইড হকিতে শুধু খেলেননি, রাত্রি ছিলেন সেই দলের অধিনায়ক। উজবেকিস্তানকে ৭-২ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা দল। ওমানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ ২-০ গোলে জিতেছিল, সেই ম্যাচে রাত্রি গোলও করেছিলেন। বড় ব্যবধানে জয়ের কারণে এই দুটি ম্যাচই রাত্রির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভাই রকিও কম যান না, এরই মধ্যে আলাদা একটা পরিচিতিও লাভ করেছেন। মাঠে নামার আগে মাথায় ব্যান্ড পরে থাকেন। স্টিক হাতে দৌড়ানোর সময় ঘাম চোখে গড়িয়ে গাল বেয়ে শরীরে পড়ে। আর সেটা ঠেকাতেই সুন্দর দেখে অনেকগুলো ব্যান্ড কিনেছেন। স্টিক হাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পাশাপাশি স্টাইল করে মাঠে নামতে দারুণ পছন্দ রকির। অনেকটা জাতীয় দলের সাবেক খেলোয়াড় রফিকুল ইসলাম কামালের মতো। মাথায় ব্যান্ড পড়ে খেলতে পছন্দ করতেন তিনি। রকি নিজেকে আরেক কাঠি এগিয়ে নিতে চান। অনুশীলনে এক পায়ে লাল আর অন্য পায়ে সবুজ মোজা পড়ে নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছেন। সে কারণেই ভাই রকির সঙ্গে দারুণ সখ্যতা রাত্রির। মুখে হাসির আভা রেখে হাসতে হাসতে রাত্রি বলেন, 'আমি রকি ভাইয়ের স্টাইলকে খুব পছন্দ করি। বর্তমানে ওর চুলে যে বেণি করা হয় আমি এটা করে দেই। সকালে অনুশীলন থাকলে রাতে বেণি করার দায়িত্বটা আমার ওপরই থাকে। চুলে বেণি করা রকির খুবই পছন্দ পছন্দ'। রকিকে টাফে খুব চঞ্চল দেখালেও আসলে তিনি সেরকমটি নন বলে দাবী করেছেন রাত্রি। বাসায় ও বাসার বাইরে সবসময়ই চুপচাপ থাকেন বলে জানান। আর সেটাই ভাই হিসেবে বোনের কাছে চাওয়া। রকিকে আরও উঁচুতে দেখতে চান রাত্রি।

রাকিবুল হাসান রকি এখন নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করছেন। জাতীয় দলেই পুরো মনোযোগ রাখছেন। ভাই-বোনের হকিতে আসা নিয়ে রকি বলেন, 'আমি আগে হকি খেলা শুরু করলেও জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে রাত্রি আমার আগে দেশের বাইরে খেলতে গিয়েছিল। ২০১৯ সালে আমি অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দলের ক্যাম্পে থাকার সময়ই আমার ছোট বোন আমার আগে জাতীয় দলের হয়ে বিদেশে খেলতে গিয়েছিল। এতে আমার হিংসা শুরু হয়, সেটাকে অন্যভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। রাত্রির জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য জেদ হিসেবে কাজ করে, মূলত এরপরই আরো সিরিয়াস হয়ে জাতীয় দলে খেলার সুযোগ মেলে'। জাতীয় দলে খেলতে পণ করেছিলেন, সেটাই বাস্তব হয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে কেমন মজা পেয়েছেন সেই স্বাদ নিতে চেয়েছিলেন। রকির কাছে ছেলেদের হকিতে মেয়েদের তুলনায় প্রতিযোগিতাটা বেশি। একই পরিবার থেকে ভাই-বোন হকি খেলছে, এটা দারুণ এক অনুভুতি রকির কাছে।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও কঠিন লড়াই নারীদের

মোস্তফা তারিক আল বান্না

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের কপালই মন্দ। গত জানুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-২ ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা ছয়ে থাকতে পারেনি বাংলাদেশ। যে কারণে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের মূল পর্বে সরাসরি অংশ নিতে পারবে না বাংলাদেশ, বাছাইপর্ব খেলতে হবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। এখন কথা হলো, বাছাইপর্বেও বাংলাদেশ কিন্তু সহজেই পার পাবে না। ফলে প্রতিটি ম্যাচেই জয়ের জন্য মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে।

১৪ মার্চ সেই বাছাইপর্বের সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। এ পর্বে অংশগ্রহণ করবে ৬টি দল। এর মধ্যে বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাছাইপর্ব খেলছে নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ৭-১০ নম্বরে শেষ করায়। থাইল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড বাছাইপর্ব খেলার সুযোগ পাচ্ছে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকায়। ৯ থেকে ১৯ এপ্রিলের মধ্যে ১৫ ম্যাচের এ বাছাইপর্বের সব কটি খেলাই হবে পাকিস্তানের লাহোরের দুটি স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী ম্যাচে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের মেয়েরা মুখোমুখি হবে আয়ারল্যান্ডে। একই দিনে লাহোর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লড়বে স্কটল্যান্ড। নিগার সুলতানা জ্যোতিদের প্রথম ম্যাচ ১০ এপ্রিল, থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। নিগার সুলতানাদের বাকি ম্যাচগুলো আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্বাগতিক পাকিস্তানের বিপক্ষে যথাক্রমে ১৩, ১৫, ১৭ ও ১৯ এপ্রিল। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। রবিন লিগের খেলা শেষে পয়েন্ট টেবিলের সেরা দুই দল যাবে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের মূল পর্বে স্বাগতিক ভারত, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা সরাসরি খেলবে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসা দুই দল।

একটি দলের বিপক্ষে মাত্র একবার করেই ম্যাচ। তাই খুবই সতর্ক হয়ে মোকাবিলা করতে হবে প্রতিটি দলকেই। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে ১৫ বার। দুই দলই ৭ বার করে জিতেছে। আর একটি ম্যাচ টাই হয়েছে। ফলে কেউ কারও চেয়ে শক্তিশালী নয় কিংবা দুর্বল নয়। খেলা যেহেতু পাকিস্তানের মাটিতে, তাই কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবে পাকিস্তান। তাই ম্যাচের শুরু থেকেই জয়ের লক্ষ্যেই খেলতে হবে বাংলাদেশকে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের রেকর্ড খুবই ভালো। ৯ বারের মোকাবিলায় বাংলাদেশ ৬ বার এবং আয়ারল্যান্ড ১ বার জিতেছে। বাকি দুই ম্যাচের কোনো ফলাফল হয়নি। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছে ৪ বার। ফলে দুই দলের প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা যাচাই করার সুযোগ হয়েছে। আর তাতে শতভাগ এগিয়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের। তারপরও স্কটল্যান্ড দলকে শক্তিশালী মনে করেই মাঠেন নামতে হবে। কোনোভাবেই অবজ্ঞা করা যাবে না স্কটল্যান্ডকে। হতেও পারে তারা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের চেয়ে শক্তিশালী। আর যেহেতু এটা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেটা ভেবেই বাংলাদেশকে জয়ের জন্যই মাঠে নামতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেটে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এই দুই দল পরস্পরের মোকাবিলা করেছে ৪ বার। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ বার এবং বাংলাদেশ ১ বার জয়লাভ করেছে। ফলে বাংলাদেশকে বাছাইপর্বে সবচেয়ে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে ক্যারিবিয়ান নারীদের বিপক্ষে। আর সেই ম্যাচে বাংলাদেশকে কঠিন মনোবল নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

কাবাডি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের দাবি এবং প্রকৃত সত্য

'এশিয়ান কাবাডিতে দুই দশক পর মেয়েদের ব্রোঞ্জ পুনরুদ্ধার' শিরোনামে 'ক্রীড়াজগত'-এর ২০২৫ সালের ১৬ মার্চ প্রকাশিত সংখ্যার প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 'দেশের গর্বিত ইতিহাসকে মুছে দিতে তৎপর তারা'। এখানে 'তারা' বলতে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের বর্তমান কমিটিকে বোঝানো হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এমন দাবি পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডির ইতিহাস বিকৃত করার জঘন্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়, দুঃখজনকও বটে!

আলোচ্য প্রতিবেদনের একটা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ফলে বিভিন্ন গেমস ও আন্তর্জাতিক আসরে কাবাডির পদক জয়ের খবর জানতে হলে উইকিপিডিয়াই একমাত্র ভরসা ক্রীড়া সাংবাদিকদের'। উল্লিখিত লাইন ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বিভিন্ন উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের জ্ঞানের গভীরতা যে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো–এটা পরিষ্কার করেছে। তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন–এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও জানেন উইকিপিডিয়া মোটেও নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়। অথচ উইকিপিডিয়ার সূত্র ধরে প্রতিবেদনে ইতিহাস বিকৃত করার হাস্যকর দাবি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ২০০৫ সালের এশিয়ান নারী কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনাল খেলেছে–তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুই সেমিফাইনালিস্ট দলকে ব্রোঞ্জপদক প্রদানের নিয়মটা তখনো চালু হয়নি, যা বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনকে নিশ্চিত করেছে এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন এবং আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন। সুতরাং বাংলাদেশ কাবাডির প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে উইকিপিডিয়া ঘাঁটলে হবে না, আসতে হবে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনে।

প্রতিবেদনে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের ব্রোঞ্জ জয়ের যে দাবি করা হচ্ছে, তা অবান্তর এবং অসত্য। ওই দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং অন্যান্য অফিশিয়ালরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে ২০০৫ সালের আসরে বাংলাদেশকে কোন পদক প্রদান করা হয়নি।

বিগত দিনে বৈশ্বিক আসরে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল নিয়ে তথ্য বিকৃতির অপতৎপরতাও লক্ষ্য করা গেছে। এশিয়ান নারী চ্যাম্পিয়নশিপে পদক সংক্রান্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তেমন অপতৎপরতা থেকে। বাংলাদেশ কাবাডির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি মনগড়া নানা দাবি করে এত দিন গণমাধ্যমের কাছে নিজেদের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মনগড়া দাবি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই।

পরিশেষে সাংবাদিকতার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান চর্চার প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন, যা দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অসমর্থিত নানা সূত্রের বরাত দিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা দুঃখজনক। তথ্য এবং ইতিহাস বিকৃতি শাস্তিযোগ্য অপরাধও।

'নেপালের বিপক্ষে কাবাডি টেস্ট সিরিজ জয় বাংলাদেশের' শিরোনামে পৃথক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দ্বিতীয় সিরিজটির কথা কেউ বেমালুম ভুলে গেছেন, নয়তো চেপে গেছেন। তাই হয়তো কেউ কেউ ৫১ বছর পর আয়োজিত হয়েছে এই সিরিজ, এমনটাই বলছেন।' প্রতিবেদনের ওই অংশটা ইঙ্গিতপূর্ণ। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হয়তো সঠিকভাবে না পড়েই সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক ইঙ্গিতপূর্ণ এ লেখা লিখছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন থেকে পাঠানো টেস্ট সিরিজ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, '১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথমবার কাবাডি টেস্ট সিরিজ আয়োজিত হয়েছিল। ৫১ বছর পর আবার টেস্ট সিরিজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।' যার অর্থ দেশের মাটিতে ১৯৭৪ সালে প্রথম টেস্ট সিরিজের ৫১ বছর পর নেপালের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। ভবিষ্যতে ইঙ্গিতপূর্ণ লেখা কিংবা কথা বলার আগে সংশ্লিষ্টদের গভীর মনোযোগে পড়াশোনার বিষয়ে আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

এস এম নেওয়াজ সোহাগ
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়ায় ফাইট করতে চাই : সুর কৃষ্ণ চাকমা

ওমর ফারুক রুবেল

সাত বছর আগে পেশাদার বক্সিং শুরু করেন সুর কৃষ্ণ চাকমা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ২০২৩ সালে জিতেছেন ক্যারিয়ারের প্রথম এবিএফ টাইটেল। ৯ মাস পর রিংয়ে ফিরে গত ২০ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ডে জিতেছেন আরও একটি নকআউট। দেশের ১ নম্বর পেশাদার বক্সার এখন এই রাঙামাটির সন্তান। অ্যামেচার ও পেশাদার বক্সিংয়ে নিজের ক্যারিয়ারের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদকের সঙ্গে।

প্রশ্ন : ৯ মাস পর আরও একটি লড়াই জিতলেন। কেমন লাগছে?

সুর কৃষ্ণ চাকমা : পেশাদার বক্সার হিসেবে জেতাই লক্ষ্য থাকে আমাদের। তাই থাইল্যান্ডে জিতে ভালোই লাগছে।

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত কটি ফাইট করলেন?

সুর কৃষ্ণ : ক্যারিয়ারে আমি গত সাত বছরে ১০টি ফাইট করেছি, যার মধ্যে ৯টিতে জিতেছি, একটিতে হেরেছি। সাফল্য ৯০ ভাগ।

প্রশ্ন : হেরেছিলেন কার কাছে?

সুর কৃষ্ণ : চীনের বক্সার বায়ো লিউয়ের কাছে প্রথম হেরেছিলাম। গত বছরের ২৫ মে। ঢাকার ইন্টারকনটিনেন্টালে চীনের পেশাদার সার্কিটে ৭ নম্বর বক্সার লিউ। সুপার লাইটওয়েট ৬৩.৫ কেজির লড়াইয়ে ঘাম ঝরানো ৬ রাউন্ড শেষে আমরা দুজনেই রিংয়ের মাঝখানে দাঁড়াই। তখন উপস্থাপক চীনের বক্সারকে জয়ী ঘোষণা করেন। ফলে রিংয়ে নবম ম্যাচে এসে প্রথম হার দেখেছিলাম আমি।

প্রশ্ন: পেশাদার বক্সিংয়ে কবে আসেন আপনি?

সুর কৃষ্ণ: ২০১৮ সালে বাংলাদেশ বক্সিং ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমি দেশের প্রথম পেশাদার বক্সার হিসেবে খেলা শুরু করি।

প্রশ্ন: তার আগে?

সুর কৃষ্ণ: তার আগে বিকেএসপিতে ভর্তি হয়ে ২০১৩ সালে জাতীয় বক্সিং লড়াই শুরু করি। ২০১৫ সালে লন্ডনপ্রবাসী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কিক বক্সার আলী জ্যাকোর সঙ্গে লন্ডনে যাই। ফলে শাস্তি হিসেবে আমাকে দুই বছর অ্যামেচার বক্সিং থেকে বহিষ্কার করে রাখা হয়েছিল। পরে আবার ফিরেছিলাম।

প্রশ্ন: অ্যামেচার বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক কটি?

সুর কৃষ্ণ: জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে যে কটি খেলেছি, সব কটিতে স্বর্ণ জিতেছি। দুটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং দুটি বাংলাদেশ গেমসে।

প্রশ্ন: ক্যারিয়ারে স্মরণীয় ফাইট কোনটি?

সুর কৃষ্ণ: আমার ক্যারিয়ারে ১০টি ফাইটের মধ্যে স্মরণীয় এবিএফ টাইটেল জেতা। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এবিএফ ইন্টারকনটিনেন্টাল সুপার লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। প্রতিপক্ষ নেপালের লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন মাহেন্দ্রা বাহাদুর চান্দকে হারিয়ে 'এবিএফ ইন্টারকনটিনেন্টাল সুপার লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন' বেল্ট জিতে বাংলাদেশের পক্ষে ইতিহাস রচনা করেছিলাম। প্রো-বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২.০ ফাইট নাইট সুপার মিডলওয়েট বাউটে এই লড়াই হয়েছিল। আট রাউন্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় থাকার ছন্দটা ধরে রেখেছিলাম এবং সাফল্য পেয়েছিলাম। এবিএফ বেল্ট জেতাই আমার জীবনের স্মরণীয় ম্যাচ।

প্রশ্ন: অ্যামেচার থেকে পেশাদার বক্সিংয়ে আসার কারণ কী?

সুর কৃষ্ণ: দীর্ঘদিন অ্যামেচার বক্সিং করেছি। অর্থ তো পাইনি। একটি ভালো চাকরিও কেউ দেয়নি। তাই অ্যামেচার বক্সিং ছেড়ে পেশাদারে চলে এসেছি।

প্রশ্ন: পাশের দেশ ভারতে তো পেশাদার বক্সিংয়ে খুব একটা ঝুকেন না অ্যামেচার বক্সাররা। আপনি কেন?

সুর কৃষ্ণ: ভারতে পেশাদার বক্সার নেই। কারণ, তারা অ্যামেচারে খেলেই অর্থ ইনকাম করছে, তা প্রায় ক্রিকেটারদের অর্থ আয়ের কাছাকাছি। আমরা অ্যামেচারে খেলে কোনো চাকরি পাই না। ভারত যেভাবে সুযোগ-সুবিধা দেয় বক্সারদের, তাতে তাদের কোনো সমস্যা হয় না।

প্রশ্ন: পেশাদার বক্সিংয়ে একটি ফাইট খেলে কত টাকা পাওয়া যায়?

সুর কৃষ্ণ: বাংলাদেশে আমি টপ লেবেলের পেশাদার বক্সার। একটি ম্যাচ খেললে এক লাখ টাকার ওপরে পাই। র‍্যাংকিং যদি আরও বাড়ে তখন আরও টাকা পাব। এখন আমি টু স্টার। যদি থ্রি স্টারে পৌঁছাই, তখন সেই অঙ্ক দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: কোথায় খেলতে পারলে বড় অর্থ পাওয়া যাবে?

সুর কৃষ্ণ: আমার রেকর্ড ১০টি খেলেছি, একটি হেরেছি। জাপানে, আমেরিকাতে, ইউকেতে নিয়মিত পেশাদার বক্সিং হয়। তাদের কোনো বক্সারের সঙ্গে খেলতে পারলে ভালো অর্থ পেতে পারি।

প্রশ্ন: আপনার জেতা সবশেষ ফাইট সম্পর্কে বলুন?

সুর কৃষ্ণ: ৯ মাস পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি পেশাদার বক্সিংয়ে ফিরেছিলাম থাইল্যান্ডে। ১০তম লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ ছিল স্বাগতিক থাইল্যান্ডের চানাকিযাদ চুয়াফায়েত। সুপার লাইট ইভেন্টে ৬১ কেজি ওজন শ্রেণিতে জেতার মিশনে খেলতে নেমে প্রতিপক্ষকে তৃতীয় রাউন্ডে ধরাশায়ী করেছি। আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্বাগতিকদের বক্সার। এই ফাইটের আগে ব্যাংককে তিন সপ্তাহ ধরে রাশিয়ান কোচের অধীনে অনুশীলন করেছিলাম।

প্রশ্ন: দীর্ঘদিন পর রিংয়ে নেমে কী মনে হয়েছিল?

সুর কৃষ্ণ: অনেক দিন পর রিংয়ে নেমে শুরুতে কিছুটা জড়তা ছিল। এর জন্য দেখেশুনে খেলতে থাকি। তৃতীয় রাউন্ডে আক্রমণাত্মক খেলে প্রতিপক্ষকে লড়াই থেকে ছিটকে দিই। অনেক দিন পর জয়ের দেখা পেলাম। না জিততে পারলে হয়তো ক্যারিয়ারই হুমকির মধ্যে পড়ে যেত।

প্রশ্ন: বিশ্ব পেশাদার বক্সিংয়ে আপনার র‍্যাংকিং কত?

সুর কৃষ্ণ: বিশ্ব পেশাদার বক্সিংয়ে আমার বর্তমান র‍্যাংকিং ৩৪০-এর কাছাকাছি। এশিয়ায় জানি না। বিশ্বজুড়ে আমার ওয়েট ক্যাটাগরিতে ২৭০০ বক্সার রয়েছেন।

প্রশ্ন: দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন শুনেছি?

সুর কৃষ্ণ: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকেএসপির ছাত্র ছিলাম। পরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে।

প্রশ্ন: আপনার স্বপ্ন কী?

সুর কৃষ্ণ: বাংলাদেশের হয়ে বক্সিংয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমার স্বপ্ন। সাউথ এশিয়া থেকে এবার এশিয়ার শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছানোটা সেই স্বপ্নের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করছি। এই জয়গুলো আমাকে সাহস দিচ্ছে, প্রেরণা জোগাচ্ছে।

প্রশ্ন: আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী?

সুর কৃষ্ণ: ভবিষ্যতে আমার লক্ষ্য র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে আসা। এই সেক্টরে মানুষজন আছে। যারা কষ্ট করে ডেডিকেটের থাকে, তারাই এগিয়ে। আমি হয়তো আর খুব বেশি দিন খেলতে পারব না। তবে পরের প্রজন্ম যেন পেশাদার বক্সিংয়ে এসে প্রাপ্য সম্মান পায়, সেই ছাপ রেখে যেতে চাই। অনেকেই বক্সিং বললেই মনে করে ইউরোপ ও আমেরিকার খেলা। আমাদের লক্ষ্য এ দেশে সেটা জানান দেওয়া। আমার এখন এশিয়ার টাইটেল আছে। সামনে ভালো পার্সমানির ফাইট খেলতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়াতে খেলতে চাই। আমার জেনারেশনকে ভালো কিছু দেখিয়ে যেতে চাই। ভবিষ্যতে যেন তারা আমার দেখানে পথে আসতে পারে।

বাগেরহাট জেলার

ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের মানচিত্রে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে খুলনা বিভাগ। এই অঞ্চলের অনেক কৃতি ক্রীড়াবিদ, সংগঠক বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন। খুলনা বিভাগের অন্যতম জেলা বাগেরহাটও ব্যতিক্রম নয়। সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার ও নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক, রুবেল হোসেন, সাবেক তারকা ফুটবলার প্রাণতোষ, সাবেক দ্রুততম মানব মেজবাহ উদ্দিন, নারী দলের কোচ মিরোনাসহ আরও অনেক ক্রীড়াবিদ রয়েছেন যারা দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও ভারোত্তোলন এই চার খেলায় বাগেরহাট রয়েছে বিশেষ অবদান।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নিয়মিত পদক আসে ভারোত্তোলনে। গত কয়েক বছর ঢাকায় ভারোত্তোলনের নিজস্ব ভালো ভেন্যু নেই। তাই বাগেরহাট হয়ে উঠেছে জাতীয় পর্যায়ের বিকল্প ভেন্যু। তিন-চার বছরের মধ্যে বাগেরহাটের ফকিরহাটে জাতীয় পর্যায়ের ক্লাব, বয়সভিত্তিক ও সিনিয়র একাধিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাগেরহাটের ভারোত্তোলন নিয়ে এক যুগের বেশি সময় কাজ করছেন সাবেক ভারোত্তোলক আনিসুর রহমান। ফকিরহাটকে তিনি ভারোত্তোলনের ভেন্যু হিসেবে গড়ে তুলেছেন। সেখানকার প্রতিনিয়ত ভারোত্তোলনের চর্চা সম্পর্কে বলেন, 'আমাদের এখানে ভেন্যু খুব সুন্দর। ঢাকার চেয়ে আয়তনে বেশ বড়। স্থানীয় প্রশাসন সহায়তা করায় আমরা ভারোত্তোলনের জন্য এই ভেন্যু গড়ে তুলতে পেরেছি'।

জনপ্রিয় খেলা ফুটবল-ক্রিকেট হলেও ভারোত্তোলনেই স্বাচ্ছন্দ্য আনিসের। সাবেক ভারোত্তোলক ও মিস্টার বাংলাদেশ আবুল কালাম আজাদের কাছে তাঁর ভারোত্তোলন শিক্ষা। আবুল কালাম আজাদের জন্যই তিনি আজ আনিস হতে পেরেছেন মনে করেন, 'আমার ভারোত্তোলনের আজকের পথচলার পেছনে আজাদ ওস্তাদের অবদান অনেক। তাঁর কাছে খুলনা গিয়ে খেলা শিখেছি। এরপর নিজেই অন্যদের শেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার এই শেখানোর ক্ষেত্রে ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন স্যারও অনেক সহায়তা করেছেন। তিনি সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা না করলে আমার পক্ষে এখানে নিয়মিত অনুশীলন ও ভারোত্তোলন সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না'।

ভারোত্তোলনের মতো ব্যাডমিন্টনও নিবেদিতপ্রাণ মিলন সরদার জুষ্ট। মংলাতে তিনি নিরলসভাবে ব্যাডমিন্টন নিয়ে কাজ করেন। সেখানে ব্যাডমিন্টন উপযোগী ইনডোর নেই, এজন্য পরিত্যক্ত সিনেমা হলে ব্যাডমিন্টন শেখান। লিকা পোদ্দার, হাসান-হোসেন দুই ভাই সহ আরও অনেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় উঠে এসেছেন মিলন সরদারের মাধ্যমে। শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ব্যাডমিন্টন নিয়ে কাজ করছেন মিলন, 'ভেন্যু, অর্থ, সরঞ্জাম সহ অনেক সমস্যা রয়েছে। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে আমরা ব্যাডমিন্টন চর্চা অব্যাহত রেখেছি। জাতীয় পর্যায়ে যখন আমার খেলোয়াড়রা পদক জেতে এবং চ্যাম্পিয়ন হয় তখন সকল ক্লান্তি দূর হয়'।

আনিসুর রহমান

ব্যাডমিন্টন নিয়ে বাগেরহাটে আরেকজন কাজ করছেন যাঁর নাম জাহিদুল ইসলাম টুকু। যিনি নিজেই ব্যাডমিন্টনের জন্য ইনডোর দিয়েছেন। সেখানেও প্রতিদিন ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ চলে। টুকুকেও বিশেষ অবদান দিয়ে মিলন সরদার বলেন, 'আমি মংলায় আর টুকু ভাই ফকিরহাটে ব্যাডমিন্টন নিয়ে কাজ করছেন বাগেরহাটে। টুকু ভাই নিজেই ইনডোর গড়ে তোলায় সেখানকার পরিবেশ ও ব্যবস্থা বেশ সুন্দর। ব্যাডমিন্টনই তাঁর নেশা'।

মিলন সরদার

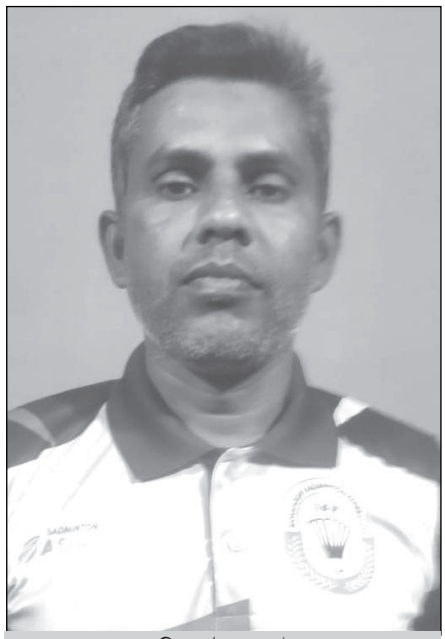

জাহিদুল ইসলাম টুকু

বাগেরহাট জেলায় ক্রীড়া অফিসার হিসেবে কাজ করছেন হুসাইন আহমেদ। সরকারি এই কর্মকর্তা জেলার ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের তালিকায় আনিস, মিলন ও টুকুদেরকেই এগিয়ে রাখলেন, 'সারা দেশের মধ্যে ভারোত্তোলনে বাগেরহাটের বিশেষত্ব রয়েছে। এই অবস্থান তৈরির পেছনে আনিসের অবদান অনেক। ব্যাডমিন্টনে টুকু ভাই ও মিলন সরদার জেষ্টু দুই জন নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ক্রীড়া অফিস থেকে যতটুকু সম্ভব তাদের সহাতয়া করার চেষ্টা করা হয়'।

এখনো দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। বাগেরহাটের শরণখোলায় ফুটবল নিয়ে কাজ করেন বিল্লাল হোসেন। শরণখোলায়া ফুটবল একাডেমি দিয়েছেন। সেই একাডেমিতে প্রতিদিন ৪০-৫০ জন তরুণ ফুটবলাররা অনুশীলন করেন। একেবারে বিনামূল্যেই প্রশিক্ষণ করান বিল্লাল, 'গ্রাম এলাকায় টাকা দিয়ে কেউ ফুটবল শিখবে না। আমি নিজ উদ্যোগেই ফুটবল শেখাই বাচ্চাদের'। জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক তারকা ফুটবলার প্রাণতোষ কুমার জেলার ফুটবলে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন, 'আমরা যখন খেলতাম তখন রশীদ ভাই সহ আরও কয়েকজন ছিলেন যাদের জন্য জেলার ফুটবল সচল ও প্রাণবন্ত ছিল। এখনো অনেকে কাজ করছে। তবে নিয়মিত আরও বেশি খেলাধুলা হলে আরও অনেক খেলোয়াড় আসবে'।